গ্যাড সিমরনের "MOSSAD EXODUS" অবলম্বনে

মোসাদ এক্সোডাস

রূপান্তর

তাইরান আবির

গুজরাট ফাইলস

এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত

রানা আইয়ুব

রেনু সরন-এর

"লার্ন টু সে নো, ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু সে ইয়েস" অবলম্বনে

না বলতে শিখুন

যদি হ্যাঁ বলতে না চান!
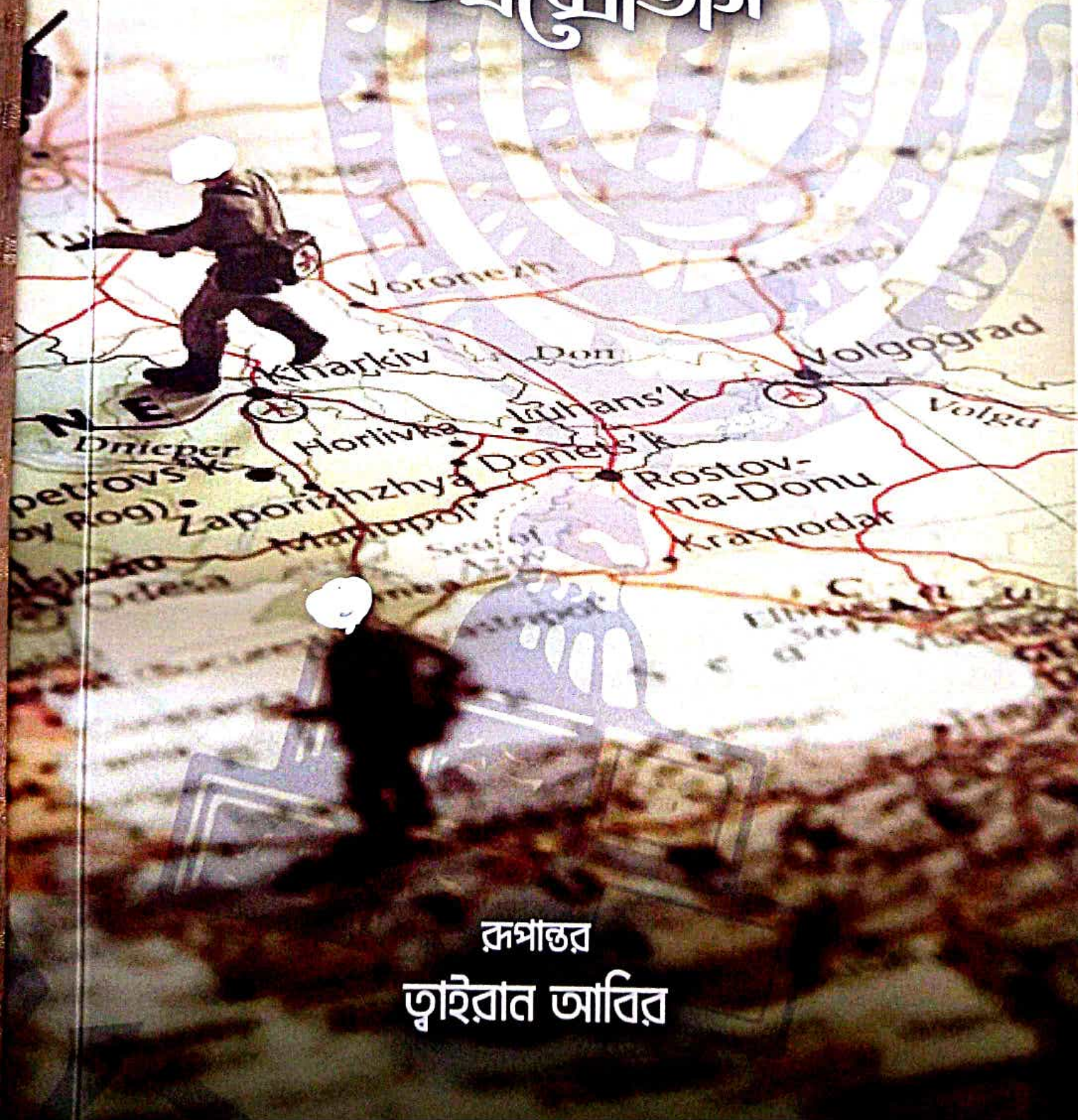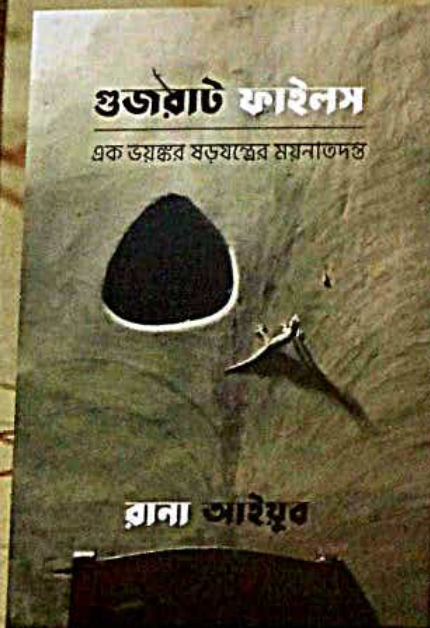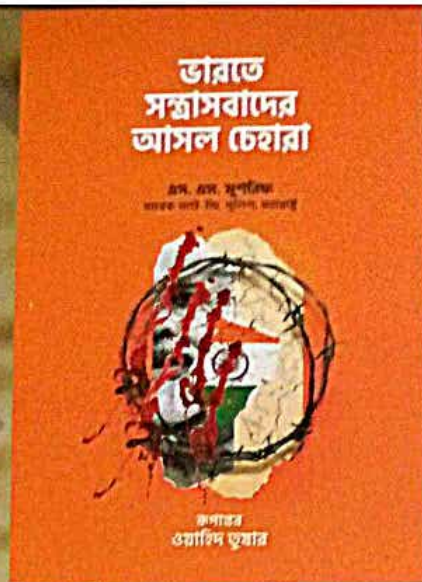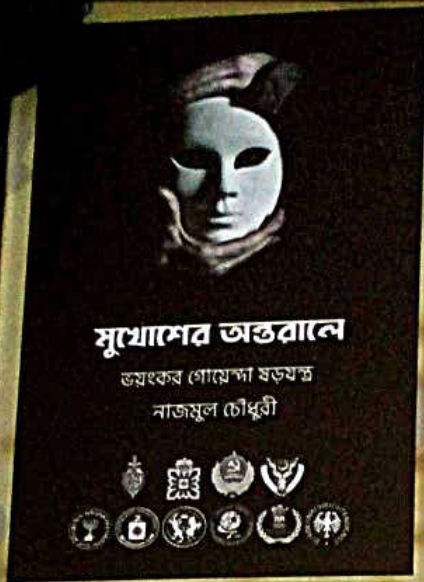
ওয়াহিদ তুষার

গ্যাড সিমরনের

মোসাদ এক্সোডাস

রূপান্তর : ত্বাইরান আবির

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

গ্যাড সিমরনের

মোসাদ এক্সোডাস

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২০

প্রচ্ছদ : ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক

আমাদেরবই ডট কম

২য় তলা, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৯৫৪ ০১৪ ৭২০

অনলাইন পরিবেশক

www.amaderboi.com
www.rokomari.com
www.boibazar.com
www.niyamahshop.com
www.ruhamashop.com
www.jabirbooks.com

Also available in E-book edition on

মূল্য : ২৫০ [দুইশত পঞ্চাশ] টাকা

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ফোন ০১৭৫৯ ৮৭৭ ৯৯৯।

Mossad Exodus by Gad Shimron, Translated by Tayran Abir,
Published by Projonmo Publication

Price : 250 Taka
International Price : $15.00 USD
ISBN: 978-984-94392-5-7

মলিন চেহারার কৃশকায় দেহের সুদানি সংবাদপাঠক অন্যান্য দিনের মতোই বিরক্তিকরভাবে বিভিন্ন ঘটনার শিরোনাম পাঠ করছেন। আজ রবিবার। ৬ই জানুয়ারি, ১৯৮৫ সাল। বাড়ির বাইরে উঠোনে একটা জেনারেটর চলছে। ওটার ঘটঘট আওয়াজে একবারে কান পেতেও টেলিভিশনে সংবাদের সবকিছু স্পষ্ট শুনতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে আমাদের।

"আজ পঞ্চান্নতম দিন।" আমাদের মধ্য থেকেই রাগান্বিত স্বরে কেউ একজন বলে উঠলো। সংবাদের প্রথম পাঁচ মিনিটে কেবল সুদানি শাসক জেনারেল জাফর নিমিরির কাহিনী বর্ণনা করাটা আজকাল নিয়ম হয়ে উঠেছে। নিমিরি এখানে গেছেন, নিমিরি ওখানে গেছেন ইত্যাদি যাচ্ছেতাই খবর বাদে খার্তুমের রাস্তায় বাড়ন্ত উত্তেজনা, আসন্ন মিলিটারি ক্যাম্প নিয়ে চলা অবিরত গুজব এবং আন্তর্জাতিক গরম খবরগুলোর একটাও তেমন শোনা যায় না।

"অপারেশন মসেস সমাপ্ত হয়েছে।" এয়ারফোন প্লাগ কানে দিয়ে একটা রেডিও স্টেশনের নিউজ থেকে শুনলাম আমি। এখানে কেবল এই রেডিও স্টেশনই দুর্দান্ত সব খবর জানাতে সুপরিচিত। স্টেশনের নাম কোল ইসরায়েল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'কোল ইসরায়েল নিউজ এভনিং' প্রোগ্রামে দারুণ সব তথ্য নিয়ে হাজির হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এটা ইসরায়েলের সরকারি রেডিও নেটওয়ার্ক। সংবাদপাঠকের গভীর গলাটা আমাকে আমার সহকর্মী ভি সলটেনের কথা মনে করিয়ে দিলো। সলটেন ইসরায়েল সরকারের অফিসিয়াল বিবৃতিসমূহ, প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজের যাবতীয় বাণী এবং হাজারো ইথিওপিয়ান ইহুদি, যারা কিনা সুদানে অবস্থান করছিলো উদ্বাস্তু হয়ে, সেসব সংবাদগুলো সুন্দরভাবে পাঠ করতো।

খার্তুমে অবস্থানকালে ঐ রাতে আমরা তখনো জানতে পারিনি যে, শরণার্থীরা বিমান থেকে নামামাত্রই ইসরায়েলের নাগরিকরা তাদের দেখতে জড়ো হয়েছিলো এবং উদ্ধার হওয়া লোকেদেরকে ঘিরে

ফেলেছিলো মিডিয়ার ক্যামেরা। শরণার্থীরা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না যে, অবশেষে তারা নিজেদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে ফিরে এসেছে।

তখনো আমরা একদল মোসাদ এজেন্ট খার্তুমেই অবস্থান করছিলাম উদ্ধার অভিযানের গুপ্ত ছক আঁকার জন্য। একই সময়ে ছোট্ট ছোট্ট রাবারের ডিঙিতে করে আসা শরণার্থীদের জন্য সৈকতে নেভির জাহাজ ভেড়ানো ছিলো এবং এয়ার ফোর্সের সি-১৩০ মডেলের বিমান রাতের আঁধারে একদল ক্ষুধার্ত শরণার্থী নিয়ে মরুভূমির বুকে নেমেছিলো, সে ব্যাপারেও অবগত ছিলাম।

কিন্তু এই মুহূর্তে এয়ারফোনের সুবাদে আমি কেবল 'অপারেশন মসেস' সম্পর্কে রাজনীতিবিদ ও কিছু কট্টর সমালোচকদের মন্তব্য শুনতে পাচ্ছি, যারা কিনা কঠিন ভাষায় আগেরদিন অভিযান বন্ধ হবার নিন্দা জানিয়েছিলো।

"আরো একবার সেই ইতর রাজনীতিবিদ ও ফাতরা সাংবাদিকেরা বাজে মন্তব্য করলো।" আমাদের মাঝখান থেকে কেউ একজন বলে উঠল। "আসলে তোমার বলা উচিত 'বারবার', আরো একবার নয়। কারণ তারা প্রতিনিয়তই এমন বলে চলেছে।" বলেই আমি হাসলাম।

"এটা অবাক করার মত বিষয় যে এখনো আমরা খার্তুমে অবস্থান করছি এবং ইসরায়েলের সংবাদ মারফত কর্তৃক শুনতে হচ্ছে অভিযান শেষ। অথচ আমরা জানি অভিযান এখনো চলছে।" একজন টেকনিশিয়ান বলে উঠলেন, যিনি সুদানে থাকাকালীন আমাদের সব যন্ত্রের যান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের জন্য নিয়োজিত আছেন। "এরা নিজে নিজেই সাংবাদিক।" হেসে বললেন তিনি।

"কাল যখন তুমি ভ্যাবলার মত কম্পিউটারের সামনে নিউজপেপার নিয়ে বসে থাকবে, জনতা তখন এই হতবুদ্ধিকর অপারেশন এবং মোসাদ কর্মীর অক্লান্তিকর সাহসীকতা নিয়ে কথা বলবে তোমাকে আমাকে ছাড়াই। আমায় বলো এতে তোমার কষ্ট লাগবে না?" ফের হেসে বললেন তিনি। তারপর আমি কিছু বলার আগেই একগাদা অভিযোগ করে বসলেন পুনরায়।

পরদিন ইউরোপে ফেরার সময় খার্তুমের নোংরা ও পরিত্যক্ত এয়ারপোর্টে লাগেজের অগুনতি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও খোঁচাখুঁচি শেষে আমার মনের আকাশে আরেকটা দৃশ্য ভেসে উঠলো। তিন বছর আগে অন্য এক এয়ারপোর্টে...

১৯৮২ সাল। বসন্তকাল। আমরা কয়েকজন মিলে ইসরায়েলের বেন গ্যারেন এয়ারপোর্টের এরাইভ্যাল হলের দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে

দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদেরকে দেখতে সফল ছুটি কাটিয়ে ফেরা হাস্যোজ্জ্বল একদল পর্যটকের মতোই লাগছিলো। আমরা পাঁচজন ছিলাম। প্রত্যেকের বয়স ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। গায়ের তামাটে রং, হাসিখুশি এবং উচ্ছ্বল। অতি সূক্ষ্মভাবে দেখলেও আমাদের সমবয়সী লোকের ভেতর থেকে আমাদেরকে আলাদা করা কঠিন।

পাশ থেকে একজন লোক আমাদের দেখছিলেন। বয়স পঞ্চাশের মতো হবে। চোখে চিকন ফ্রেমের চশমা। সাদা চুলের মাঝে আস্ত একটা টাক স্পষ্ট। তিনি ছিলেন মোসাদ এজেন্ট, আমাদের ইউনিটের কমান্ডার। সে সময় হুমকির মুখে পড়া ইহুদিদের বাঁচাতে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি। উনার নাম হলো ইফ্রেইম।

আমাদেরকে দেখেই এগিয়ে আসলেন। হ্যান্ডশেক করার পর কাঁধে হাত চাপড়ে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। মিতভাষী এক লোকের এত হাস্যোজ্জ্বোল ব্যবহারে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। "আমি মেনাহেম বিগিন এর অফিস থেকে এসেছি। তিনি খুব আগ্রহ সহকারে তোমাদের গুপ্ত কার্যক্রমের বিবরণ শুনেছেন এবং সকল বিপদ মোকাবিলায় তোমাদের নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী আমাকে একান্তভাবে ডেকে উনার পক্ষ থেকে তোমাদের অভিবাদন জানাতে বলেছেন।" বলেই পকেটে হাত দিলেন মিস্টার ইফ্রেইম। পকেট থেকে মোড়ানো একটা কাগজ বের করে পড়তে লাগলেন- "আমাদের বীর ছেলেদের উদ্দেশ্যে, যারা কিনা প্রতিকূল পরিবেশেও নিজেদের জীবন বাজি রেখে অভিযান চালিয়ে গেছে ইথিওপিয়ান ইহুদি উদ্বাস্তুদের উদ্ধার করার জন্য..."

আমার মনে নেই পুরো লেখাটা, কিন্তু ওটা আসলেই বড্ড অনুপ্রেরণার বিষয় ছিলো। সময়ের পরিক্রমায় স্মৃতির ধূসর আয়না থেকে অনেক কিছুই হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওনার সেই তুমুল হাসি আমি কখনোই ভুলতে পারবো না। ইফ্রেইম মোসাদের ওল্ড স্কুল এর অন্যতম প্রধান ছিলেন। আমি জানি না তিনি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দিয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন কি না। কিন্তু এটা জানি যে, সবশেষে উনি হাস্যরসে মজতে চেয়েছিলেন দারুণভাবে।

আমরা তাকে বলতে পারিনি যে, প্রধানমন্ত্রী বিগিন সম্পর্কে আমরাও কম অবগত ছিলাম না। যাইহোক, সুদানে তিনমাসেরও বেশি অমানুষিক পরিশ্রম, রোমাঞ্চকর যাত্রা ও বিপদ শেষে এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মন উসখুস করছিলো দেশে ফেরার জন্য। প্রত্যেকের মনে তখন একটা বিষয়ই বাজছে- কত তাড়াতাড়ি পাসপোর্টের জঞ্জাল শেষ হবে আর বাড়ি ফিরবে।

বিদায় হাফিসনিকিস, আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো অভিযানে। কমান্ডার ড্যানির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পর আমার সহকর্মীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

কমান্ডার ড্যানি, ইথিওপিয়ান ইহুদিদের উদ্ধার অভিযানে এসে যার কিনা নিজের বিয়ে সংক্রান্ত ঝামেলাটাও সুরাহা করা হয়নি। নৌবাহিনীর সাবেক সিল সদস্য রাবি এতদূরে এসেও স্টক মার্কেটের খবর নিতে ভোলেনি, যেখানে সে প্রচুর টাকা বিনিয়োগ করেছিলো (যা কিনা সে বাড়ি বন্ধক রেখে পেয়েছিলো)। সবশেষে সিনাই ছেড়ে তাকে থাকতে হয়েছিলো। ডক্টর শোমো পোমেরেঞ্জ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কোকা কোলার মান পরীক্ষা করতো। আরেক সদস্য মারসেল দুর্দান্ত সব কাজ করে বেড়াতো। ওর মুখ সবসময়ই হা হয়েই থাকতো খাবারের জন্য। আর ডুবুরি হুমলিক সবসময়ই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার দারুণ উপায় জানতো।

“হাফিসনিকিস আবার কে?” ইফ্রেইম জিজ্ঞেস করলেন

“এটা সুদানে জেনারেল হাকার একটা বাহিনির নাম। ওনার নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে।” আমি জবাব দিলাম। টার্মিনাল ছাড়তে ছাড়তে প্রিয় একটা গান গুনগুন করছিলাম। হাকা হচ্ছে জেনারেল হিজ্যাক হোফির ডাকনাম, পরবর্তীতে যিনি মোসাদের প্রধান হয়েছিলেন।

বিদায় বলে বিচ্ছিন্ন হবার পরও আমরা বুঝতে পারিনি অভিযান চলমান রাখা হবে। ১৯৮২ সালের সেই বসন্তে আমরা ভাবিনি সুদানে থাকা ইথিওপিয়ানদেরকে উদ্ধার করতে বরাবরের মতোই অভিযান অব্যাহত থাকবে। কেননা, ইসরায়েল তখন বেশকিছু সমস্যায় জর্জরিত। সিনাই উপত্যকায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, উত্তর সীমান্তে যুদ্ধের আশংকা যা কিনা বিগিন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল রাফুল কর্তৃক সিরিয়ান প্রেসিডেন্ট হাফেজ আসাদকে উচ্চারিত বার্তায় স্পষ্ট ছিলো।

▣

১৯৮১ সালের শেষদিকে আমি প্রথমবারের মত সুদানে পৌছাই। দরজা খোলার পরই বাইরের গরম হাওয়ার দমক আমাদেরকে স্পষ্ট জানান দিচ্ছিলো যে আফ্রিকাতে (মহাদেশ) পৌছে গেছি। “আজকে অপেক্ষাকৃত বেশি ঠান্ডা বিরাজ করছে, মাত্র ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। সবাইকে স্বাগতম।” ঘোষণা করলেন কেএলএম বিমানের ক্যাপ্টেন, যেই বিমানে করে আমরা নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডাম থেকে এখানে এসেছি। অতঃপর আমরা বিমান থেকে নামলাম।

"ওয়েলকাম টু সুদান।" খার্তুম এয়ারপোর্টে টার্মিনালের দিকে একটি স্মারকের লেখাটির দিকে চোখ পড়লো আমার। এই টার্মিনালটা হুবহু ইসরায়েলের লিড্ডা এয়ারপোর্টের পুরোনো টার্মিনালের মতো লাগে। আকারে ছোটো এবং মাঝখানে একটা টাওয়ার বসানো। "জয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জয়।" রাবিকে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি। আমার সাথে বিমানে চড়ে সেও এসেছে। প্রধান নির্বাহী স্থপতির পরিকল্পনা যুক্তরাজ্যের অনেক অর্থ বাঁচিয়ে দিয়েছিলো এবং লিডা এয়ারপোর্টের চেহারা পাল্টে দিয়েছিলো ব্রিটিশ শাসনামলে।

রাবি বিড়বিড় করে ফিলিস্তিনি ইংরেজিতে কী যেন বলল। একটু মদ্যপ ছিলো সে। আমিও গিলেছিলাম খানিকটা। কারণ হেডকোয়ার্টার থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল যত শীঘ্রই পারি আমরা যেন স্পন্সর কোম্পানি নাভকোর বদলে স্থানীয় পর্যটক অফিস থেকে বরাদ্দ জায়গায় ফিরতে পারি। এতটাই চাপ দেওয়া হয়েছিলো যে, আমরা দুজন সেদিন লোকভর্তি একটা বিমানের টিকেট কিনেছিলাম, যেটার মাত্র দুটো ফার্স্ট ক্লাস সিট বাকি ছিলো। 'প্রধান হিসাবরক্ষক নিশ্চিত ক্ষেপে যাবেন। কিন্তু কিছুই করার নেই। হেডকোয়ার্টার তড়িৎ অ্যাকশন নিতে চায়। তাহলে তো একটু বেশি খরচ করতেই হবে দ্রুত পৌছানোর জন্য।' এই বলে আমরা নিজেদের আশ্বস্ত করলাম।

"আমরা মনে হয় একটু বেশিই গিলে ফেলেছি। শেষদিকের ঝাজটা একটু বেশিই ছিলো।" ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বললো রাবি। আট ঘন্টার ভ্রমণে কেবিন ক্রুরা আমাদের গ্লাস খালি দেখামাত্রই মদ পরিবেশন করছিলো। বলা চলে মদে একরকম ডুবিয়ে রেখেছিলো। আমরাও ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ধরে নিয়েছি। তাই তাদেরকে বারণ করিনি।

"বিদায়, ইউরোপ।" কথাটা বলেই আমি এবং রাবি স্বচ্ছ, পরিষ্কার কেবিন থেকে নেমে নোংরা পায়ের ছাপযুক্ত জায়গা দিয়ে হেঁটে সুদান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনালের দিকে গেলাম।

জঞ্জাল, ঝামেলাপূর্ণ এরাইভ্যাল হলে বন্ধুত্বপূর্ণ এক সুদানি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি দেখতে অনেকটা সেই কেরানির মতো, যে আমাদের ভিসার কাজ করে দিয়েছিলো। প্রথম প্রথম লোকটা আমাদের কাছে টিকেট বিক্রিই করতে চায়নি। কেননা আমাদের পাসপোর্টের ওপর কোনো ভিসা স্টাম্প করা ছিলো না। বহু ঝামেলা পেরিয়ে অবশেষে আমরা যখন ডাচ ও ইংরেজিতে বড় একটা বিবৃতি লিখে জানালাম যে- আমরা আমাদের সকল ব্যয়ভার বহন করবো,

এমনকি রিটার্ন টিকেটেরও, কেবল তখনই নাছোড়বান্দা লোকটা রাজি হলো।

"সুদানের মাটিতে স্বাগতম বন্ধুরা।" আমাদের দেখামাত্রই বললো হাসান, যে কিনা আমাদের অবতরণের অপেক্ষায় ছিলো। সুদানের পর্যটন সংস্থার লম্বা চওড়া ও শক্ত-সামর্থ্য এক কর্মী সে। কয়েক সপ্তাহ আগে খার্তুমের একটি পরিবেশ বিষয়ক কোম্পানির প্রতিনিধির খাতায় নাম লিখিয়েছে এবং তার স্বল্প আয়ও সুদানের পর্যটন খাতের জন্য দারুণ পরিবর্তন আনতে পারবে এ ব্যাপারে সে ভীষণ আশাবাদী।

হাসান আমাদের পাসপোর্ট নিলো। তারপর ওখানে থাকা একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের সাথে হ্যান্ডশেক করে পাশের একটা রুমে চলে গেলো দুজনে। হাসান এবং ওই অফিসারের উষ্ণ করমর্দনের ব্যাপারটা আমি স্থানীয় আমলাদের সাথে যোগাযোগের দুইদিনের মাথায় জানতে পেরেছিলাম। এভাবেই ক্লায়েন্ট ও সাপ্লায়ারদের মাঝে টাকার বিনিময় হয়। করমর্দনের ফাঁকে হাতে গুঁজে দেওয়া হয় ব্যাঙ্কনোট। আর টাকা যত বেশি সেবার ধরণ তত বেড়ে যায়।

হাসান আমাদের পাসপোর্ট হাতে ফিরে আসলো। পাসপোর্ট দুটোয় মেনোরা প্রতীকের ছাপ কিংবা জেরুসালেম সরকারের প্রিন্টে অঙ্কিত স্বীকৃতির কোনোটাই ছিলো না (সুদান তখনো এখনকার মতো শত্রুদেশই ছিলো)। আমি তখন বসে চারপাশের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। একটা বড়সড় ট্রাক্টরে করে কেএলএম বিমানের সকল লাগেজগুলো এলো। একদল কুলি সুটকেসগুলো বহন করে এরাইভ্যাল হলে নিয়ে গিয়ে কনভেয়র বেল্টে রাখলো- যন্ত্রটা খুব ধীরে চলছিলো, সম্ভবত যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। কোনোরকমে চালিয়ে দেওয়া কথাটি তৃতীয় বিশ্বের ভাষায় অতিপরিচিত একটা শব্দ। এখানেও তাই দেখতে পেলাম। কোনোরকমে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বড়সড় চালান আসতে থাকলে নিশ্চিত এক সপ্তাহের মাঝে ওটা ভেঙে যাবে।

আমাদের যাত্রীরা দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে পরেছিলো- শেতাঙ্গ ও স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ। সাদাদের মাঝে আবার দুটো দল হয়েছিলো। একদল পয়সাওয়ালা, আরেকদল কমিউনিস্ট ব্লক পাসপোর্টধারী। শেতাঙ্গদের কোনো সমস্যাই হচ্ছিল না। তারা স্বাভাবিকভাবেই টার্মিনাল পেরিয়ে সবার খোঁজ করছিলো, যারা কিনা আমাদের হাসানের মতোই তাদেরও অপেক্ষায় ছিলো কিংবা তাদের আত্মীয়স্বজনের। অথবা আশেপাশের হোটেলের খোঁজ করছিলো। কিন্তু যত ঝামেলা কৃষ্ণাঙ্গদের বেলায়। তাদের যেতে হয়েছে কাস্টম অফিসারদের কঠিন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে।

এবং ঝামেলাপূর্ণ পাসপোর্ট পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। আর একজন ইতর কাস্টমস কর্মকর্তা তাদেরকে খুব বেশি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলো। ভাবখানা এমন, কৃষ্ণাঙ্গ লোকগুলো বাইরে বেরিয়েই ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়বে।

ওপরে ব্রিটিশ আমলের বেশকিছু জীর্ণ ফ্যান ঘুরছে ধীরগতিতে। এগুলো সম্ভবত ১৯৫০ সালের দিকে মেনাহেম বিগিনের টাক মাথায় বাতাস করার জন্য লাগানো হয়েছিলো, যখন তিনি ইসরায়েল থেকে সাউথ আফ্রিকার জোহানসবার্গে যাচ্ছিলেন বিটার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেরকে সমর্থন জানাতে। ১৯৫৬ সালের আগ পর্যন্ত সুদান ছিলো ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। এবং তখন ইসরায়েলি পাসপোর্টধারীরা যাত্রাবিরতির সময় বিমান থেকে নেমে যেতে পারতো। এবং সেই একই মেনাহেম বিগিনের জন্য ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি এবং রাবি খার্তুম এয়ারপোর্টের সেই একই হলের মাঝে সুদানি প্রেসিডেন্ট জাফর নিমিরর জ্বলজ্বলে এক ছবির নিচে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষা করছি সুদানের ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের জন্য, যা কিনা হাসান করে চলেছে। পুরো এয়ারপোর্টটা দেখে আহামরি কিছু মনে না হলেও অন্তত স্থানীয়দের জন্য এটা আদর্শ মানের বলেই মনে হলো।

■

১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিস্ময়কর এক জয়ের পর মেনাহেম বিগিনের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো মোসাদের প্রধান নির্বাহী ইজহ্যাক হোফিকে তলব করা। তার ডাক নাম ছিলো হাকা। হাকা সাহেবের কাছে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সব শোনার পর তিনি অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলেন- "আমি জানতে পেরেছি ফ্যালাশা, তথা ইথিওপিয়ান ইহুদিরা ইসরায়েলে অভিবাসন পেতে মরিয়া। তারা সুদানে ক্ষুধায় মরছে, স্থানীয়দের দ্বারা নানাভাবে নিগৃহীত হচ্ছে, আমি চাই আপনি মোসাদ কর্মীদেরকে ব্যবহার করে ওদেরকে ইসরায়েলের মাটিতে ফিরিয়ে আনুন। ইথিওপিয়ান ইহুদি ভাইদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসুন।"

ঐতিহাসিক একটা সত্য হচ্ছে যে, ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে কেউ ইহুদি বলে বিবেচনা করতো না। সম্প্রতি এদের মধ্যে অল্পকিছু লোক ইসরায়েলে এসে আবাসন করেছে। লোকেদের মাঝে একটা বিশ্বাসই তৈরি হয়ে গিয়েছিলো যে, ওরা হচ্ছে আদিবাসী এবং কোনোমতে পাওয়া ইহুদি ধর্মে বিশ্বাসী। ফলে পরিপূর্ণ তথ্য থাকা সত্ত্বেও তারা বাকিসব ইহুদিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো এবং তাদেরকে আলাদা নাম দেওয়া হয়েছিলো 'ফ্যালাশা', যার অর্থ হলো 'ভূমিহীন মানব'। এবং তাদেরকে আরো বলা হতো, 'বেটা ইসরায়েলিয়'।

১৯১০ সালে গবেষক জ্যাকি ফেইতলোভিচের লেখা একটা বই প্রকাশিত হয় 'এ জার্নি থ্রু আবিসিনিয়া' নামে। বইটিতে তিনি বহুদূরের রাজ্যের অজপাড়াগাঁয়ের ইহুদিদের কথা তুলে এনেছেন। তিনি দূরবর্তী গ্রামগুলো ঘুরে লোকেদের কাছে ইথিওপিয়ান ইহুদিদের সোনালি অতীতের গল্প শুনেছেন, যখন তারা রাজ্য পরিচালনা করতো। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বাকিসব ইহুদি সম্প্রদায় হতে আলাদা হবার ফলে ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা সাবাথ, পরিচ্ছন্নতার আইন (থাহারা), পথ্য আইন (কাশ্রুত) এসব ধরে রেখেছে। কিন্তু ইসরায়েলিদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক টেলিফিন, ট্যালিট পরার প্রথা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তেমনিভাবে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো পিউরিম উপলক্ষে ছুটি উদযাপন।

ইথিওপিয়ান ইহুদিরা তওরাত পড়তো। কিন্তু তালমুদ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিলো না। তাদের পবিত্র গ্রন্থগুলো ধর্মীয় নেতা গিজ কর্তৃক লেখা ছিলো।

কেবল কিসিমরাই এসব পড়তে পারতো। তারা যে ইহুদি ছিলো এ বিষয়ে ফেইতলোভিচের আর কোনো সন্দেহই ছিলো না। বাকি যেসকল গবেষক রয়েছেন, যারা প্রাচীন ইথিওপিয়ান ইহুদিদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা সকলেই ইথিওপিয়ানদের তাদের উৎপত্তি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। অনেকে জানিয়েছেন, তাদের উৎপত্তি হয়েছে সিরিয়ায় বসবাস করা ইহুদি সম্প্রদায় থেকে 'ফার্স্ট টেম্পল' এর সময়ে (হিব্রু বাইবেল মতে, ফার্স্ট টেম্পল সম্রাট সলোমন তৈরি করেছিলেন, যেটা কিনা দ্বিতীয় নেবুচাঁদজার কর্তৃক ধ্বংস করা হয়)। কেউ কেউ তাদেরকে চিহ্নিত করেছেন ইয়েমেনীয় লোক হিসেবে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইথিওপিয়ান ইহুদিদের সংখ্যা ব্যাপক ছিলো। কিন্তু এই সংখ্যাটা কমতে থাকে ধর্মীয় এবং আর্থিক চাপের কারণে লোকজন খ্রিস্টীয় ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর থেকে। এসকল রূপান্তরিত ইহুদিদেরকে বলা হয় ফ্যালশমুরা এবং তাদের অনেকেই ব্রেথেন ইহুদিদের সাথে পারিবারিক যোগাযোগ রক্ষা করতো, যাদের সংখ্যা ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ধরা হয়েছিলো মাত্র ২৫ হাজার।

এতোসব ধর্মীয় পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের দিকে বহু ইথিওপিয়ান ইহুদি ইসরায়েলে আসতে শুরু করে। এবং এরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষক অথবা বিভিন্ন যুব কল্যাণ দলের নেতৃত্ব দেয়। পরবর্তীতে নিজ ভূমি ইথিওপিয়ায় ফিরে গিয়েও একই ধারা অব্যাহত রাখে এবং বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব দেয়।

১৯৬০ সালের দিকে হেইল সেলেসার রাজত্বের সময় ইসরায়েল ও ইথিওপিয়ার রাজনৈতিক সম্পর্ক ভালো ছিলো। তখন একদল ইসরায়েলি প্রতিনিধি ইথিওপিয়ান ইহুদিদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইসরায়েলে অভিবাসনের কথা জানায়, তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। সেলেসা যায়নবাদী আন্দোলন সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ছিলেন। ইতালির ফ্যাসিস্ট শক্তির কাছে তার দেশ নত হলে, তিনি জেরুসালেমে গিয়ে দুই বছর নির্বাসিত জীবনযাপন করেন।

"ইথিওপিয়ায় সত্তর ধরণের লোক আছে। কেউ খ্রিস্টান, কেউ মুসলিম, কেউবা ইহুদি। কিন্তু তারা সবাই ইথিওপিয়ান। যদি আমি ফ্যালাশা ইহুদিদের ইসরায়েলে অভিবাসনের অনুমতি দেই, তাহলে সোমালি উপজাতি ইহুদিদের তাদের ব্রেথেন ভাইদের সাথে মিলিত হতে কীভাবে নাকচ করি? আর ইরিত্রিয়ার লোকদেরই বা কী জবাব দেবো? আমি হচ্ছি সবার রক্ষক এবং এলোমেলো নয়, একতাবদ্ধ এক জাতি চাই

আমি।” ইহুদি বাঘ নামে খ্যাত এই রাজা তখন জেরুসালেমে এই মন্তব্য করেছিলেন।

আদ্দিস আবাবায় বিলাসবহুল প্রাসাদে বাস করা সম্রাট একেবারে জনবিচ্ছিন্ন হয়েও নিজেকে ইথিওপিয়ার জনক হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে তিনি তরুণ এবং কঠিন হৃদয়ের আর্মি অফিসার মেঙ্গিস্তু হেইল মারিয়াম কর্তৃক আটক হন। এবং অসুস্থ শরীরে ১৯৭৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাটের ক্ষমতাচ্যুত হওয়া আর সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল জেরুসালেম এবং আদ্দিস আবাবার সম্পর্কটা শীতল করে দেয়। পত্র পত্রিকা থেকেও দু দেশের কথা হারিয়ে যায়। নতুনভাবে সম্পর্কটা কেবল সেনা সহায়তার মধ্যেই আবদ্ধ ছিলো। ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তারা ইথিওপিয়ার পরামর্শক হিসেবে কাজ করতো এবং ইরিত্রিয়া ও টাইগার প্রোভাইন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিতো, যারা কিনা নিজেদেরকে ইথিওপিয়া থেকে আলাদা স্বাধীন ভুখণ্ড দাবি করছিলো।

স্বৈরশাসক মিঙ্গেস্তু, যিনি কিনা নিজেকে ইথিওপিয় জাতির পিতা বলতে রাজি নন, তিনি ইরিত্রিয়ার বেথ্রেনদের ওপর নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে ইহুদিদেরকে ইসরায়েলে অভিবাসনে অনুমতি দেন একটা শর্তে তা হলো- সবকিছু গোপনে করতে হবে।

১৯৭৭ সালের শেষদিকে, ইসরায়েলি এয়ার ফোর্স বোয়িং ৭০৭ এ করে কিছু মিলিটারি সরঞ্জামসহ অবতরণ করে এবং ইথিওপিয়ান ইহুদিদের নিয়ে ইসরায়েলে ফিরে আসে। এটা বড়সড় একটা অভিযান হতে পারতো বেশ কয়েকটি ফ্লাইট নিয়ে। যাইহোক, মাত্র দুটো ফ্লাইটেই এই অভিযান সম্পন্ন হয় সিনিয়র রাজনীতিবিদদের আহ্বানে। এবং এটাই পরবর্তীতে সাত বছর পর 'অপারেশন মসেস' এর ইঙ্গিত ছিলো। ঐ দুই ফ্লাইটে করে ১২৫ জন ইথিওপিয়ান ইহুদিকে ইসরায়েলে নিয়ে আসা হয়েছিলো।

রাজনীতিবিদ এবং তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মশি ডায়ান সুইজারল্যান্ডে এক সাক্ষাৎকারে তখন বলেন, মেঙ্গিস্তুকে অস্ত্র সরবরাহ করছে ইসরায়েল এবং তাকে দেশটিতে ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। কেউ জানে না কে তাকে এই বিবৃতি দিতে বলেছিলো, কেনইবা সে ইথিওপিয়ান ইস্যু নিয়ে মুখ খুললো জুরিখে।

ইথিওপিয়ান ইহুদিদের জন্য সবচেয়ে বড় কষ্টের ঘটনা ছিলো একসময় অভিবাসন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা একবারে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অবশ্য এরপর শেফরাডিক রাব্বি প্রচুর তথ্য পেয়েছিলেন যে,

তারা আসলেই ইহুদি। একই সাথে তিনি তাদেরকে ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু জায়গাও নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। তার এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী দশ বছর পর হওয়া বিভিন্ন ঝামেলার বস্তু পরিণত হয়েছিলো। কারণ, ধর্মীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার এই চাহিদার গুরুত্ব থাকলেও, ইসরায়েলের মূলধারার জনতার অংশ না হওয়ার কারণে উদ্বাস্তুদেরকে স্থানীয়দের বিভিন্ন হ্যারাসমেন্টের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাতে হতো।

রাব্বির সিদ্ধান্তের মূলভাব এই ছিলো যে, ল অব রিটার্ন দ্বারা তারা প্রকৃত ইহুদি। এই আইনে নতুনভাবে আগমনরত সকল ইসরায়েলিকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিলো। যাইহোক, মেনাহেম বিগিন তার স্বপদে বহাল আছেন, এটা কেবল বিরুদ্ধ দলের শীতল অবদানের জন্য নয় বরং বিপুল সংখ্যক শেফার্ডিক ইহুদির সাপোর্টের কারণে। তিনি নিজেও অনুমতি দিয়েছেন ইহুদিদেরকে দূরবর্তী গ্রামে বহাল রাখার জন্য, সেজন্য যা ই লাগুক না কেন তিনি করতে প্রস্তুত।

মেনাহেম বিগিন ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে ইসরায়েলে চেয়েছিলেন। আর এ কাজ তিনি ড্যানির হাতে তুলে দেন। কেননা, এটা ছিলো জটিল এক কাজ। তাছাড়া ঐ অঞ্চল সম্পর্কে একবারেই অল্পকিছু উপাত্ত আমাদের সংরক্ষণে ছিলো।

“ইথিওপিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধের কারণে আমরা সেখানে থাকা ইহুদি শরণার্থীদের ব্যাপারে কোনো মনোযোগ দিতে পারিনি।” এমনটাই বলা হয় ড্যানিকে। “সুদানে পরিচালিত জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুসারে, সেখানে শরণার্থীর ঢল নেমেছে। এই সুযোগটাই আমাদেরকে নিতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে শরণার্থীদের ভেতরে কোনো ইহুদি আছে কি না। আমরা ফেরেড নামক একজন ইহুদির বার্তা পেয়েছি। সুদান থেকে সে সাহায্য প্রার্থণা করেছে। ওখানে যান, ওকে খুঁজে বের করুন এবং দুজন মিলে বাকি ইহুদিদের অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করুন। একইসাথে আপনারা হয়তো ইথিওপিয়ার টাইগার এবং গোন্ডার রাজ্যেও ঢুকে যেতে পারবেন যেখানে বহু ইহুদিরা বসবাস করে।”

ড্যানির প্রাপ্ত এই ব্যাখ্যা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে- মোসাদের পয়েন্ট অব ভিউ থেকে, আফ্রিকার দেশ সুদান একটা ব্লাক হোল ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ড্যানি অন্যসব ইসরাইলীর মতো নয়। তাকে এবং তার মতো যারা ছিলো সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি। কেননা, তার মতো লোকদের জন্যই মোসাদ এই ব্লাক হোলের ভেতরও সফল অভিযান পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলো।

ড্যানি দক্ষিণ আমেরিকায় ফ্রেঞ্চ বাবা মার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলো। তরুণ বয়সে বাবা মার সাথে ইসরায়েলে অভিবাসী হয়ে আসে। সময়ের সাথে সাথে সে স্যাবরাদের (জন্মগত ইসরাইয়েলী) চেয়েও বেশি স্যাবরায় পরিণত হয়। ইসরায়েলের প্যারাট্রুপসের হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার। দুর্দান্ত প্রশিক্ষণ, বহুমুখী প্রতিভা এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় তার পুরোপুরি দখলের জন্য তাকে মোসাদের সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় মিলিটারি সার্ভিসের কিছুকাল পরেই।

দুর্দান্ত এক ক্যারিয়ারের শুরু করেছিলো সে, যা তাকে মোসাদের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু তার ক্যারিয়ারে বাধা হয়ে পরে তার বিরুদ্ধে চিঠি চালাচালির অভিযোগ আসার পর। গুপ্তচর সংস্থাটিতে এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিলো।

১৯৭০ সালের শুরুর দিকে দশজন তরুণ এবং সচেতন মোসাদ সদস্য তাদের ওপরস্থ সিনিয়র কর্মীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা চিঠি লিখে ওপর মহলে। পরবর্তীতে ওটা পত্রিকায় ফাঁস হয়ে গেলে মোসাদের ডজনখানেকের মতো লুকায়িত তথ্য জনতার সামনে এসে যায়।

প্রতিরক্ষা খাতের অন্যান্য বাহিনীর মতো মোসাদ কর্মীদের মধ্যে আর্মি অফিসার এবং শাবাক এজেন্টকে বহিষ্কার করা হয়। মোসাদের প্রধান নির্বাহী কেবল সবার বসই নন, পিতার মতো। তিনি সবার কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। আলোচনার স্বার্থে সবার জন্য তার দরজা সবসময়ই খোলা। এমনকি জুনিয়র অফিসারদের জন্যেও। সব সমস্যা ওনাকে সরাসরি বলা যায়। কাজেই তার কাছে না গিয়ে দশজনের সরাসরি চিঠি লেখার ব্যাপারটা একেবারে বেআইনি ও পবিত্র জিনিসকে অপবিত্র করার মতো এক বিষয় ছিলো।

এটা নিয়ে ওপর থেকে নিচ সর্বত্র সমালোচনার ঝড় ওঠে। আর এ বিষয়ে সম্মিলিত স্বাক্ষর নেওয়া মাত্রই তারা হয়ে যায় ঝামেলাকারী নয়তো দলত্যাগকারী সদস্য।

স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে একজন, যিনি মিলিটারিতে লম্বা সময় সেবাদানের পর মোসাদে জয়েন করেছিলেন তিনি আবার মিলিটারিতে ফিরে যান। আরেকজন সদস্য ফিরে যান তার নিজস্ব গন্তব্যে। তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষার জগতে প্রবেশ করলেন, চেষ্টা করলেন ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের দ্বন্দ্ব নিরসনে। এছাড়া আরেকজন স্বাক্ষরকারী, জারিভ, এমনকি শত্রুরাও তার নামে কোনো কথা বানানোর মতো কিছু পায়নি, সে অবসর গ্রহণ করে বিমানের ফ্লায়িং কোর্সটা ভালোভাবেই সম্পন্ন করে নেয়। মজার ব্যাপার হলো, এর দশ বছর পর সে পুনরায়

তার আগের পদে ফিরে আসে এবং সুদানে থাকা ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে উদ্ধার অভিযানের অংশ নেয়। বাকি যারা স্বাক্ষরকারী ছিলো তাদের ওপর নজরদারি বজায় রাখা হয়েছিলো। এসবের মধ্য দিয়েই, স্পেশালি পরিচালকের নজরে থেকে তারা ছোটো ছোটো মিশন সম্পন্ন করছিলো আলোচনা সমালোচনার ঝড় কাটার আগ পর্যন্ত।

আমার মন বলে, বর্তমানে ইসরায়েলে বসবাস করা ইথিওপিয়ান ইহুদিরা তাদের অভিবাসন সফলতার জন্য ওই দশজনের চিঠির কাছে ঋণী। ড্যানি, যার প্রমোশন আটকে গিয়েছিলো, তাকে মোসাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজের তুলনায় একেবারে গৌণ, সহজ কিছু টাস্ক দেওয়া হয়েছিলো। যার সাথে জুড়ে বসেছিলো ভাগ্যহারাদের দল।

এটা একবারে সাধারণ জ্ঞানের কথা যে এই ইউনিটে ট্রাবলমেকার, আইডলার এবং নন ব্লাইন্ডিং পোস্টপ্রাপ্তদের নিযুক্ত করা হয়েছিলো।

ওপর মহল থেকে প্রাপ্ত নির্দেশ শুনে মনে হচ্ছিল, একজন ইহুদিও যেন সুদানে পরে না থাকে। পুরো বিষয়টা খুব জটিল ছিলো। কিন্তু ড্যানি তার সুচতুর বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা অনেক কিছুই সমাধান করেছিলো। মিশনটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলো সে। আসলে সে ছিলো মোসাদের বিচক্ষণ সদস্যদের মধ্যে অন্যতম, যারা তাদের প্রতিভার জন্য স্বীকৃত। এমনকি মারাত্মক কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে সে রাবিকেও পরিচালনা করতো।

"এক রবিবারে সুদানে থাকাকালীন আমি অখাদ্য খাবার খেয়েছিলাম বলে প্রধান নির্বাহী আশকেনাজিক রাবি আমাকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে নিষেধ করেছিলো। কিন্তু কী করার? আমরা তখন জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে অবস্থান করছিলাম।"

ইহুদিদের কাছে নিষিদ্ধ এক সামুদ্রিক খাবার খাওয়ার সময় কথাটা আমাকে বলেছিলো ড্যানি। তার দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব, মোসাদের দৃষ্টিকোণ থেকে- ছেলেমানুষী, তথ্যপ্রযুক্তিতে বিপুল জ্ঞান, চরম শিফটিং ক্ষমতা এসব তাকে বাকিদের থেকে আলাদা করেছে।

যাইহোক, ড্যানি হলো এমন একজন লোক যে কোনোকিছু চাইলে সেটার শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে হলেও আদায় করে ছাড়বে। কোনো না কোনো সময় সেটা হাসিল হবেই।

"জীবনে আমি অনেক ঝড়ঝাপটা পার করে এসেছি।" এক সন্ধ্যায় ড্যানি বলছিলো, যখন আমরা উন্মুক্ত স্থানের চারদিকে মরিয়া হয়ে একটা চালা খুঁজছিলাম বিশ্রামের জন্য এবং রেডিওর সিগন্যাল পাওয়ার জন্য। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে টয়োটা ট্রাকের ওপর শুয়েছিলাম। "কিন্তু কোনো

স্ক্রিপ্টরাইটার চেষ্টা করেও আমি কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছি তার ধারে কাছেও লিখতে পারবে না।"

ড্যানি নৃতাত্ত্বিক গবেষকের ছদ্মবেশে খার্তুমে গিয়েছিলো। "আমি ভেবেছিলাম আমার এই ছদ্মবেশ প্রায় শেতাঙ্গবিহীন জায়গাটিতে আমাকে পৌছুতে সাহায্য করবে।" বললো সে।

সুদান আফ্রিকার সবচেয়ে বড় দেশ। আয়তনে প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং এরকম একশো ইসরায়েলের সমান। প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশটি বিশ্বের একেবারে দরিদ্র দেশের মধ্যে অন্যতম কেবল দুর্নীতিবাজ নেতা এবং বাজে ধ্যানধারণার কারণে। বলা চলে যেটা খারাপ সেটা দিনকে দিন খারাপ হবেই। সুদানের অবস্থাও তেমন। মরুভূমির ভ্যাপসা বাতাসের মতোই এখানকার মানুষের চিন্তাচেতনা। কৌশলগত পরিকল্পনার অভাবে এখানে থাকা খনিজ পদার্থ, তেল আবিষ্কৃত হতেও খুব দেরি হবে। এছাড়া পর্যটন, শিল্প ও সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত আয়ও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে যা কিনা সরকার ও জনমতের অনুরোধে ব্রিটিশরা তাদের শাসনামলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলো।

"১৯৭০ থেকে ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে খার্তুমে জনতার যে উচ্ছ্বাস ছিলো তা অনেকটাই উবে গিয়েছিলো অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে।" ড্যানি বললো। "সময়ের পর সময় ধরে তেলের আন্দোলন এবং উর্বর ভূমিকে ব্যবহার করে সুদানকে আরব বিশ্বের অন্যতম খাদ্যশষ্যে পরিপূর্ণ করে তোলার দাবী উঠে আসলেও কাগজে কলমে তার কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছিলো না। সুদানিদের এই ধীরগতির অবস্থানের সত্য জানতে আমার কয়েকদিন কেটে গেলো। এমনকি গাড়ি ভাড়া ও তেলের ভালো সাপ্লাই নেওয়ার জন্যেও খুব ভোগান্তি পোহাতে হতো। সে সময়টায় আমি কূটনীতিক সম্প্রদায়, জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির সদস্য ও নানা ইথিওপিয়ান নির্বাসিত লোকদের সাথে কথা বলেছি। তাদের প্রত্যেকের একই কথা ছিলো, অর্থনৈতিক মন্দা থাকা সত্ত্বেও খার্তুমে বসবাস করা অতটাও খারাপ ছিলো না।"

'একদিন', বলতে লাগলো ড্যানি। "আমি এক পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতের সাথে ডিনার করার আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। এবং আমার সাথে কে বসেছিলো জানো? একজন নৃতত্ত্ববিদ! সে পাপুয়া নিউ গিনির উপজাতিদের নিয়ে গবেষণা করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছে, এমনকি আমাজনের রেড ইন্ডিয়ানদের সাথেও নৃত্যের অভিজ্ঞতা আছে। একেবারেই আমার মতো ছদ্মবেশী কোনো গবেষক ছিলো না সে। আমার

বেশভূষা দেখে স্বাভাবিকভাবেই তিনি আমার প্রতি আগ্রহী হলেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি কে, কোন বিষয়ে গবেষণা করছি। আমি জানতাম যে, এসব বিষয়ে কথা বলতে গেলে আমার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যেতে পারে। তাই আমি এক গ্লাস মদ হাতে নিয়ে বললাম, চলুন না আজকের সন্ধ্যায় অন্তত এসব কথাবার্তা বাদ দিয়ে একটু আনন্দ করা যাক। মনে হলো ভদ্রলোকের মনে ধরেছিলো আমার কথাটি।"

সুদানের দক্ষিণে স্থানীয় বিপথগামীদের সাথে যুদ্ধ এবং উত্তরে চলছিলো অর্থনৈতিক মন্দা। কিন্তু প্রতিবেশী দেশ ইথিওপিয়া, উগান্ডা এবং চাদের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় ১৯৭০-১৯৮০ দশকের সুদান আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি'র প্রমাণই বহন করছিলো। পূর্ব আফ্রিকার শান্ত এই জাতি স্থিতিশীলতার দ্বীপ ছিলো। লক্ষ লক্ষ লোক বর্ডার ক্রস করছিলো, কেউবা আশ্রয় নিচ্ছিলো ছোটো ছোটো তাঁবুতে এবং অপেক্ষা করছিলো সাহায্যের জন্য।

খার্তুমে ড্যানি বিভিন্ন সাহায্যকারী সংস্থার সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলো, যারা কিনা শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য কাজ করে যাচ্ছিলো। অবশেষে সে ফেরেডের কাছে পৌছায়, যে কিনা তখন যত দ্রুত সম্ভব ইসরায়েল পৌঁছাতে চাচ্ছিলো। "তার সাথে আমার একান্তভাবে কথা হয়েছিলো। আমি তাকে রাজি করিয়েছিলাম সুদান থেকে ব্রেথেন ইহুদিদেরকে ইসরায়েলে নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে।" ফেরেড রাজি হয়েছিলো, তবে তার স্বপ্ন পূরণে এক বছরেরও বেশি সময় কেটে যাবে এটা সে জানতো না।

ড্যানি এবং ফেরেড সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শরণার্থী ক্যাম্প এবং সমাবেশের উৎসগুলো খুঁজে বের করে। গেদারেফ এবং ক্যাসালা গ্রামে দশ লক্ষেরও বেশি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছিলো অস্থায়ী ক্যাম্পে। পরিচ্ছন্নতার বেহাল দশা ছিলো, যা কিনা তৃতীয় বিশ্বের দেশে সাধারণ ব্যাপার। এবং কোনো মহামারি না ছড়িয়ে পড়ার কারণে পশ্চিমা বেশিরভাগ সহায়তাকারী দেশই ব্লাক মার্কেট পরিচালনার একটা ক্ষেত্র পেয়ে গিয়েছিলো।

নিমিরির গোপন পুলিশ এজেন্টরা ক্যাম্পের চারদিকে নজরদারিতে নিয়োজিত ছিলো। ক্যাম্পে থেকেও শরণার্থীরদের সংগ্রামের কমতি ছিলো না। নানা কারণে ইরিত্রিয়ান ও ট্রাইগ্রিয়ানরা একে অপরকে হত্যা করতো। এমনকি একবার গুপ্ত আন্দোলনের সদস্যরা ড্যানিকে গ্রেপ্তার করেছিলো ঘৃণিত ইথিওপিয়ান শাসক মিঙ্গেস্তুর এজেন্ট সন্দেহে।

এতসব কঠিন ঝামেলার মধ্যে দিয়েও ড্যানি এবং ফেরেড তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। জটিল এসব পরিস্থিতিতে মোসাদের অন্য কোনো এজেন্ট হলে হয়তো সবকিছু গুটিয়ে ফিরে আসতো। সংস্থাকে চিঠি লিখে জানাতো, 'দুঃখিত আমি কোনো ইহুদি খুঁজে পাইনি।'

কিন্তু ড্যানি হার মানেনি। সন্দেহবাদী পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ শেষে ইন্টারভিউ রুম থেকে সে পালিয়ে যায় এবং বেশকিছু দিন অন্যান্য জায়গায় ফোকাস করে যেন পুরো ব্যাপারটা শান্ত হয়ে যায়।

সুদানি গুপ্ত পুলিশ ক্যাম্প ও ড্যানির ওপর নজরদারি কখনো বাদ দেয়নি ক্যাম্পে কী চলছিলো সেসব নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। ওদিকে ইহুদিরাও পুলিশের এবং স্থানীয় নাগরিকদের হয়রানির ভয়ে নিজেদের পরিচয় গোপন করছিলো।

'ক্যাম্পের মধ্যে কে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদি এটা বের করা রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার।' এক বছর আগে বলেছিলো ফেরেড। বহু চেষ্টার পর ফেরেড দুজন ইহুদিকে খুঁজে পায়, কিন্তু তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলো না কোনোমতেই। ফেরেড তাদেরকে খুব করে বোঝায় যে, সে নিজেও ইহুদি এবং তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এসেছে। অনেক পীড়াপীড়ির পর লোকদুটো ফেরেড এবং অন্যান্যদের সাহায্য করতে রাজি হয়।

প্রথম পদক্ষেপটা এরই সাথে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য জায়গায়। অধিকাংশ ইহুদি যারা কখনো কোনো শেতাঙ্গকে দেখেনি তারা ড্যানিকে একজন ইহুদি হিসেবে বিশ্বাসই করতে চাইলো না। 'আমি একজন ফ্যালাশা, একজন শেতাঙ্গ ফ্যালাশা।' তাদেরকে বললো ড্যানি। কিন্তু এই কথাতেও তাদের সন্দেহের মেঘ দূর হলো না।

'কেবল যখন আমি তাদের সাথে প্রার্থণায় যোগ দিলাম, তখনই তারা বিশ্বাস করলো। তাও নব্য ইহুদি হিসেবে।' আমাকে বলেছিলো ড্যানি। ঐ মুহূর্তের পর থেকেই ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে মুক্ত করা ড্যানির জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। তার আগ্রহ, ইচ্ছেশক্তি ছিলো দুর্দান্ত। সাহায্যের জন্য বুদ্ধিমান লোকের শরণাপন্ন হতে সে কখনোই কার্পণ্য করতো না।

১৯৮১ সালের শেষদিকে আমি দ্বিতীয়বারের মতো মোসাদ হতে বহিষ্কার হতে যাচ্ছিলাম। আমার বয়স তখন মাত্র একত্রিশ বছর। এর প্রায় এক বছর আগেই আমার ডিভোর্স হয়েছে। আমি সেসব তড়িঘড়ি করা ইহুদিদের দলে ছিলাম, যারা কিনা ১৯৭৩ সালের জম কিপুর যুদ্ধের পরপরই বিয়ে করে এবং পরবর্তী ছয় থেকে সাত বছরের মাঝেই যাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। এটা খুবই ব্যথাতুর ও জটিল একটা ডিভোর্স ছিলো।

মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিলো। তা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সকল ঝামেলা এড়িয়ে আমি নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম এবং আমার জীবনের পরবর্তী কোর্সের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যেটা প্রত্যেক মোসাদ এজেন্টের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা।

আফসোসের বিষয়, শীঘ্রই আমি দেখতে পেলাম প্রতিযোগীদের তালিকা হতে আমার নাম কেটে ফেলা হয়োছে, কারণ আমি একজন ডিভোর্সি।

'কোনো একটা অফিসে চাকরি নিন এবং প্রশাসনের সাথে জড়িত থাকুন।' আমার হতাশাগ্রস্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে এমনটাই বলেছিলেন হিউম্যান রিসোর্স এর কর্মকর্তা। তারপর তুচ্ছ একটা যুক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন যে, 'বোঝার চেষ্টা করুন দয়া করে, এর আগেও আমাদের কাছে এ ধরণের বিষয় এসেছে। সেনসেটিভ কাজে বাইরে পাঠানো লোকের অনেকেই স্থানীয় মেয়েদের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলো।'

আমি অতিকষ্টে আমার রাগ নিবারণ করলাম। 'অবিবাহিত কেন? অনেক বিবাহিত লোককেও আমি দেখেছি বাইরে মিশনে গিয়ে নারী কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছে, এমনকি নিজের সাথে কাজ করা কিছু সিনিয়র কর্মকর্তারাও এই তালিকায় আছেন।' বললাম আমি। 'আপনি জানেন এবং আমিও জানি মোসাদ কর্মকর্তারা বিদেশ থেকে বাড়িতে আসে কেবল গোসল ও শার্ট পরিবর্তন করার জন্য। এ সংখ্যাটা কম নয়।' ডিভোর্স আমার সুযোগ কেন নষ্ট করলো এটাই ছিলো তার উত্তম যুক্তি। 'পাশাপাশি, আমি মোসাদের শর্ত সম্পর্কে জানি। কাজেই আপনাকে অবশ্যই বিয়ের বিষয়টা নিয়ে ভাবতেই হবে। এর বেশিকিছু বলতে পারছি না।'

প্রতিবাদের রাগান্বিত কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো হলওয়েতে। এতে মোসাদে আমার জায়গা আরো পাকাপোক্ত হলো। তবে সদস্য নয় 'ট্রাবলমেকার' হিসেবে। আমার ব্যক্তিজীবনের একটা চিহ্ন সমস্ত মোসাদ এজেন্টদের ব্যাপক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলো।

১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রথমবারের মতো আমাকে গুপ্ত সংস্থায় নিয়োগ দেওয়া হলো। পুরো ব্যাপারটাই ছিলো অপ্রত্যাশিত এবং আমার এক বন্ধুর রেফারেন্সে। ঐ সময়টাতে মোসাদ নামটাও উচ্চারণ করতে হতো ফিসফিস করে। কার্যক্রমের সবকিছুই কঠোর গোপনীয়তা বজায় ছিলো। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে কয়েকমাসের মধ্যেই আমি মোসাদের উচ্চতর অপারেশন ইউনিটের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

কিন্তু নিয়োগের দিনও বুঝতে পারিনি কোনপথে এগোচ্ছি আমি। এটাও জানতাম না যে, বেশ কয়েকটি অপারেশন বাজেভাবে পরিত্যক্ত হবার পর, একজন অভিজ্ঞ লোক আমার সাথে দেওয়া হচ্ছে।

কার্যতই তারা আমার যোগ্যতা নিয়ে খুব বিবেচনা করছিলো। একজন সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও আমি কীভাবে মোসাদে গ্রহণযোগ্য হলাম এটার ব্যাখ্যাটা কী হতে পারে? মোসাদের পরিভাষায় সংবাদিকের অর্থ দাঁড়ায় 'এমন এক বিপজ্জনক জিনিস যা থেকে যেকোনো মূল্যে বেঁচে থাকা উত্তম।'

নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার ঐ সময়টাতে আমি জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস ও সুদূর প্রাচ্যের বিষয়াবলি নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম এবং জীবিকার জন্য ইসরায়েলের কাব রেডিওর 'হায়োম হাজেহ' নামক সংবাদ অনুষ্ঠানের জন্য রিপোর্টার হিসেবে কাজ করছিলাম। অর্থাৎ আমি রেডিওতে যোগদান করেছিলাম, তার অল্পকিছুদিন পরেই মোসাদে অকস্মাৎ নিয়োগ পেয়েছিলাম। আর এসব হয়েছে ১৯৭২ সালে আমার ফ্লাটমেটকে নিয়ে একটা পার্টির আয়োজন করেছিলাম সেই সৌভাগ্যের কারণে। অর্ধডজন ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলো। ঐ রাতে প্রচুর মদ পান করার কারণে আমি মাতাল হয়ে ব্যালকনিতে যাই সতেজ বাতাস নেওয়ার জন্য। দুজন লোক তখন ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশকিছু টপিক নিয়ে বিতর্ক করছিলো। যেহেতু আলোচনার বিষয়বস্তু আমার কাছে পরিচিত মনে হচ্ছিল এবং আমি খানিকটা মাতাল ছিলাম, তাই আমন্ত্রণের প্রয়োজন বোধ না করে স্বেচ্ছায়ই তাদের সাথে যুক্ত হলাম এই বলে, 'তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছো? আফ্রিকাতে, শাসক রোমেলের অধীনে জার্মানিরা মাত্র চারটা বিভাগে আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলো, যেখানে রাশিয়ান জোটের ছিলো প্রায় দুশোর মতো।'

লোক দুটো তাদের মধ্যকার আলোচনায় এমন একজন লোকের কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলো সম্ভবত। আমার মনে পড়ে, এক মিনিটের মধ্যেই আমরা নিজেদের মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সশস্ত্র কৌশল সম্পর্কে আড্ডায় মজে যাই।

'কে আপনি?' ওদের একজন জিজ্ঞেস করলো।

'আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করে ভালো লাগলো। আমি আপনাদের মেজবান পার্টির আয়োজক।' জবাব দিলাম আমি।

'আপনি কি ইসরায়েল রেডিওতে কাজ করতে আগ্রহী? আমাদের একজন মেধাবী তরুণ দরকার বিদেশি ভাষাতেও যার দক্ষতা আছে। যাইহোক, আমি রাফি ওয়েঙ্গার।'

রাফি ওয়েঙ্গার তখন ইসরায়েল রেডিওর সংবাদ এবং চলমান ইস্যু বিভাগের স্তম্ভ। এভাবেই রেডিওতে কাজ করা শুরু হয় আমার। এর ঠিক এক বছর পর ১৯৭৩ সালে ইওম কিপুর যুদ্ধ চলাকালে রাফিকে হত্যা করা হয়।

মোসাদে আমার যোগদানের শুরুটা বেশ লম্বা সময়ের বিরক্তিকর প্রক্রিয়া এবং অফুরন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলো। সংস্থাটি আমাকে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিলে তাদের প্রতি একটা শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও আমি নিজের মাঝে সংশয়বাদ ও দূরদর্শী একটা পর্দা জড়িয়ে নিলাম, যাতে একজন সাংবাদিক হিসেবে কখনোই আমাকে সংস্থার অন্ধ ভক্তের মতো প্রশংসা করতে না হয়।

এরপর এলো জটিল এবং শ্রমসাধ্য এক ট্রেনিং। চমৎকার এবং উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার ছিলো পুরোটাই। নিজেকে আমি শেষে আবিষ্কার করলাম একদল উৎসাহী পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে। সবাই মিলেমিশে চমৎকার সব টাস্ক সম্পন্ন করলাম। ইসরায়েলের নিরাপত্তার স্বার্থে সেসব ঘটনা আড়াল থাকাটাই উত্তম। মজাদার এই প্রশিক্ষণ দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী ছিলো। এবং তখনই সমাপ্ত হলো যখন রেডিও কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মচারীদের ব্যাপারে খোঁজ করতে লাগলো, যারা কিনা মোসাদে অস্থায়ীভাবে কাজ করতে এসেছিলো। যাইহোক, মোসাদের চেয়ে রেডিওতে আমার পে স্কেল আরো বেশি ছিলো। মোসাদ কর্তৃপক্ষ আমাকে খুব কম বেতনে ফুলটাইম চাকরি দিতে রাজি হয়।

আমি তাদের প্রস্তাব নাকচ করলাম, মোসাদ কর্তৃপক্ষও আর সমঝোতা করলো না। এরপর ১৯৭৭ সালের শেষদিক পর্যন্ত, আমি জেরুসালেমে ফিরে যাই, বউ বাচ্চা নিয়ে বসবাস এবং রেডিওতে কাজ করি। ইসরায়েলে আরব জাতিগুলোর শান্তিচুক্তির জন্য মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের ভ্রমণের উত্তেজনাকর দিনেও আমি অফিসে গেলাম। এবং বুঝতে পারলাম আমি ঝামেলায় পড়ে গেছি। পরের দিন কোনো গরম টপিক প্রচার ছাড়াই চলে গেলো। যদিও আমি এসব বিষয়ে আমার সিনিয়রদের থেকেও বেশি জানতাম। এবং সবাই যখন সাদাতের নেসেট মঞ্চ নিয়ে আগ্রহে ছিলো আমি তখন মশি ডিউন সম্পর্কে জানা সব সত্য সবার সামনে আনলাম। পরবর্তীতে যা মশি

ডিউনের এক ঐতিহাসিক বিশ্বভ্রমণের সূচনা করেছিলো শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

চৌদ্দমাস ব্রডকাস্ট অথরিটিতে কাজ করার পর নিজেকে আমি ফের 'মোসাদ পরিবারে' আবিষ্কার করলাম। 'মোসাদ পরিবার' শব্দটি মোসাদের সদস্যরা ব্যবহার করে। মজার বিষয় হলো পুনরায় ইউরোপের খোলা রাস্তায় মোসাদের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তার সাথে হুট করে সাক্ষাৎ হয় আমার। তিনি মোসাদের লোকবল নিয়োগ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। আমি তখন স্ত্রী আর বাচ্চা নিয়ে ইউরোপে ভ্রমণ করছি নিজেদেরকে একটু সময় দিতে।

'হাতি শিকারের অভ্যাস হবার পর জুতোয় পিষে তেলাপোকা মারার কাজটা খুবই বিরক্তিকর।' কুশলাদী জিজ্ঞেস করার পর আমি তাকে বললাম। হঠাৎই তিনি বলে বসলেন আমি মোসাদে ফিরতে চাই কি না। অতঃপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে আমি একটা বিষয় অনুমোদন করলাম- রেডিওর চেয়ে বেতন কম হবার বিষয়টা। (আমাকে বলা হলো, তুমি যে ইউনিটে কাজ করতে চাও সেখানেই পোস্ট করা হবে এবং তার আগে অ্যারাবিক কোর্সটা শিখে নাও)- এভাবেই আমি পুনরায় ওই পরিবারে জড়িয়ে গেলাম। সফলভাবেই আমি অ্যারাবিক কোর্স সম্পন্ন করলাম, আর এটা সম্ভবত দারুণ সহায়ক আবহাওয়ার কারণেই। এছাড়াও উপযুক্ত শিক্ষা পদ্ধতির কারণে যেকোনো কিছু দ্রুত এবং হৃদয় থেকে শিখে ফেলা সম্ভব।

তৎপরবর্তীকালে আমাকে আরেকটা কাজে নিযুক্ত করা হলো, যেটা কিনা নতুন জায়গায় ক্ষুদ্র এবং মজার একটা মিশন ছিলো, এভাবে আরো বড় কিছু করার আগেই আমাকে ঝালাই করে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এরপরই আমাকে জানানো হলো প্রতিযোগীদের থেকে আমার নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে ডিভোর্সের কারণে। এটা ১৯৮১ সালের কথা। আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলাম ধার্মিক, সোনালী চুলের অধিকারী সুদর্শন অপারেটিভ ড্যানির কাছে, মোসাদের কার্যালয়ে।

'গ্যাডাশ,' আমার ডাকনাম ধরে ডাকলো সে। 'কী করছো তুমি? আমাকে সুদানের পার্বত্য এলাকায় একটা জটিল অপারেশনে যেতে হবে। তোমার মতো একজনকে আমার দরকার, যার কিনা মাঠ পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, আছে ভাষাগত দক্ষতা এবং যে কিনা সমুদ্র ভালোবাসে। এগুলোর সবকিছুই তোমার মধ্যে আছে। তাহলে তুমিও যাচ্ছো তো?'

তার উদ্যম দেখে আমি হতাশ হলাম। বললাম, 'পকেটে পদত্যাগপত্র নিয়ে আমি তোমার কাছেই আসছিলাম এবং এমন নয় যে আমি ইসরায়েলি স্পাই এজেন্সিতে কাজ করতে চাই না, কিন্তু তোমাদের বস মনে করে ব্যক্তিগত সমস্যার একজন সুদর্শন তরুণের জন্য অফিসের ডেস্কই উপযুক্ত স্থান।'

'আহাম্মকি কথাবার্তা রাখো!' আমার কাঁধে চাপড় মেরে রেগেমেগে বললো ড্যানি। 'তোমার সাথে গুপ্তচরের পেশাটাই মানায়। আমি সোজা বসের কাছে যাচ্ছি তোমাকে স্বপদে বহাল রাখার জন্য।'

ঐদিন ড্যানি আমার জন্য সুপারিশ করতে মোসাদ প্রধান হিজহ্যাক হোফির নিকট গিয়েছিলো নাকি নিচতলা পর্যন্তই আটকে গিয়েছিলো তা আমি জানি না। যতটা চেষ্টাই সে করুক না কেন কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর মন গলাতে পারেনি। কিন্তু প্রায়ই 'না' বিষয়টা মেনে নিতে আমার যথেষ্ট খারাপ লাগতো। নিজে নিজেও অনেকবার চাইতাম সোজা বসের কাছে যাওয়ার জন্য কিন্তু সিস্টেমের কাছে অসহায় হয়ে পরতাম। আমাকে প্রত্যাহারের কয়েক বছর পর একটা নিদর্শন পাই, কিছু অনভিজ্ঞ লোকের কারণে বড়সড় একটা অভিযান সেসময় ব্যর্থ হয়েছিলো।

তো ১৯৮১ সালের শেষদিকে দ্বিতীয়বারের মতো আমার মোসাদ ক্যারিয়ার শেষ হয়। আমি হাকার টেবিলে আমার পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে চলে আসি। তিন মাস পর ড্যানির কাছ থেকে একটা ফোন আসে,- 'আমি যদি তোমার জন্য বিশেষ কন্টাক্ট করি তুমি কি আসবে?'

পরিচালকদের কাছ থেকে আঘাত পাওয়ার বিষয়গুলো সে এড়িয়ে গেলো। আমাকে বললো গত কয়েকমাসে সে কী কী করেছে। সে ইউরোপে একটা স্ট্র কোম্পানি খুলেছে। পর্যটন ব্যবসার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। 'আফ্রিকার একটি দেশে আমাদের বিমান রয়েছে। ইউরোপে বহুজাতিক ব্যবসা। আর ইহুদিদেরকে মুক্ত করার জন্য বিশাল বাজেট। জোনাথনকে আমি নিযুক্ত করে সুদান চলে এসেছি।' ড্যানি আমাকে বললো। 'জোনাথন' ব্যাখ্যা করতে লাগলো ড্যানি। একজন প্রাক্তন নেভি সিল সদস্য। ব্যাপক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মোসাদ এজেন্ট, যে কিনা সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নেওয়ার পর একটা সিকিউরিটি কোম্পানি গড়ে তুলেছে। আমরা দুজন মিলে উপকূলগুলো ঘুরে বেড়িয়েছি এবং একটা গ্রাম খুঁজে পেয়েছি যেটা কিনা পূর্বে এক ইতালিয়ান কোম্পানির অধীনে ছিলো। সুদান সরকারের কাছ থেকে আমরা এটা লিজ নিয়েছি রেড সি'র পানিতে খেলাধুলা উন্নয়নের জন্য। এমনকি আমরা গ্রামটিকে একটা অভিযানের কভার হিসেবে ব্যবহার করছি, যা কিনা এক কথায়

বলতে গেলে- চমৎকার! আমাদের রয়েছে অসাধারণ সব ক্রু সদস্য। সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা ১৬৪ জন ইহুদিকে শত কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে উপকূলে অপেক্ষমান ইসরায়েলি নৌবাহিনী কর্মকর্তাদের নির্দেশে নেভি ভেসেল ব্যাট গালিমে তুলে দিয়েছি। এখন আমরা এই পদ্ধতির আরো সম্প্রসারণ করতে এবং বৃহৎ পরিসরে আরো অভিযান চালাতে চাচ্ছি। তাই তোমার মতো একজনকে আমাদের দলে দরকার। ইতোমধ্যেই আমি অনেক বিদেশি সৈনিককেও পেয়েছি।'

'বিদেশি সৈনিক?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'এরা আসলে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী লোকজন, মোসাদের কোনো সদস্য নয়। মেকানিক্স, ড্রাইভিং, হোটেল ব্যবসায়ী এবং ডাক্তার। গুপ্ত অভিযান বিষয়ে এদের কোনো ধারণা নেই। এরা নিয়ম ভাঙতে ওস্তাদ। ইসরায়েলে বানানো 'এ্যাটা' ব্রান্ডের টি শার্ট পরে এরা সুদানে যেতে সক্ষম এবং জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী শোমো আর্জের গানও বাজাতে সক্ষম।' হাসলো ড্যানি। 'তারা কোনো ভুল করলে গুপ্ত অভিযানে ওটার প্রভাব পড়ার আগেই তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়, বুঝতেও দেওয়া হয় না। এদের মধ্যে দু একজন অবশ্য প্রাক্তন মোসাদ সদস্য রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে তারা সাধারণ লোক এবং নিজস্ব ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত আছে। তাই লম্বা সময় ধরে কাজ করতে পারে না, অস্থায়ী বলা চলে। তো সুদানে অভিযান চালাতে আমার এমন একজনকে দরকার, যে কিনা তিন মাসেরও অধিক সময় ধরে সেখানে অবস্থান করে নির্দিষ্ট এলাকার ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে পারবে এবং তাকে অবশ্যই খুব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। আমি তোমাকেই এর যোগ্য মনে করছি। তুমি আসবে?'

ড্যানি নিশ্চিত কাউকে রাজি করিয়েছিলো আমাকে এক বছরের কন্টাক্টে নেওয়ার জন্য, যদিও তিন মাসেরও বেশি সময় কেটে গেছে মোসাদ ছেড়ে এসেছিলাম। পরেরদিনই আমি মোসাদের জন্য কাজ করতে চলে যাই। এই বইয়ে সেসব ধূসর স্মৃতিরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ১৯৮১ সালে ঝরে পড়া সমুদ্র প্রেমিক আমি ফিরে এসেছিলাম চিরচেনা জগতে, মোসাদে।

খার্তুমের পাহাড়ী উপত্যকা শহরের মাঝে একরকম ময়লা, আবর্জনা ও দারিদ্র্যের নেতিবাচক স্বাক্ষর হয়ে দাঁড়িয়ে। সুদানের বিল্ডিংগুলোর অধিকাংশই আমেরিকা ও ইউরোপের ধাঁচে তৈরি। এরপরই নদী, পানির প্রবাহ চলে গেছে তিনশো কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে সোজা ভূমধ্যসাগরে। নদীর পাড়ের হোটেলগুলোতে বিভিন্ন কাজে নীল নদের পানি ব্যবহার ব্যতীত, অন্য কোনোকিছুই সুদানের ছিলো না। এমনকি গা

মোছার তোয়ালে এবং চাদর পর্যন্ত আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয়েছে।

হোটেলের এক ম্যানেজার একদিন বললেন- 'আমরা সুবিধাবাদী নই। এখানকার স্থানীয় বিদ্যুৎ এবং পানির ওপর নির্ভর করি না আমরা। এসব ব্যবহার করার জন্য সকলেই স্বাধীন। স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও নির্ভরশীল না আমরা। কারণ তারা দিনে কেবল কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। আর পানিরও অবাধ ব্যবহার রেখেছি, যেন সবাই প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করতে পারে। পানি পরিশোধনের জন্য রয়েছে ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত বিশেষ যন্ত্র।'

এই হোটেলে এত বেশি ডলার চার্জ নেওয়ার এসবই কারণ। খার্তুমে এই হোটেলটি ছাড়াও আরো দুটি হোটেল রয়েছে- মেরিডিয়েন এবং ফ্রেন্ডশীপ প্যালেস নামে। ওই হোটেল দুটোতে খরচ তুলনামূলক কম। কিন্তু এয়ারকন্ডিশনার নেই, অস্বাস্থ্যকর খাবার, ফোন নেটওয়ার্কের সমস্যা ইত্যাদি নানা সমস্যায় জর্জরিত। এছাড়াও রুম থেকে নানা জিনিসপত্র চুরি যাওয়ার ঘটনা তো আছেই!

আমি এবং রাবি সুদান ত্যাগের পূর্বে, ড্যানি আমাদেরকে অযাচিত কোন শর্ত দেয়নি। কেবল এটুকু বলেছিলো,

'তোমরা হিলটনে থাকবে, এমনকি অন্য হোটেলের ভাইদের সাথেও নয়।'

খার্তুমের হিলটনের হোটেলরুমের দরজা পেরিয়ে বাইরে বেরোতেই বিখ্যাত ইসরায়েলি গান 'হাভা নাগিলা'র দারুণ সুরে আমরা অভ্যর্থনা পেলাম।

হাঙ্গেরিয়ান গায়ক এবং পিয়ানো বাদক যুগল বারে গান গাইতে লাগছে। বুদাপেস্ট থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের এই স্থানে ইসরায়েলি নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

বারের ভেতর বাহারি রকমের এলকোহল জাতীয় পণ্যে পরিপূর্ণ এবং দেওয়ালগুলোতে নানা অবিশ্বাসী বার্তা লেখা- এমন একটা জায়গাকে মৌলবাদী মুসলিম কর্তৃক অভিশপ্ত জায়গা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়- ওখানেই বসে ছিলো বেশ কয়েকজন লোক, যারা কিনা খার্তুম হিলটনের পৃষ্ঠপোষক।

শীঘ্রই আমরা তাদের সাথে পরিচিত হলাম। সবার মাঝখানে যিনি বসেছিলেন, তার নাম বিলি। শেভরন তেল সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত তিনি। এই হোটেলে থেকেই তিনি দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যে তেল সংগ্রহের মতো অসম্ভব কাজটি করে যাচ্ছিলেন।

তার কাজ হচ্ছে দক্ষিণ খার্তুম থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে তেল নেওয়ার মূল ক্যাম্পের চালান সরবরাহের কাজটি দেখাশোনা করা।

তার উদ্দেশ্য ছিলো হেলিকপ্টার, ছোট বিমান, ট্রাক এবং জিপ ব্যবহার করে সহজ উপায়ে কাজটি করা। ওদিকে বিশেষজ্ঞরা সোনার খনি অনুসন্ধানের জন্যও সরকারি সহায়তা পাচ্ছিলো না। এটাও ধারণা করা হয় যে, তার কিছু অয়েল ইঞ্জিনিয়ার আসলে সিআইএ এর এজেন্ট ছিলো। তারা সুদানে চলমান সকল বিষয়ে আমেরিকা সরকারকে গোপনে তথ্য সরবরাহ করতো।

ওখানে আরো বসে ছিলেন জ্যাকস। ফ্রান্সের অধিবাসী তিনি। প্রায় চল্লিশ বছরের মতো বয়স্ক এই টাকমাথার মধ্যবয়সী লোকটি ইন্টারন্যাশনাল এইড এজেন্সির একজন প্রতিনিধি। বিভিন্ন বিষয়ে তার অভিযোগের শেষ নেই। প্রতিদিন তিনি যে পরিমাণ বাজে খরচ করেন সেটার মাসিক হিসাব ধরলে তা একটা রিফিউজি ক্যাম্পে থাকা মানুষগুলোকে এক বছর খাওয়ানোর সমানুপাতিক হবে।

বারের একেবারে দূরে বসে ছিলো হেনরি। কানাডিয়ান এই ব্যক্তি মিস্টার জ্যাকুইসের সমবয়সী। তিনিও আরেকটি আন্তর্জাতিক এইড এজেন্সির হয়ে কাজ করেন। কিন্তু জ্যাকুইসের সাথে ঐক্য বজায় রেখে শরণার্থীদের খাবার সরাবরাহ করার চেয়ে তিনি বরং প্রতিদ্বন্দ্বী এইড এজেন্সিকে ঘুষ এবং নানা উপায়ে সরিয়ে দেওয়ার ফন্দি আটতেই বেশি সুদক্ষ ছিলেন।

হেনরীর পান করার সঙ্গী ছিলো টেডি। স্পষ্টভাষী এই গ্রীক ব্যক্তি তার বাবার সাথে মিলে খার্তুমে একটি টুরিস্ট ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা চালাতেন। খার্তুমে ছাড়াও দূরদূরান্তেও তাদের বেশ কয়েকটি শাখা ছিলো। ব্রিটিশদের চলে যাবার পর বেশিরভাগ বিদেশীই সুদান ছেড়ে চলে যায়, তবে সেখানকার দুঃসহ স্মৃতির ঘা অত সহজে শুকায়নি।

টেডি ছিলো স্থানীয় দুর্নীতিবাজ। তার সহযোগী কামাল। সে প্রতিদিনই বারে আসতো এবং যেকোনো কিছুর ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিলো- 'গ্যাসোলিন? ট্রাভেল পারমিট? পরিদর্শকের ভিসা? কী লাগবে?'

টেডি, কামাল এবং স্থানীয় আরো দুর্নীতিবাজদেরকে সমর্থন জানিয়ে ডজনখানেকেরও বেশি এইড এজেন্সি গড়ে উঠেছিলো খার্তুমে। তাদের মাঝে কোনো সমন্বয়ই ছিলো না। ইউরোপীয় দাতারা কি জানতেন, তাদের দেওয়া ব্যাপক অঙ্কের টাকাগুলো অসহায় শরণার্থীদেরকে সাহায্য করার বদলে বাজে কাজে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? জানা সম্ভবও ছিলো না। সুদান থেকে ইউরোপ ব্যাপক দূরে। এবং সত্য হচ্ছে যে, ইউরোপ থেকে

আসা যেকোনো অনুদানের এক পঞ্চমাংশ পৌঁছতো দুঃখী শরণার্থীদের কাছে, বাকিটা চলে যেত সানসেট বারের ওইসব লোকের কাছে।

বারের আরেক কোণায় বসে ছিলো সাঈদ। একজন ফিলিস্তিনি। খার্তুমে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের অন্যতম দূত। উপসাগরের তীরে রাজকীয় পরিবেশে ড্রিংকসের ব্যবসা করে টাকার গদি বানিয়েছে সে। গোলাপ গাছের পাপড়ির সাথে তা পরিবেশন করা হতো গরম অথবা ঠান্ডা। স্থানীয় ভাষায় এটাকে নাউস-নাউস বলা হয়, যার অর্থ অর্ধেক অর্ধেক (অর্ধেক লেবু এবং অর্ধেক পাতা)

তার সাথে আরেকজন মদ পান করছিলো। যার কাজ ছিলো সৌদি যুবরাজের জন্য আনন্দ সভার আয়োজন করা। লোকটা সুদূর রিয়াদ থেকে খার্তুমে আসতো এবং বিলাসবহুল হোটেলে পতিতাদের সাথে রাত কাটাতো।

তাদের সাথে আরেকজন ছিলো। যিনি পেশায় একজন বিমানবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং ব্যবসায়ী। পুরো সানসেট বারে অনুসন্ধানে আমরা কেবল তিনজন মোসাদ এজেন্ট ছিলাম রাবি, আমি এবং আরেকজন।

সুদানে কেবল আমরা মোসাদ কর্মী হিসেবে কাজ করছিলাম না। 'অভিযানের অতিরিক্ত হিসেবে শতশত ইহুদিদের উদ্ধার করতে হবে।' সর্বশেষ ব্রিফিংয়ে এটাই বলা হয়েছিলো আমাদের। 'পাশাপাশি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সুদান থেকে ইহুদিদেরকে ইউরোপ পাঠানোর অভিযানও চালু রাখতে হবে।'

আমাদেরকে আরো বলা হয়েছিলো, একটা আন্তর্জাতিক সেবাদানকারী সংস্থা ইসরায়েলের হয়ে ওখানে কাজ করবে আফ্রিকার যুদ্ধ ও ক্ষুধা থেকে শরণার্থীদের মুক্ত করার জন্য। তারা ইহুদি নাকি অন্য কোনো বিশ্বাসের এটা কারো মাথায় ছিলো না। সবাই চাচ্ছিলো দুঃখী আত্মাদের মুক্ত করে ইউরোপে ফিরিয়ে নিতে, পরবর্তীতে ইসরায়েলে স্থানান্তর করতে।

বারে বসার পরপরই আমি পুরো ইউনিটের প্রধানকে চিনতে পারলাম, যিনি শরণার্থীদেরকে ইউরোপে নেওয়ার এই অপারেশনের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যার নেতৃত্বে অনেক অভিযান চালিয়েছে মোসাদ। কয়েকবছর আগে তার সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আমার। এখন তিনি বসে আছেন মদের বারে, আমার অবস্থান থেকে ঠিক পাঁচ মিটারের মত দূরে। তার এক হাতে বিয়ারের গ্লাস, আরেকহাতে গোয়েন্দা উপন্যাস। মাঝেমধ্যে পাইপ টানার সাথে সাথে পেইজও ওল্টাচ্ছেন।

আমরা দুজন দুজনকে এমনভাবে অচেনা হওয়ার ভাব ধরলাম, যেমনটা প্রেমিক প্রেমিকা ঝগড়া হওয়ার পর করে। কিছুক্ষণ পরই সুইমিংপুলের দিকে মুখ করা রুমে গিয়ে আমি রেডিও অন করলাম। তারপর রাবিকে অবহিত করলাম পাইপ টানা সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে।

'তোমরা দুজন দুজনকে জানতে, অথচ শ্যালম জানাওনি? লোকটা কীভাবে এমন আচরণ করতে পারলো?' বিস্ময়ের সুরে বললো রাবি। 'একা, একদম একা। মিথ্যা পরিচয়, কোনো বন্ধুত্ব নয়, কোনো সাহায্য নয়, কেমন বিচ্ছিরি লোক!'

সুদানের দিনগুলোও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতো চব্বিশ ঘন্টাই ছিলো, কিন্তু সময়টা ভালো ছিলো না। তাই এককেটা দিনকে মনে হচ্ছিলো এককেটা মাস।

'গাড়ি আগামীকালই ঠিক হয়ে যাবে।' টুরিস্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হাসান এই কথা খুব জোর দিয়ে বললেও দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিলো। বারবার ফিরে আসছিলো একের পর এক 'আগামীকাল'। এভাবে অনেকগুলো আগামীকাল শেষ হওয়ার পর অবশেষে আমরা বারো শ মাইল দূরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। যে রাস্তায় আমরা ভ্রমণ করেছিলাম, ওটা ছিলো সুদানের সবচেয়ে প্রশ্বস্ত রাস্তা। তবুও আশেপাশে কোনো গ্যাস স্টেশন, গ্যারেজ অথবা ভালো একটা হোটেল ছিলো না।

একদিন হেডকোয়ার্টার থেকে হঠাৎ চাপের মুখে আমি এবং রাবি সাগরপাড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমরা শুনেছি যে খার্তুমের মূল প্রান্তে একটা মিলিটারি ক্যাম্পে ঘুষ দেওয়ার দ্বারা সুলভ মূল্যে ড্রামভর্তি তেল বিক্রি করা হচ্ছে।

সুদানি বিশ পাউন্ড- যা কিনা প্রায় পনেরো ইউএস ডলার, এর বিনিময়ে একটি হলুদ রঙের ট্যাক্সি সৌভাগ্যবশত আমাদেরকে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজি হলো। পথিমধ্যে লোকটা আমাদেরকে নানাকিছু দেখাচ্ছিলো। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো- ১৮২০ সালে তুর্কিদের দ্বারা নির্মিত নীল নদরে পাড় ঘেঁষে প্রশ্বস্ত পথ, যার দুইপাশে সুসজ্জিত রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বহু গাছ। গাছগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। নীলনদের পাড় থেকে পানি এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে মুহুর্মুহু। এখানকার বিল্ডিংগুলোর মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য ছিলো ছোট্ট একটি রাজপ্রাসাদ, যা কিনা সরকারি বাসভবন হিসেবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট নিমিরি ব্যবহার করছেন। আরো রয়েছে একটি রাজকীয় হোটেল, যেটা কিনা জার্মানিরা তৈরি করেছিলো এই শতকের শেষের দিকে। তবে পুরো হোটেলটাই হিলটনের ধাঁচে বানানো হয়েছিলো।

বলতে গেলে খার্তুম একেবারে নতুন একটি শহর। টুটি দ্বীপকে ঘিরে এই শহরে যদিও অনেক প্রাচীন অবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু মূল শহরে ১৮২০ সালে তুর্কিদের ব্যবসা বাণিজ্যের গড়ে দেওয়া হালচালেরই দেখা মিলে (টুটি হচ্ছে সুদানের একটি দ্বীপ। খার্তুম, উত্তর খার্তুম এবং ওমডারমান এই তিনটি শহরকে পরিবেষ্টিত করে আছে বৃহৎ দ্বীপটি)। তুর্কি ও মিশরীয়দের সঙ্গী হিসেবে আসা ব্রিটিশরা পরবর্তীতে শহরটিকে ইউরোপীয় ধাঁচে সাজায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করার মাধ্যমে।

পুরোনো খার্তুমের কোনো চিহ্ন এখন আর নেই। উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা ও স্থানীয় শাসক মাহদি সকল বিদেশিদের হত্যা করেন। এই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি গভর্নর জেনারেল 'চায়না' গর্ডনও। তারপর তিনি তার রাজধানী স্থানান্তর করেন নীলনদের পশ্চিমাংশে ওমডারম্যান নামক স্থানে। তবে ১৮৯৮ সালে জেনারেল কিচেনার খার্তুমে পুনরায় ব্রিটিশদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং মাহদির অশ্ব বাহিনীর ওপর মেশিনগান আক্রমণ করেন। আর এই যুদ্ধে ব্রিটিশদেরকে জয়ী করতে উইনস্টন চার্চিল নামের এক সাংবাদিক তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সুদানে ব্রিটিশ বিনিয়োগ শুরু হয়। সে সময় উত্তর খার্তুম এবং ওমডারম্যানকে একসাথে যুক্ত করে খার্তুম শহরকে পুনরায় ঢেলে সাজানো হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সকল জনগোষ্ঠীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, মসজিদ এবং মন্দির নির্মাণ করা হয়।

অস্ট্রিয়ান কায়জার ফ্রাঞ্জ যোসেফের হাত ধরে নির্মিত হয় ক্যাথোলিক চার্চ। শিল্পসমৃদ্ধ একটি অর্থনীতি গড়ে ওঠে। জনগণের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি ব্যাপক প্রসারিত হয়। আফ্রিকার সবচেয়ে ব্যস্ততম রেলসড়ক ঠিক এই সময়েই নির্মিত হয়। ইহুদিদের মতে- প্রচণ্ড তাপমাত্রা থাকা সত্ত্বেও শহরটি ছিলো খুবই শান্ত এবং নীরব। সবকিছু খুব ভালোভাবেই চলতো।

১৯৫৬ সালে সুদানের স্বাধীনতা ঘোষণার পরপরই খার্তুমের অবস্থা একেবারে বদলে যায়। গ্রামের লোকজন কাজকর্মের খোঁজে শহরে আসতে শুরু করে- যা কিনা তৃতীয় বিশ্বের চিরচেনা অবস্থা- ফলে শহর পতিত হয় দুর্দশায়। ১৯৮১ সালে আমি এবং রাবি যখন সুদানে আসি, তখন রাস্তায় এমনকি স্ট্রিট কারও ছিলো না। ১৯৬০ সালের পরপরই পুরো শহর ব্যবস্থাপনা ভেঙে যায়। শহরের অধিবাসীদের জন্য পানি এবং

বিদ্যুৎ সরবরাহে জটিলতা দেখা দেয়, মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক প্রায় অচল হয়ে পরে।

বিশাল ভ্রমণের পর আমরা মিলিটারি ক্যাম্পে পৌছে গেলাম। কিন্তু মিলিটারি ক্যাম্পে আমাদের পরিদর্শন পুরোপুরি বিফলে যায়। আমাদের সাথে দেখা হয় একশোর মতো ভীতসন্ত্রস্ত সুদানি লোকের। তাদের মধ্যে অনেক দালালরাই স্থানীয় গ্যাস খনির আশেপাশেই অফিস গড়ে তুলেছিলো। অত্যন্ত দুঃখিত এবং ভদ্রভাবে আমাদেরকে একজন বললো, 'দুঃখিত, আমরা পারবো না।' ভাঙা ভাঙা ব্রিটিশ উচ্চারণের কথাগুলো শুনেই আমরা বুঝতে পারলাম সব, কিন্তু আশেপাশে কোথাও নিজেদের গ্যাসোলিন স্টক পূর্ণ করার মতো কোনো ব্যবস্থা পেলাম না।

'দুঃখিত।' সেনাবাহিনীর কেরানি বললো। 'আসলে টাকার কোনো বিষয় না। কিন্তু সত্যি বলতে আমাদের হাতে পর্যাপ্ত গ্যাসের সংগ্রহ নেই। সবগুলো ট্যাঙ্ক খালি হয়ে আছে। যতদূর জানি আগামীকাল সৌদি আরব সরকার কর্তৃক উপহারস্বরূপ কয়েক হাজার টন গ্যাসভর্তি ট্যাঙ্কারগুলো সুদানের বন্দরে এসে পৌঁছুবে। কিন্তু সেগুলো এখানে আসতে আসতে এক সপ্তাহ লেগে যেতে পারে।'

কেরানির তথ্যে আমরা বেশ হতাশ হয়েছিলাম। তার কথাটি আমি এক জার্মান যুগলকেও বলেছিলাম, যারা কিনা গ্যাস পাচ্ছিলো না। তাদের গাড়ির ট্যাঙ্ক একেবারে মরুভূমির মতো শূন্য হয়ে গিয়েছিলো। তার ওপর স্থানীয় কিছু দালাল তাদেরকে গ্যাস দেওয়ার কথা বলে টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। সত্যি বলতে এত বাজে অবস্থার মধ্যে ওই জার্মান দম্পতি নিশ্চয়ই ততক্ষণে জেনে গিয়েছিলো যে, আফ্রিকার উত্তরাংশের এই অঞ্চলের সংগ্রামপূর্ণ জায়গায় টিকে থাকতে হলে পূর্ব থেকেই হোমওয়ার্ক সেরে নিতে হবে। আমি তাদেরকে জার্মান এ্যাম্বাসিতে যেতে বললাম। আরো জানালাম তারা হয়তো ইমার্জেন্সি সামলাবার জন্যেও কিছুটা গ্যাসোলিন স্টক করে রেখেছে। হয়তো সেখানে গেলেই আপনারা সহায়তা পাবেন। এছাড়া সম্ভব নয়।

আমি আর রাবি যখন মিলিটারি ক্যাম্পের আশেপাশে হাঁটছিলাম, তখন আমাদের বন্ধু হাসান হঠাৎ কিছু একটার নাম উচ্চারণ করে উত্তেজিত গলায় বলে উঠলো, 'পেয়েছি! দারুণ কিছু, সাশ্রয়ী মূল্যে।' আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম। গ্যাসোলিন বটে, কিন্তু কেমন যেন অকটেনের মত মনে হলো। আফ্রিকার এই দেশটিতে পরিবেশ সবকিছু এমন হয়ে গেছে যে গাড়ির ইঞ্জিনও যেকোনো কিছুই সহ্য করতে পারে।

আমরা ব্যারেলটি কিনে নিলাম এবং বিক্রেতা লোকটিকে বোনাস হিসেবে আরো টাকা দিলাম। বিকেলবেলা আমরা টুরিস্ট কর্পোরেশনে গিয়ে হাজির হলাম। কোম্পানির মালিক ড্যানি সরকারের কাছ হলিডে ভিলেজ নামক জায়গা লিজ নিয়ে তৈরি করেছিলো এবং লিজের শর্তমতে, সে ছিলো আমাদের ব্যবস্থাপনা সহযোগী।

পাহারাদার ঘন্টার পর ঘন্টা জুড়ে কাজ করছিলো, সে আমাদেরকে দেখামাত্রই সাথে সাথে জেনারেল ম্যানেজারের দিকে নিয়ে গেলো। সম্ভবত অনেকক্ষণ সে কোনো পর্যটকের দেখা পায়নি। আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। সাদামাটা একটা রুম। ওপরে একটা সিলিং ফ্যান চলছে খুব ধীরে ধীরে, যেমনটা একটা মাছি দিশেহারা হওয়ার পর ঘুরঘুর করে। জেনারেল ম্যানেজার লোকটি আমাদের দেখে খুবই খুশি হলেন। আমাদের ব্যবসায়িক মনোভাব ওনাকে আরো খুশি করলো। আমি ইউরোপে আমাদের কাজকর্ম নিয়ে গালগল্প শুরু করলাম। আর সেসব তাকে সুদানি ভাষায় বুঝিয়ে দিচ্ছিলো রেড সি ডাইভিং সাইটের একজন ডাইভার।

কঠোর জীবন থাকা সত্ত্বেও সুদানিরা খুবই অতিথিপরায়ণ। ম্যানেজার ও কেরানির কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার আগে আড্ডা দিতে দিতে আমরা অনেক চা খেলাম। বেচারা ম্যানেজারও আমাদেরকে নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত ছিলেন। সময় গড়াতেই আমরা চলে যেতে উদ্যত হলাম। বললাম, 'আমাদের আরো জরুরি কাজ রয়েছে এবং অনেককিছুর দেখাশোনা করতে হবে।' তারপর তিনি গর্বিত ভঙ্গিতে আমাদেরকে চাদর এবং কাঁথার সংগ্রহ দেখালেন, যেন ওগুলো খুবই মূল্যবান কিছু। সত্যি বলতে এগুলো ১৯৭০ সালের পর ইতালিয়ান উদ্যোক্তারা সুদান ছাড়ার পর আর তৈরি হয়নি।

ম্যানেজার লোকটি আমাদের হাতে সরকারের সম্পত্তির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পেরে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। অবশ্য এটা ছাড়া তার আর কিছু করার ছিলো বলেও মনে হয়নি। মাঝেমাঝে দুয়েকজন কর্মচারীর ওপর চেঁচিয়ে পর্যটকদেরকে সুদানে আগ্রহী করার জন্য বলছিলেন।

অফিসে তার কাজের পরিধি দেখে আমার তখন মনে হলো, আমি যে ফাইলটি সাইন করেছিলাম সেটি তার অফিসের কোনো এক কোণায় খালি পরে থাকলেও তা আশ্চর্যজনক কিছু নয়।

১৯৮২ সালের পহেলা জানুয়ারি। সুদানের স্বাধীনতা দিবস। সময়টা আমরা সুদানেই কাটিয়েছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম কখন হাসান আমাদেরকে বলবে যে ড্যানির কেনা গাড়িটি রাস্তায় চলাচলের জন্য

প্রস্তুত। কারণ স্বাধীনতা দিবস পরেছিলো বৃহস্পতিবারে এবং খার্তুমের সকল কিছু বন্ধ ছিলো। আমরা হোটেলের সুইমিংপুলের পাড়ে সানবাথ সেরে নিচ্ছিলাম। মোটের ওপর ওজন স্তরের নির্গত তাপে শরীরের রং তামাটে হবার মতো অবস্থা ছিলো। পুরো পুলের চারদিকে ছুটির দিনে সম্ভ্রান্ত সুদানি পরিবার, কতিপয় আরবীয় সুন্দরী এয়ারহোস্টেজ এবং অন্যান্যরাও ছিলো।

অবশ্য আমরা তখন হলিউড সিনেমার মুভির মতো নিজেদেরকে রোমান্টিক আবহে খুইয়ে দেইনি বরং বিরত থেকেছি। রাবি, একজন অবি প্লেয়ার এবং প্রাক্তন নেভি সিলের সদস্য ছিলো। সে লক্ষণীয় ইসরায়েলি একসেন্টের সাথে স্বতস্ফূর্তভাবে ইংরেজি বলতে পারতো। এমনকি আমি, যে কিনা তার চাইতেও ভালো ইংরেজি উচ্চারণ করতে পারতাম, আমাদের অভিযানের কথা ভেবে নিজেদেরকে সবরকম আবেগ থেকে মুক্ত রেখেছিলাম। ঐদিন বাকি সময়টা আমরা সুদানে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে কাটিয়েছি।

জামা ও কাসর নামের মূল জংশনে একজন জীর্ণ পুলিশ ট্রাফিক সামলাবার কাজে ব্যস্ত ছিলো। পুরো রাস্তাজুড়ে ছিলো টয়োটা হায়াক্স এবং বিশাল বিশাল সব ট্রাক। যেগুলো কিনা সফলভাবে আরব বিশ্বের উটের জায়গা দখল করে নিয়েছিলো এবং অনেক উটই বেদুইনরা হত্যা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলো।

সুদানে সবচেয়ে উপযোগী যানবাহন ছিলো রাস্তায় চলাচলরত সেসব বিশাল ট্রাকগুলো। ওখানকার বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকায় ইংল্যান্ডে প্রস্তুতকৃত ট্রাকগুলো নিয়ে আসা হতো আমদানির মাধ্যমে। তবে সুদানে ট্রাকগুলো পৌঁছাতো কেবল একটি ইঞ্জিন এবং স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে। স্থানীয় ওয়ার্কশপের লোকেরা এর সাথে বিভিন্ন অংশ যোগ করে দিতো। ড্রাইভারসহ ছয়জন যাত্রী বসার ক্ষমতাসম্পন্ন কেবিন থাকতো ট্রাকগুলোতে। পেছনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অতিরিক্ত চাকার ব্যবস্থা ছিলো। ড্রাইভারের সাথে সবসময়ই কেউ না থাকলেও একজন হেল্পার থাকতো, যে কিনা মরুভূমির মাঝে গাড়ির বিভিন্ন সমস্যার সময় সাহায্য করতো।

যানবাহনের সংকটের ফলে এইসব ট্রাক পুরো সুদানের বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। একদা আমেরিকান শেভরন কো অর্ডিনেটর আমাকে বলেছিলেন, 'এইসব ট্রাকের ধ্বংস নেই। তারা কেবল যায়, যায় এবং যেতেই থাকে।'

সুদানে থাকাকালীন আমাদের বিশাল সময়ে আমরা সেখানকার স্থানীয় ড্রাইভারদের প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাদের দক্ষতা প্রায় একজন সেনা সদস্যদের মতো ছিলো, কেবল ট্যাঙ্ক চালানো ব্যতীত। সম্ভবত এই একটা দিকেই তারা সেনাবাহিনীর সদস্য থেকে পিছিয়ে ছিলো। ব্যাপক মাল বোঝাই ট্রাকগুলো চালাতে তাদের কোনোরূপ অস্বস্তি হতো না প্রতিকূল পরিবেশেও। জীর্ণ টায়ার, দুর্গম পরিবেশ এবং স্টিলের ওয়ারে তৈরি ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দ তাদেরকে একটুও বিরক্ত করতে পারতো না।

শহরের বাজারগুলো পরিদর্শন করলে, নোংরা রাস্তায় জনসমাগমের হার দেখলে, যেকোনো বিদেশি পরিদর্শক আফ্রিকানোলজি নামে বিদ্যা অর্জন করে ফেলবে এমন বেহাল ছিলো দশা। খার্তুম থেকে ১৮৫ মাইল দূরে ইন্টারন্যাশনাল এইড অর্গানাইজেশন দুর্যোগের মধ্য পড়ে ছিলো। বিপরীতে, খার্তুম শহরে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি, ছোট লেবু, গম এবং বাদামের সীমাহীন সরবরাহ চালু ছিলো।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, শরণার্থী ক্যাম্পে বিপর্যয়ের কারণ আসলে খাদ্য সংকট ছিলো না বরং তা অসাধু মজুদকরণ এবং ক্ষুধার্তদের মাঝে বণ্টনের অভাব থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো। এতসব কারণে রাজধানী শহর থেকে ক্যাম্প বেশ দূরে হওয়ায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে গিয়েছিলো।

খার্তুমের অধিকাংশ মানুষই মুসলিম, যারা কিনা নিজেদেরকে আরব বিশ্বের অংশ হিসেবে দাবি করে। আকারে বেশ লম্বা এবং কালো। তাদের মধ্যে অনেককে দেখলে ১৯৪৮-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চলমান ইসরায়েলি স্বাধীনতা যুদ্ধে মিশরীয়দের পক্ষে থাকা সৈনিকদের মত দেখায়।

তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো সাদা কাপড়ের সুতি নিমা এবং মাথায় শক্ত করে বাঁধা স্কার্ফ, যা দেখতে অনেকটা পাগড়ির মতো। অবশ্য শহরের দক্ষিণাংশে কিছু কিছু কৃষ্ণাঙ্গ খ্রিস্টানেরও দেখা মিলে।

১৯৮০ সালের পূর্বে ধর্মান্ধতা সুদানে জেঁকে বসার ঠিক আগের সময়গুলোতে, ক্যাথলিক চার্চের সন্যাসীরা ওখানকার মুসলিম ছাত্রদের সাথে অমায়িক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলতো। মেয়েরা পরতো আধুনিক পোশাক। এরপর যতবার আমি সুদানে এসেছি, লক্ষ্য করেছি এখানকার রাস্তাঘাটে বোরকা পরা মহিলার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাচ্ছিলো, যা কিনা সুদানি সমাজের ওপর ধর্মের প্রভাব বেড়ে চলারই স্পষ্ট প্রমাণ।

১৯৮২ সালে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে আমি এবং রাবি দক্ষিণাঞ্চলে রেড সি উপকূল সংলগ্ন আমাদের হলিডে ভিলেজের উদ্দেশ্যে খার্তুম ত্যাগ করি। খার্তুম থেকে রেড সি ৫০০ কিলোমিটার (প্রায় তিনশো মাইল) দূরে

অবস্থিত। কিন্তু পূর্বাংশের উন্নয়নের কথা ভেবে দেশটির একমাত্র সমুদ্রবন্দরের সাথে সংযুক্ত করে পুরো মূল সড়কটিকে সেমিসার্কেলে তৈরি করা হয়েছে। তাই প্রথমে দক্ষিণ দিকে গিয়ে পূর্ব দিকে এরপরে প্রায় সাতশো পঞ্চাশ মাইল ড্রাইভ করে গন্তব্যে পৌছুতে হয়।

এই পথ ধরে আমেরিকান জিপ ছুটে চললো দুরন্ত গতিতে। চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মাতৃভূমি টেক্সাসের কথা মনে করিয়ে দিলো। একপাশে ফসলের মাঠ, রাস্তার আরেকপাশে প্রবাহমান নীল নদ। সেচব্যবস্থার প্রকল্পের কাছেই ছিলো হলুদ দিগন্ত। এরপরই মরুভূমির শুরু, যা আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিমে হাজার কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত।

অনেকটা পথ আসার পর আমরা প্রায় হাসাইসা গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছেছি, ঠিক তখনই হঠাৎ করে ইঞ্জিন থেকে ঘরঘর আওয়াজ আসতে লাগলো এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ওটা থেমে গেলো। জায়গাটা খার্তুম থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার দূরে।

'সম্ভবত ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে। ব্যাটা এমন এক জায়গায় বন্ধ হলো যেটা আমেরিকার মতো নয়, এমনকি সুদান বন্দর ও খার্তুমের মাঝামাঝি এই স্থানে ইঞ্জিন সারানোর মতো কোনো মেকানিকও পাওয়া সম্ভব না।' বললো রাবি।

আমাদের মেকানিক্যাল জ্ঞানে আমরা দুজন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম যে সমস্যাটা খুবই মারাত্মক। বেশ কয়েকজন সুদানি ড্রাইভার তখন আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু তারা বেশ কিছুক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর প্রত্যেকেই বিফল হলেন, কেননা ইঞ্জিনটা সুদানে চলাচলরত আর সকল গাড়ির তুলনায় আলাদা ছিলো। তাই আমরা দুজনেই অগত্যা এটা সারানোর কাজে হাত দিলাম। রাবিকে হুইল ধরিয়ে আমি ত্রিশ সেকেন্ড পরপর ইঞ্জিনে পানি ঢালতে লাগলাম। এইভাবে খার্তুমের হিলটনের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার ফিরতে পারলাম। এরপর ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলো, আর চললোই না।

এসব দেখে একটি টয়োটা হায়াক্স ট্রাকের লোকেরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। পঞ্চাশ গিনির বিনিময়ে তারা আমাদেরকে খার্তুমে পৌছে দেওয়ার জন্য রাজি হলো। মজার বিষয় হলো, এত বড় জিপটি তাদের ট্রাকটিকে পরিপূর্ণ দখল করে নিলো। কিন্তু এ বিষয়ে লোকটা চিন্তিত ছিল না, এমনকি এতে ট্রাকটি ক্ষতিগ্রস্তও হলো। ড্রাইভার ভাবলো কামারের দোকানে গিয়ে সারিয়ে নেবে। কিন্তু আমাদের দুজন আগন্তুককে খার্তুমে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিই মূলত তার মাথায় কাজ করছিলো।

আমাদের খার্তুমে ফিরে যাবার কথাটি তেলআবিব হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে গেলো। শুনলাম তারা জানুয়ারিতে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পনা করেছে। বুঝতে পারলাম, সময় বেশ খারাপ যাচ্ছে। আমরা হেডকোয়ার্টারকে বোঝালাম যে, সমস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাই ফেরা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না।

'কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমাদেরকে যেতেই হবে।' বললো তারা। 'তোমাদের হোটেল রুমে আমাদের আরেকজন লোক থাকবে, যাকে তোমাদের একটা গাড়ি জোগাড় করে দিতে বলা হয়েছে। ওটা ব্যবহার করে তোমরা সহজেই রাস্তা পাড়ি দিতে পারবে। আর যেহেতু অভিযানের খাতিরে সরাসরি সাক্ষাৎ খুবই বিপজ্জনক, কাজেই তার সাথে কথা বলার সময় নীরবতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে।'

অগত্যা বাজে অবস্থা ও মনের বিরুদ্ধেও গাড়ির মালিকের সাথে দেখা করতে গেলাম আমরা। হোটেলের করিডোর দিয়ে আসার সময় এক লম্বা তরুণকে দেখতে পেলাম। কোনোরূপ সন্দেহ ছাড়াই বুঝতে পারলাম যাকে আমাদেরকে গাড়ি দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাক্তি এটা।

পরবর্তীতে সময়ে অসময়ে এই ছেলের সাথে আমাদের অনেকবার দেখা হয়েছিলো। দেখা হওয়ামাত্রই সে হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতো। জেরুসালেমের একটা মেডিকেল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছিলো সে। খুব ভালো ইংরেজি জানতো।

যাইহোক, তার কাছে গিয়ে আমরা একে অপরকে স্যালুট জানালাম। 'আমি হচ্ছি ডক্টর শোমো পোমেরেঞ্জ।' হাসিমুখে বললো ছেলেটি। অতঃপর আমরা হ্যান্ডশেক করে তার হাত থেকে গাড়ির চাবি এবং কাগজপত্রগুলো নিলাম।

'গাড়িটির নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছোট্ট সমস্যা আছে। এ ব্যাপারে হেডকোয়ার্টার থেকে সব জেনে নেবেন। ধন্যবাদ।' পুনরায় বললো ছেলেটি।

'নিরাপদ সংক্রান্ত ছোট্ট সমস্যা' মানেই হলো ক্ষুদ্র কারণে যেকোনো বাজে পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা। হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের ওপর আদেশ এলো, 'পোর্ট সুদানে যাবার পথে গেদারেফ চেকপোস্টের প্রবেশপথে কিছুতেই থামবে না। এই যানবাহনটি দিয়ে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অনেক কাজ করা হয়েছে। ফলে পুলিশ তোমাদের সন্দেহ করতে পারে। শুভকামনা।'

পরদিন খুব সকালে আমরা হিলটন ছেড়ে আমাদের নতুন টয়োটা ট্রাক নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। সুদানের প্রতিকূল রাস্তার মধ্যে দিয়ে

চলতে লাগলো গাড়ি। এবার আরো দ্রুতগতিতে, এমনকি আগের গাড়িটার চেয়েও বেশি দ্রুত।

টয়োটা ট্রাকের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটার মধ্যে বড়সড় একটা কার্গো বক্স রয়েছে, যা যন্ত্রপাতিগুলো নিরাপদে রাখার জন্য ব্যবহার করা যায়। আমরা আমাদের সাথে নিয়েছিলাম- গ্যাসোলিন ব্যারেল, অয়েল ক্যান, স্লিপিং ব্যাগস, যোগাযোগের সরঞ্জাম, ডাইভ দেওয়ার পোশাক ইত্যাদি। এ সবকিছুই একটি বক্সের ভেতর তালা মেরে রেখেছিলাম যাতে কেউ এগুলোর খোঁজ না পায়।

এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা হাসাইসা গ্রাম পেরিয়ে গেলাম, যেখানে এসে গতবারের যাত্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। রাস্তার পাশেই দেখলাম একদল কয়েদি গর্ত খোঁড়ার কাজ করছে। ঢুলুঢুলু পুলিশ অফিসার তা দেখাশোনা করছে।

'আমাদের দশাও এমন হবে যদি তারা আমাদেরকে ধরে ফেলে।' চিৎকার করে বলে উঠলো রাবি।

'আমার মাও আমাকে এই ট্রিপে আসতে বারণ করেছিলো।' মজা করে বললাম আমি। একসিলেটর আরো জোরে চেপে গতি বাড়িয়ে দিলাম। টয়োটা ট্রাক চলতে লাগলো দুরন্ত গতিতে।

ট্রাকটি প্রায় পুরো রাস্তাটি জুড়ে ছিলো। একটু পরপর দেখা যাচ্ছিলো পাথরের ব্যারিকেড। সুন্দর রাস্তায় বাস আর ট্রাক বাদে ছিলো ট্রাফিক লাইট। 'সুদানের রাস্তায় বিপজ্জনক কোনো মোড় নেই।' বললো রাবি। 'রাতে ড্রাইভাররা যখন আটকে যান, তখন গাড়ির আগে ও পেছনে একশো মিটার জুড়ে পাথরের ব্যারিকেড দিয়ে রাখেন সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য। আলো ফুটলে তারা যখন চলে যান, তখনও সেসব পাথর পরে থাকে রাস্তায়, যতক্ষণ না স্থানীয় লোকেরা এসব পরিচ্ছন্ন করতে অংশ নেয়। তবে এমন পরিচ্ছন্নতা ক্যাম্পেইন সপ্তাহে কেবল একবার অনুষ্ঠিত হয়। আর তাই রাস্তার মাঝে প্রায়ই পাথর দেখা যায়। তোমার কোনো ধারণাই নেই এখানে ড্রাইভ করা কতটা বিপজ্জনক! বিশেষ করে রাতের বেলা, যখন তুমি ঘুমিয়ে যাবে...'

আরো এক ঘন্টা ড্রাইভের পর আমরা পৌঁছে গেলাম সুদানের দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে আধুনিক শহর ওয়াদ মাদানিতে। সুদানের সর্ববৃহৎ শিল্প এলাকা এবং কৃষিকেন্দ্রও এখানেই অবস্থিত।

আমরা বামদিকে মোড় নিয়ে পূর্বদিকে রওনা হলাম। অন্যসব দেশের জংশনের মতোই এখানেও আমরা পুলিশের সম্মুখীন হলাম। পুলিশ লোকটি বেশ অমায়িক ও ভদ্র ছিলেন। আমাদেরকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস

করলেন, 'কোথায় চলেছেন?' তারপর ট্রানজিট ফি নিয়ে আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন।

অনেকটা দূর আসার পর পুরো বৈচিত্র্যই পরিবর্তন হয়ে গেলো। হলুদের দিগন্ত শেষে মরুভূমির দেখা মিললো। সকালের ঠান্ডা আবহাওয়ার ভাবটা কেটে আশপাশ এখন উত্তপ্ত। এমনকি টয়োটার ভেতরেও খুব গরম অনুভূত হতে লাগলো। সেই সাথে আমাদের পেটে অস্বস্তিকর পীড়া দিচ্ছিল।

তাই বাধ্য হয়ে আমরা চা বিরতির জন্য থামলাম। যেহেতু আমাদের বলা হয়েছিলো গেদারেফে না থামবার জন্য, আমরা তাই গেদারেফ থেকে প্রায় একশো কিলোমিটার সামনে খেইর নামক একটা গ্রামে এসে থামলাম। রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে দোকানের অনুসন্ধান করতে লাগলাম, পেয়েও গেলাম। টিনের ছাদে তৈরি দোকানের মধ্যে ছনের কেবিন। বিক্রি হচ্ছে চা এবং অন্যান্য খাবার। দোকানে বসে চায়ের অর্ডার করলাম আমরা।

তারপর যখন অলস ভঙ্গিতে বসে চা খাচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ একজন পুলিশ সদস্যকে আমাদের গাড়ির চারপাশে ঘুরঘুর করতে দেখলাম। লোকটার বয়স চল্লিশ বছর হবে, বাহু প্রশস্ত। যথাসম্ভব বিভিন্ন এ্যাঙ্গেল থেকে গাড়িটা কয়েকবার দেখলো সে। তারপর হাত বাড়িয়ে ডাকলো তার বাকি সঙ্গীদেরকে।

'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' রাবি চিৎকার করে বলতেই সেই পুলিশটা আমাদের সামনে এসে রাইফেল তাক করলো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা চায়ের কাপ থেকে চোখ ওপরে তুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। লোকটা একা নয়, তার সাথে সাদা পোশাকে হ্যান্ডগান উঁচিয়ে ছিলো আরো দুইজন সিভিলিয়ান।

'আমাদেরকে এক্ষুনি সব কাগজপত্র দেখাও।' আরবি ভাষায় একজন সিভিলিয়ান বললো।

'ইংরেজিতে বলুন। আপনি কি ইংরেজি বলতে পারেন?' নির্ভয়ে জবাব দিলাম আমরা।

'কাগজপত্র দেখাও।' সিভিলিয়ান লোকটা পুনরায় বললো। তার পাশেই পুলিশ সদস্যটি পিস্তল তাক করে আছে।

হ্যান্ডগানটি জং ধরা ছিলো। তাদের কাছে থাকা রাইফেলটার দশাও জাদুঘরে জমা দেওয়া যাবে এমন। কিন্তু ওগুলো সত্যি সত্যি কাজ করে কি না সেসব জানার কোনো ইচ্ছাই আমাদের ছিলো না। আমি শান্তভাবে বললাম, 'আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। এই নিন আমাদের কাগজপত্র।

আমরা টুরিস্ট করপোরেশনের কর্মচারী। পোর্ট সুদানে একটা কাজের জন্য যাচ্ছিলাম।'

ওই মুহূর্তে হাসাইসা গ্রামের কয়েদিদের চিত্র আমার কল্পনায় ভেসে উঠলো। পরবর্তীতে রাবি আমাকে বলেছিলো তারও একই চিন্তা হয়েছিলো।

সিভিলিয়ান লোকটি আমার উত্তরে বেশি বিরক্ত হলো না। পাসপোর্টগুলো একজন পুলিশ সদস্যের হাতে দিয়ে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য বললো। তারপর চলে গেলো। ভেতরে প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা এবং বাইরে সারল্যের ভাব বজায় রেখে আমরা চা পান করতে লাগলাম। এক মিনিট পর সিভিলিয়ান লোকটা আবার ফিরে এলো। সঙ্গে নিয়ে এলো তার একটা তরুণ সহকারীকে। তারপর আমাদেরকে বললো, 'সোজা গেদারেফের দিকে যাও।'

অগত্যা আমরা গাড়িতে চড়ে বসলাম। আমি ড্রাইভিং সিটে, রাবি আমার পাশে। তরুণ সহকারী ছেলেটা ঠিক তার পাশে ডানদিকে বসলো। আর যেই পুলিশটা সবকিছু প্রত্যক্ষ করছিলো, সে গিয়ে বসলো পেছনের কেইজে।

গেদারেফ পৌঁছাতে এক ঘন্টারও বেশি সময় লাগলো। বিরক্তিকর একটা ঘন্টা কাটলো। আমাদের ওপর লোকটি নজর রাখছিলো। আমরাও সাহস করে কথা বাড়াইনি। যাত্রার পুরোটা মুহূর্ত লোকটা নীরব ছিলো। কেবল সিগারেট অফার করার সময়, ধন্যবাদ জানিয়ে দায় সেরেছে।

রাবি আর আমি ইচ্ছেমতো ইংরেজি ব্যবহার করে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। ওগুলোর বেশিরভাগই ছিলো আবোলতাবোল কথা। কারণ লোকগুলো ইংরেজি জানতো না। আমরা এই সুযোগটাই নিয়েছিলাম। তবে আচার আচরণে একেবারে নিষ্পাপ আগন্তুকের ভাব বজায় রেখেছিলাম, যতক্ষন না আমরা গেদারেফের প্রবেশমুখে স্থানীয় সিকিউরিটি ফোর্স হেডকোয়ার্টারে পৌছাতে পেরেছিলাম।

বড়সড় সাদা দেওয়ালে চতুর্দিকে আবৃত একটি কমপ্লেক্সের ভেতরে গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করলাম আমরা। ভেতরে কোনোরকম একটা প্যারেড গ্রাউন্ড। মূল ভবনের সামনে উড়ছে সুদানের পতাকা।

আমরা লম্বা, কিন্তু সরু একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে থামলাম। ওটাই মূল বিল্ডিং। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাদের যোগাযোগ করার এন্টেনা জং ধরা, ভেঙে বাঁকা হয়ে আছে। পুলিশটা আমাদের ওপর নজর রাখলো। সাথে থাকা তরুণ সহকারী আমাদের পাসপোর্টগুলো নিয়ে চলে গেলো ভেতরে।

মিনিটখানেক বাদেই লোকটা একজন অফিসারসহ বেরিয়ে এলো। তিনি পাসপোর্ট থেকে রাবির নাম ধরে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ আমি নিজেই আসন্ন ঝামেলা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমরা একটা গোপন মিশনে এসেছি। কোনো যুদ্ধে নয়। কিন্তু কোনো এক কারণে তারা আমাদেরকে আটক করেছে। আমরা এখন বন্দিদের মতোই। কেন তারা আমাদেরকে সন্দেহ করছে? আমি এখনো জানি না। তবে এখন পর্যন্ত তারা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করছে। তার মানে কোথাও ভুল হয়েছে তাদের। তাই যাবতীয় প্রশ্নের সামনে রাবি নয়, আমারই যাওয়া উচিত। কেননা আমার মনে সব সামাল দেওয়ার জন্য অনেক গপ্পো জমা আছে।

আমি রাবিকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে তাদের সাথে ভেতরে চললাম। আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো এমন একটা রুমে, যেটার হালচাল দেখে ম্যাগাজিনের মধ্যে দেখা হুবহু ১৯৫০ সালের ইসরায়েলিয় কমান্ডারের অফিসের মতো মনে হলো। তবে দেওয়ালে থাকা নিমিরির ছবি আমাকে মনে করিয়ে দিলো আমি সুদানে আছি। মাথার ওপর মাকড়সার জাল পেঁচানো একটা সিলিং ফ্যান চলছে। ঘরে কোনো বৈদ্যুতিক বাতি নেই। দরজা ভেদ করে বাইরে থেকে আলো আসছে কেবল। আসবাবপত্রগুলো একেবারে সাধারণ। ডেস্কের পেছনে আর্ম চেয়ারে বসে আছেন কৃষ্ণাঙ্গ এক অফিসার। তার গালে থাকা বিকট দাগ বাদে সবকিছু বেশ ভালোই লাগছে দেখতে।

আমাদের পাসপোর্টগুলো ডেস্কের ওপর রাখ আছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিশ। আর দরজার কাছে পাহারা দিচ্ছে আরেকজন সদস্য। ছোট্ট একটা টেবিলে বেশ কয়েকটা টেলিফোন পরে আছে রঙবেরঙের। আমি গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়ালাম। যখন আমি হ্যান্ডশেক করার জন্য তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, এমনভাবে যেন আমরা নিয়মিত দেখা করি, ঠিক তখন দেখলাম টেলিফোনগুলোতে ময়লা পড়ে আছে।

লোকটা আমার দিকে হাত বাড়ালো না। এমনকি উঠেও দাঁড়ালো না। শান্ত গলায় একটা কাঠের চেয়ার দেখিয়ে বললো, ওখানে বসুন। আমি বসে পড়লাম। লোকটা প্রথমে রাবির পাসপোর্ট হাতে নিলো। তারপর তার সামনে বসা মানুষটির (আমি) সাথে মিলিয়ে রেখে দিলো। পরক্ষণেই আমার পাসপোর্ট হাতে নিলো সে।

কথা বলার সময় লক্ষ্য করলাম লোকটার ইংরেজি উচ্চারণ দারুণ। এবং খুবই স্বতস্ফূর্ত, সমৃদ্ধ। একের পর এক তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন,

আমার নাম কী? বাড়ি কোথায়? কোথায় বাস করি? সুদানে কীভাবে এলাম? এমনকি আমি কোন ড্রাইভারের রেকমেন্ডেশন নিয়েছি? ইত্যাদি। কিন্তু এতসব প্রশ্নের উত্তরেও লোকটা সন্তুষ্ট হচ্ছিল না। আমি স্থানের নাম বলার পর, বাড়ির নাম্বারও জানতে চাইলো। এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী এমন হয়েছে যে টুরিস্ট করপোরেশনের দুজন কর্মীকে তাদের কর্মস্থলে যাবার সময় আটক করে পুলিশের হেফাজতে আনা হয়েছে?' প্রশ্ন শুনে লোকটা বিরক্ত হলো না। বরং আমাকে নিয়ে আরো প্রশ্ন করতে লাগলো। ধীরে ধীরে তা একেবারে ব্যক্তিগত থেকে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে চলে গেলো, কেন তুমি ইউরোপে কাজ করো না? কেন সুদানে কাজ করো? কে তোমাকে কাজ দিলো? কীভাবে? এ জাতীয় প্রশ্ন করতে লাগলো লোকটা। কিছু প্রশ্ন বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করলো। সাসপেক্টের উত্তর ও সততার ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করার জন্য এটা একটি দারুণ পদ্ধতি।

এক পর্যায়ে আমি খুব ঘামতে লাগলাম। 'এখানে খুবই গরম। আমি কি একটু পানি পেতে পারি?' একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম আমি, সম্ভবত সে একজন কর্নেল। কিন্তু কোনো জবাব এলো না। 'আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা জবাব আশা করি।'

না কোনো জবাব, না পানি এলো। জিজ্ঞাসাবাদকারী লোকটা তরুণ সহকারীর সাথে শলাপরামর্শ করতে লাগলো। তারা খার্তুমেরই এক আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা বলছে, তবে তা কিছুটা মিশরীয়দের ভাষার মতোই। আমি ভাগ্যবান ছিলাম বলতে হবে। এই দুঃসময়ে কোনো এক সময়ে মিস্টার মিজহারির কাছ থেকে শেখা অল্পবিস্তর মিশরীয় ভাষাজ্ঞান আমার কাজে লাগলো। আমি তাদের দুজনের মধ্যকার সব কথা বুঝতে পারিনি। কিন্তু মনের মাঝে নূন্যতম চিত্র ধারণ করতে সমর্থ হলাম। তার কিয়দাংশ এই যে, চা খাওয়ার সময় ওই পুলিশ অফিসার আমাদের গাড়িটার রং এবং নেইম প্লেটে থাকা দুটো ডিজিট দেখে গাড়িটাকে সনাক্ত করে। তাদের অভিযোগ- বেশ কয়েকদিন আগে এই গাড়িতে করেই রাতের বেলা একটা শেতাঙ্গ লোক যাচ্ছিলো। লোকটাকে পুলিশ সদস্যরা থামতে বললেও সে শোনেনি। বরং আরো গতি বাড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। তাদের ধারণা লোকটা কোনো মাদক অথবা অস্ত্র ব্যবসায়ী হবে হয়ত।

শেষের তথ্যগুলোই আমার মেজাজ বিগড়ে দিলো। না সুদানি পুলিশদের ওপর নয় বরং আমাদের হেডকোয়ার্টারের ওপর। 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছোট্ট সমস্যা' বলতে মূলত আমাদেরকে এটার কথাই বলা

হয়েছিলো। সবচেয়ে রাগের বিষয় হলো, আমাদেরকে বলা হয়েছিলো গেদারেফ চেকপোস্ট এড়িয়ে যেতে। কিন্তু ঘটনা আসলে ঘটেছিলো খেইর এলাকায়, যেখানে আমরা চা খেতে থেমেছিলাম। ফলাফল পুলিশের হাতে ধরা খেতে হলো।

সবমিলিয়ে বাইরে স্থির থাকার ভাব ধরলেও, ভেতরে ভেতরে আমি ছিলাম খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকলো। একের পর এক আরো কঠিন প্রশ্ন আসতে লাগলো- আমি কার থেকে গাড়িটা নিয়েছিলাম? কার গাড়ি এটা? আমরা কি কখনো গেদারেফে এসেছিলাম কি না? ইত্যাদি। সৌভাগ্যবশত আমি উত্তরগুলো বুদ্ধি খাটিয়ে দিচ্ছিলাম। প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করার মাঝে মাঝে তারা নিজেদের মাঝে পরামর্শ করছিলো আরবি ভাষা ব্যবহার করে। ফলে আমি পরবর্তী প্রশ্ন কী হতে পারে সে ব্যাপারে অল্প অল্প ধারণা পাচ্ছিলাম।

ইতোমধ্যে বাইরে থেকে একটু আলো আসলো ভেতরে। হঠাৎ আমার মনে পড়লো, 'তাদের যোগাযোগ করার এন্টেনা ভাঙা এবং টেলিফোনগুলো ময়লা পরে আছে, তা না হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই তারা আমি যে ঠিকানা দিয়েছি সেই মোতাবেক হিলটনে তাদের হেডকোয়ার্টার থেকে পরিদর্শনে লোক পাঠাতো।'

'ভদ্রমহাশয়গণ, আমি বুঝতে পারছি না কেন আপনারা আমাদেরকে সন্দেহ করছেন। হিলটনে কেবল একটা ফোন করলে আপনি আমাদের ব্যাপারে সকল তথ্য জানতে পারবেন। তা না করে আমাদের এই কোনোরকম পিকআপ ট্রাকটা নিয়ে কেন এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন, যেটা দিয়ে আমরা পোর্টসুদানে যাচ্ছিলাম?' আমি বললাম। কথা শুনে জিজ্ঞাসাবাদকারীর মনে সংশয় কাজ করলো। তাই তিনি আমাকে সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। অতঃপর একজন পুলিশ সদস্যকে পাঠালেন আমার জন্য চা নিয়ে আসার জন্য। তার সাথে থাকা তরুণ সহকারীও পাহারাদারকে বললো খেইর এলাকায় যেই পুলিশ সদস্য আমাদেরকে সনাক্ত করেছিলো তাকে খুঁজে আনার জন্য।

দারুণ এক কাপ চা খেতে খেতে আমি লক্ষ্য করছিলাম কীভাবে লোকটা গাড়িটায় গুলি করেছিলো সে ব্যাপারে বর্ণনা করছিলো। তার কথাগুলোই আমাদেরকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। লোকটা বললো, 'আমি গাড়িটা প্রায় দশ মিটার দূর থেকে দেখেছিলাম।' কথা শুনে আমি মৃদু হাসলাম। বেচারার পরবর্তী বাক্যই আমাদেরকে মুক্ত করার শেষ পেরেক ঠুকে দিলো। সে পুনরায় বললো, 'আমি ম্যাগাজিন ভরে

ওটায় গুলি করি। কমপক্ষে একডজন বুলেট টয়োটা ট্রাকটিকে আঘাত করেছে।'

'যা! এবার তবে বাঁচলাম।' মনে মনে ভাবলাম আমি। এখন নিশ্চয়ই তারা পরীক্ষা করতে যাবে ট্রাকের গায়ে বুলেটের দাগ আছে কিনা। কিন্তু পাবে না। কারণ ওই পুলিশ সদস্য টয়োটা গাড়িটায় গুলি করেছে ঠিক, কিন্তু তার জং ধরা বন্দুক এবং আনকোরা হাতে গুলি লক্ষবস্তুতে আঘাত করেনি নিশ্চিত।

'আমাদের সাথে আসুন। ট্রাক থেকে সব মালামাল নামাতে হবে।' জিজ্ঞাসাবাদকারী লোকটি আমাকে বললো। প্রায় দুই ঘন্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাকে বেরোতে দেখে রাবি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। আমি কাছে আসতেই মৃদু একটা হাসি ফুটলো তার চেহারায়।

'কী হয়েছে?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো সে।

'আশাকরি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। একটু পরেই সব ঠিক হবে।' বিড়বিড় করে বললাম আমি।

জিজ্ঞাসাবাদকারী একজন গার্ডসহ ট্রাকের কাছে এলেন। সব মালপত্র নামানো হলো ট্রাক থেকে। কিন্তু কোথাও কোনো বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গেলো না। এসব দেখে এক অফিসার যেই পুলিশ সদস্য ট্রাকটিতে শুট করার দাবি করেছিলো তাকে উদ্দেশ্য করে হাস্যকর কথা বলতেই বাকি অফিসাররাও হো হো করে হাসতে লাগলো। তবে তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। কর্নেল চিৎকার করে বললেন, 'থামাও তোমাদের এই রসিকতা!' তার এক ধমকে সবাই চুপচাপ হয়ে গেলো তৎক্ষণাৎ।

এরপর রাবির সাথে সব মালপত্র আবার গোছানোর সময় দুটো অফিসার আমাকে বিস্কিট এবং হুইস্কি খেতে সাধলো। এছাড়াও আমাকে আমন্ত্রণ জানালো- 'পরেরবার যখন আসবো, সম্ভব হলে যেন তাদের এলাকা ঘুরে যাই।'

কমপ্লেক্স ছেড়ে টয়োটার চাকা গেটের বাইরে যেতেই, রাবি আমাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুললো। আমি ওকে পুলিশ সদস্যের সহ কিছু বিস্তারিত বললাম। তারপর সে রাগে গজগজ করতে করতে বললো, 'আমাদের এমন ফাঁদে আটকানোর জন্য হেডকোয়ার্টারের সবকটা ছাগলের জাহান্নামে যাওয়া উচিত।'

প্রায় দশঘন্টার লম্বা এক ড্রাইভিং টাইমের পর আমরা অবশেষে পোর্ট সুদানে পৌছালাম। রাস্তায় থাকাকালীনই হেডকোয়ার্টারে জিজ্ঞাসাবাদের ঘটনা সম্পর্কে ছোট্টখাটো বর্ণনা দিলাম। কেননা বিস্তারিত

বললে তারা হয়তো মিশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিত। রাবি আর আমি ভাবলাম, যেহেতু আমরা জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েই গেছি, সেহেতু তাদেরকে ভয় পাইয়ে দেওয়াটা উচিত হবে না।

দুই সপ্তাহ পরে ড্যানি এসে যখন আমাদের সাথে যোগ দিলো, আমি তখন তাকে বিস্তারিত বলেছিলাম। সে উত্তেজনার সাথে বললো, দারুণ কাজ করেছো তুমি! এখানকার মাটি থেকে এত দূরে থাকা কারো পক্ষে কাজগুলো করা অসম্ভব। ওয়েলডান!'

সে তারপর আমাদেরকে আরো বললো, 'সুদানে মাসের পর মাস থাকাকালীন সময়েও বাড়তি কোনো সংবাদ হেডকোয়ার্টারে পৌঁছাতাম না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি নানা বিষয়ে নিশ্চিত না হতে পারতাম, ততক্ষণ আমি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মোতাবেক অভিযান চালিয়ে যেতাম।'

এরপর আমি তাকে ব্রিটিশ বীর নেলসনের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিলাম। একবার যুদ্ধের ময়দানে নেলসন তার ওপরস্থ কর্মকর্তার আদেশ মানতে নারাজ হয়। 'আমি এখনো রিট্রিট ফ্ল্যাগ দেখতে পাচ্ছি না।' নিজের টেলিস্কোপে তাকিয়ে বলেছিলো সে। তারপর দুরন্ত গতিতে চালিয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধ, যতক্ষণ না ইংল্যান্ডের বিজয় নিশ্চিত হয়।

'হ্যাঁ, একদম তাই! আমাদেরও এমন করা উচিত।' হেসে উঠলো ড্যানি।

রাবি আর আমি সেদিন রাতটা পোর্ট সুদানের সবচেয়ে সুন্দর হোটেল রেড সি তে কাটালাম। হলিউডে যদি কখনো কলোনিয়াল যুগের ছবি নির্মাণ করতে হয় তাহলে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর একটাও পাওয়া সম্ভব না। সবমিলিয়ে তিন তলা একটা হোটেল। নিচতলায় প্রশ্বস্ত জায়গা জুড়ে ধূমপান করার ব্যবস্থা রয়েছে। সদর দরজার ওপরে বড়সড় একটা সোর্ডফিশ টানানো। মাঝখানে লেখা- 'পোর্ট সুদান এইস এ্যাঙলারস'। ব্রিটিশদের রাজত্ব শক্ত করা সকল কর্মচারীরই মাছ ধরা বেশ প্রিয় ছিলো।

ডাইনিং ফ্লোরে বিকাল বেলা সবসময়ই চা এবং ড্রিংকস পরিবেশন করা হয়। সুদানের অভিজাতরা এখানে আসেন। সুন্দর পরিবেশে ওপরে একাধিক সিলিং ফ্যান ঝোলানো। জানালাগুলো সব উপকূলমুখী, যেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় নিয়মিতই। আরো রয়েছে অল্প পানিতে ভরা একটা পুরাতন সুইমিংপুল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশদের হাত ধরে পোর্ট সুদান শহর নির্মিত হয় সুদানের গেটওয়ে হিসাবে ব্যবহার করার জন্য। এরপর এটা হয়ে ওঠে জাহাজে মালামাল আনা নেওয়ার প্রধান সমুদ্রবন্দর। বন্দরটিকে

কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সমুদ্র তীরবর্তী শহরগুলো। এগুলোর মধ্যেই একটা শহর হচ্ছে সুয়াকিন। অফিসিয়াল হিসেবে পোর্ট সুদানের অধিবাসীর সংখ্যা এক লাখের মতো। কিন্তু বাস্তবে সংখ্যাটা আরো বেশি হবে প্রতিনিয়ত কাজ খুঁজতে আসা বেদুইন কৃষকদের হিসেব ধরলে।

নীল নদের পার ঘেঁষে চলা কিছু ছোট কার্গো ব্যতিত, খার্তুমের সকল বাণিজ্যিক পণ্যবাহী ট্রাক পোর্ট সুদান হয়ে আসা যাওয়া করে। ১৯৭০ সালে স্থলপথ সংস্কার করার আগে ব্রিটিশদের দ্বারা তৈরি রেলপথে যাতায়াত ছিলো বেশি, যা কিনা দেশের অন্যান্য প্রান্তের সাথেও সংযুক্ত ছিলো। রেল রুট ছিলো স্থলপথের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক। একবার আমাকে এক ইন্ডিয়ান বলেছিলো, 'ব্রিটিশরা চলে যাওয়াতে খুবই খারাপ হয়েছে। তারা থাকতে কিছুটা উন্নয়ন হয়েছিলো বটে। কিন্তু দিনকে দিন অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে।'

সকালবেলা কাকের বিরক্তিকর ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙলো। ভালোভাবে নাস্তা করার পর সুদানে আমরা আমাদের প্রথম মিশন শুরু করার জন্য রওনা হয়ে গেলাম। শুরুতেই আমাদেরকে হলিডে ভিলেজে যেতে হবে যা কিনা এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। পোর্ট সুদানের রাস্তাগুলো এঁকেবেঁকে চলে গেছে, খানাখন্দেরও যেন শেষ নেই। একটু পরপর দেখা যাচ্ছে জীর্ণ কুটির দ্বারা নির্মিত মিলিটারির পাহারা দেওয়ার ঘাঁটি। অদূরেই মিশরীয় বর্ডার। ডজনখানেক গাড়ি আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে গেলো। বেহাল রাস্তার মাঝে রাবির গাড়ি চালানোর এবং মোড় নেওয়ার দক্ষতা দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি কীভাবে বুঝতে পারছো যে কোনদিকে যেতে হবে?'

'যেমনি করে সকল রাস্তার শেষ হয় রোমে, তেমনি ভাবে সকল পথ উত্তর দিকের গ্রামগুলোর দিকে চলে যায়। তোমাকে কেবল সমুদ্রের দিকে চক্ষু সজাগ রাখতে হবে। তাহলে নিশ্চিত ভুল পথে যাবে না।' জবাব দিলো সে।

রাস্তার ডানদিকে বিস্তৃত নীল পানির সমুদ্র এবং বামপাশে যতদূর চোখ যায় ধূসর মরুভূমি। আমাদের টয়োটা ম্যাপ ধরে সুন্দর করে এগিয়ে চললো। মারশা দারুর নামের একটি ছোট্ট হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট কুটির। মাদকব্যবসায়ীরা এবং জেলেরা এসব হ্রদগুলোকে তাদের কাজের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত আমাদের চল্লিশ কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিতে হয়েছিলো। এটা জানতে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হতে হবে না যে একটা সুন্দর রাস্তা ব্যতীত হলিডে ভিলেজে এত সহজে যাওয়া সম্ভব নয়। রাবি

বললো, 'এখানে এমনকি ফোন করার ব্যবস্থা নেই। অথচ সুদানিরা ভাবছে আমরা ইউরোপীয় দর্শনার্থীরা অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাবো।' এটা সত্য যে, ইতালিয়ানরা হলিডে ভিলেজ নির্মাণ করতে এই খোলামেলা হ্রদের কারণেই জায়গাটি লিজ নিয়েছিলো। কথা ছিলো এখানে খুব সুন্দর একটি রাস্তা নির্মাণ হবে শীঘ্রই। 'ড্যানি এবং জোনাথন তাদের গাড়ি নিয়ে বৃষ্টির মাঝে একবার এখানে আটকে গিয়েছিলো। এত পশলা বৃষ্টি হচ্ছিলো যে মুহূর্তেই পুরো সমতল এলাকাটি পরিণত হয়েছিলো লেকে। ভাগ্যিস ড্যানির কাছে একটা তলোয়ার ছিলো। ওটা দিয়ে তারা পাথরগুলো আঘাত করে গাড়িটার পথ তৈরি করে নিতে পেরেছিলো।' বললো রাবি। আমরা প্রচুর মালামাল এবং যাত্রী ভরা একটা বেডফোর্ড ট্রাককে পাশ কাটিয়ে গেলাম। গাড়ির ড্রাইভার রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে হাত বাড়িয়ে ডাকলেন। বললেন, 'তোমাদের কাছে কোনো আংটা হবে?' কথাটা তিনি আরবিতে বলছিলেন। এক যাত্রী সেটাকে কোনোরকম ইংরেজিতে আমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হলো। তিনি আরো জানালেন তারা এখানে একদিনের মত আটকে আছেন এবং একজনকে আংটা আনতে পাঠিয়েছেন যাতে গাড়িটা অন্য গাড়ির সাথে আটকে টেনে নেওয়া যায়। তিনি আমাদের সাহায্য চাইলেন। আমাদের গাড়ির আংটায় বেঁধে ট্রাকটা নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা বিনয়ের সহিত না করলাম। কারণ অত বড় ট্রাক টেনে আমাদের জাপানি স্টিলের গাড়ির পরীক্ষা করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তাদেরকে বিদায় জানিয়ে আবার চলতে লাগলাম আমরা। রাবি বললো, 'সবকিছু যেন ঠিকঠাক থাকে এবং এখানে জোয়ার নেই এমনটাই আশা করি আমি। নয়তো বিপদে পড়তে হবে আমাদেরকে। কেননা প্রত্যেকেই এখানে আটকে যায়।'

আমাদের টয়োটা ট্রাকটি ঘরঘর আওয়াজ করে ঢালু পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো। ওপরে উঠতেই আমাদের চোখের সামনে একটা মরীচিকার মতো পড়লো। কাছে যেতেই দেখতে পেলাম ওটা আসলে বিশটি ঘরের সমন্বয়ে একটা বাংলো। বাংলোটির পেছন দিক দিয়ে দুইপাশের ভূমিকে আলাদা করেছে একটা হ্রদ। এক পর্যায়ে ছোট্ট একটা কুটিরকে নির্দেশ করে রাবি হিব্রুতে বললো, 'এটা হচ্ছে রান্নাঘর ও খাবার ঘর।' আমাদের দেখে লোকজনের উচ্ছ্বাস ছিলো দেখার মতো। আমাদের দিকে তারা হাত উঁচিয়ে স্বাগত জানাচ্ছিলো। 'এরা হচ্ছে এখানকার কর্মচারী।' রাবি বলেই চললো। 'দুইমাস আগে প্রথম অভিযান সমাপ্ত হবার পর থেকেই তারা এখানে অপেক্ষা করছে।'

১৯৭০ সালে ইতালিয়ান উদ্যোক্তারা চলে যাবার পর, সরকারি ট্যুরিস্ট করপোরেশনের লোকেরা সাইটটিকে পুনরায় খোলার চেষ্টা করে। কিন্তু দূরত্ব, দুর্গম পরিবেশ এবং সুপেয় পানির অভাবের ফলে তারা তাদের পরিকল্পনা বাদ দিতে বাধ্য হয়। পরে অবশ্য ছোট্ট একটি দল এখানে ফের পরিদর্শন করতে আসে অবস্থা জানার জন্য এবং পুনরায় কোনো উদ্যোক্তা এই পরিবেশে কিছু করতে পারবে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য।

এখন তারা বিশ্বাস করে ইউরোপীয় কোম্পানি কর্তৃক 'এরোজ হলিডে ভিলেজ' এর কিছুটা গতি হবে। সাইটটি সরকারের কাছ থেকে তিন লক্ষ বিশ হাজার ডলার খরচ করে তিন বছরের জন্য লিজ নেয় তারা। কোম্পানির পরিচালক ড্যানি, তার পকেট ভরা টাকা দিয়ে সেই চেষ্টাই চালাচ্ছে। প্রত্যেকেই জানে যারা ড্যানির সাথে সাক্ষাৎ করেছে, টাকা কোনো সমস্যা নয়। ড্যানি চেয়েছে এই অঞ্চলে ট্যুরিস্টদেরকে আকৃষ্ট করতে এবং স্থানীয়সহ আরো শত শত লোকের ভাগ্য বদল করতে। আর সেজন্যই সে কোনোরূপ দামাদামি ছাড়াই সাইটটিতে বিনিয়োগ করে জটিল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও। তারপর ইউরোপ থেকে একদল বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসে জায়গাটিকে দারুণ রূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

প্রত্যেক পরিদর্শক যারা এখানে আসে, স্থানীয় কর্মচারীদেরকে তারা সন্তুষ্ট হয়ে বখশিশ দেয় এবং জার্মান অথবা ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক মুদ্রার অনুপাতে ৬০% টাকা পরিশোধ করে। যা কিনা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়।

গাড়ি থেকে নামার পর কর্মচারীরা আমাদের সাথে হ্যান্ডশেক করতে লাগলো। এদের মধ্যে হাসানও ছিলো, যে কিনা হলিডে ভিলেজের মেইন ওয়েটার। মধ্যবয়স্ক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি তো হবেই। খার্তুমে জন্মগ্রহণ করার কারণে সে নিজেকে অন্য সব কর্মচারীদের থেকে বেশি উত্তম ভাবে। অবশ্য এজন্য সাইটের বাকি কর্মচারীরা তার সাথে অত ঘেঁষে না। ফলে একাকী হয়ে যায় সে। তবে তার এই একাকীত্ব ঘোচায় আরেক খার্তুমিয়ান মুসা, যে কিনা সাইটের প্রধান রাঁধুনি।

আরেকজন আমাদের সাথে নিজেকে পরিচয় করিয়ে দিলো, তার নাম হাশেম। নিজেকে সেও প্রধান রাঁধুনি হিসেবে পরিচয় দিলো। তারপর সে মুসার সাথে চলে গেলো রান্নাঘরে। আর হাসান চলে গেলো আমাদের জন্য চা বানাতে। এছাড়াও সেখানে আরো উপস্থিত ছিলো ড্রাইভার আলি। তার মতো লম্বা ও কোঁকড়ানো চুল আমি কখনো দেখিনি। আরো ছিলো

হাশেম ঈসা, মুখ থেকে যার হাসি থামেই না। এদেরকে ছাড়াও ছিলো বিভিন্ন কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন জন।

পুরো এরোজ হলিডে ভিলেজ বেশ সুন্দর। যারা শার্ম আল শেইখে বসবাস করেছে এবং ইসরায়েলি উদ্যোক্তা কর্তৃক ইতালিয়ানদের পাথরের মূর্তি তৈরির কারুকাজ দেখেছে, তারা কখনোই শৈল্পিক দিক থেকে ইতালিয়ান স্থপতিদের কাজের প্রশংসা না করে থাকতে পারবেই না।

রান্নাঘরের পাশে বড়সড় বারান্দার মতোই খাবার ঘর। প্রবাল দ্বারা পরিবেষ্টিত রেড সির দিকে মুখ করা এই কুটিরের কোনো দরজা জানালা নেই। বরং ওপরে রয়েছে একটা ছনের ঝাপ। যা ধূলিঝড় কিংবা হঠাৎ বৃষ্টি এড়াতে খুবই কার্যকরী। আরো আছে অল্পকিছু কাঠের চেয়ার, সেইসাথে দুয়েকটা আসবাব। কাঠের মধ্যে পেরেক মারা আছে প্রেসিডেন্ট নিমিরির ছবি। অনেকটা ঘোলা হয়ে গেছে, হয়তোবা লবণ এবং আদ্রতার কারণে। রান্নাঘরটা সুসজ্জিত কিন্তু বৈদ্যুতিক সব সুইচ অকেজো। আর ধুলাবালির পরিমাণ দেখলে পরিচ্ছন্নতায় নিয়োজিত যেকোনো ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে যাবেন। তা সত্ত্বেও আমরা খুব আনন্দ সহকারে খাবার খেলাম, তারপর চা পান করলাম। কেননা আমরা খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা গ্রামের আশপাশ ঘুরতে বের হলাম। ডাইনিং হলের ডানে এবং বামে একটার পর একটা কুটির রয়েছে কাঠের তৈরি। ভেতরে কেবল একটা ছোটখাটো কেবিন। আরো আছে নষ্ট এয়ারকন্ডিশনার, যা কিনা আপাতত ছোট্ট পাখি এবং টিকটিকির বাসায় পরিণত হয়েছে।

প্রত্যেকটা রুমেই সিঙ্ক, শাওয়ার এবং ইউরোপীয় ধাঁচের টয়লেট রয়েছে। রুমগুলো সবই সিম্পল, কিন্তু আরামদায়ক। আর একদিক থেকে এটা হিলটনের মতোই, কেননা এটার মতো হিলটনও মরুভূমির মাঝেই অবস্থান। আমাদের জন্য ইউরোপীয় ম্যানেজার হাসান কুটিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুসজ্জিত একটার ব্যবস্থা করলো।

আমি আমার ব্যাগটা রুমে রেখে গেলাম, যেখানে আমি পরবর্তী তিন মাস কাটিয়েছিলাম। তারপর আমি আর রাবি হাঁটতে হাঁটতে হলিডে ভিলেজের উত্তরাংশে চলে গেলাম। ওখানে বেশ কয়েকটি স্টোর রুম। ভেতরে ঢুকতেই ইতালিয়ানদের নানা পুরোনো জিনিসপত্রের দেখা মিললো। জং ধরা অস্ত্র, আসবাব এবং অনেকগুলো পুরোনো তেরপাল। আরেক জায়গায় দেখতে পেলাম একটা জেনারেটর। 'ইতালিয়ানরা এই স্থানটির সৌন্দর্য বর্ধনে টাকা ঢালা ও পরিশ্রম করতে কার্পণ্য করেনি' মনে মনে বললাম আমি। বিশাল সাইজের জেনারটের তারা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ

সরবরাহের জন্য এনেছিলো। দুইজন জার্মানির তৈরি এই ম্যাগিরাস ডোটজ জেনারেটর পুরো পোর্ট সুদানের অর্ধেকাংশ আলোকিত করতে সক্ষম।

সম্ভবত এই এরিয়াতে সুন্দর রাস্তা নির্মাণের কথা ছিলো। তা না হলে ইতালিয়ানরা কেন এরকম একটি দুর্গম পরিবেশে, যেখানে কোনো সুপেয় পানি নেই, বিদ্যুৎ নেই, সেখানে এত বিনিয়োগ এবং পরিশ্রম দিলো তা কারো মাথায়ই আসার কথা নয়। এই ঢাউস সাইজের জেনারেটর সচল রাখার জন্য তেল আনতে একটি ট্যাঙ্কার ট্রাক সপ্তাহে দুইবার পোর্ট সুদানে যেত, যেখানে একটি সাউথবাউন্ড ট্রাকের গ্যাসোলিন বিহীন খালি যাত্রা করতেই দফা রফা হয়ে যাবার কথা।

'সাহেব, এটা কাজ করে।' ড্রাইভার হাসান বললো, যে কিনা গাড়ি চালানোর সাথে সাথে জেনারেটর বিষয়েও দক্ষ। আমাদের টয়োটা থেকে একটা ব্যাটারি খুলে নিয়ে সে একটা জেনারেটরে লাগালো। তারপর তেলের ট্যাঙ্কিতে কয়েক ফোটা তেল ঢেলে একটা বাটন চাপতেই ওটা ঘরঘর ঘরঘর আওয়াজ করে চলতে আরম্ভ করলো। একরাশ নীল ধোঁয়া প্রথমে বের হলেও ইঞ্জিনটা সচল হবার সাথে সাথেই তা মিলিয়ে গেলো।

'দেখলেন, এটা কাজ করে।' চওড়া বাহুতে চাপড় মারতে মারতে বললো হাসান। কিন্তু একটু পরই যা হবার হলো। এতদিনের পরে থাকা জেনারেটরগুলো অব্যবস্থাপনায় আর কতক্ষণ চলবে? কিছুক্ষণ চলার পরই ওটা ভটভট শব্দ করতে আরম্ভ করলো। উত্তেজিত গলায় হাসান বললো, 'আমি এখন কী করতে পারি? পেয়েছি!' বলেই সে জার্মান ভাষায় 'অস' লেখা বাটন চাপলো, যার অর্থ 'অফ'। তৎক্ষণাৎ জেনারেটর বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর সেখান থেকে প্রস্থান করলাম আমরা।

পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে, যেখানে ছোট্ট হ্রদ বয়ে চলেছে, তারই পাড়ে একটা কেবিন। ওখানে হ্রদে চলাচলরত নৌকার জন্য বিভিন্ন সরঞ্জামের সংগ্রহ রয়েছে। কিছু নৌকো আবার ব্যতিক্রম দেখতে পেলাম। ওগুলোর মাঝে মার্কারি ৪০ ধরণের মোটর সংযোগ করা এবং পেছনে সবুজ ফিতা বাঁধা। রাবি আমাকে ফিসফিস করে বললো, 'ওগুলো আমরা সরাসরি ইসরায়েলিয় নৌবাহিনী জাহাজ ব্যাট গালিম থেকে নিয়েছি। আর ওই সবুজ ফিতাগুলো হিব্রুতে ইসরায়েলি নৌবাহিনীর প্রতীক বহন করে।' রাবির কথাগুলোর মাধ্যমে আমি বুঝতে পারলাম সুদানে আমাদের এবারের অভিযান আগের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে পরিচালিত হচ্ছে।

হ্রদের বুকে ইতালিয়ান যুগের সাক্ষী কিছু ফাইবারগ্লাস ফ্লাট বোটম বোট (বিশেষ ইতালিয়ান নৌকা) চলাচল করছে।

'বাজে নৌকো এগুলো- আমরা আমাদের প্রথম অভিযানের সময় এসব ব্যবহার করেছিলাম।' বিড়বিড় করে বললো রাবি। 'তুমি ভাবতে পারো অসহায় ইহুদি, যারা কোনোদিন সমুদ্র দেখেনি তাদেরকে এই ছোট্ট নৌকোয় ছাড়তেই তারা কতটা আতঙ্কিত হয়েছিলো? রীতিমতো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা। এরপর থেকে আমরা রাবারের ডিঙ্গি ব্যবহার করি।'

হ্রদের পাড়েই ছিলো নানা যন্ত্রপাতির বাহার পরিপূর্ণ স্টোররুম। হাউজিং ইউনিটের এই ঘরটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয় ডাইভারদের বিভিন্ন সরঞ্জামের সংরক্ষণাগার হিসেবে। অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, পোর্টেবল কম্প্রেসর, ডাইভ দেওয়ার পোশাক, মুখোশ, ছুরি ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন ডাইভিংক্লাব খোলার জন্য, সবই আছে এখানে। রাবি জিনিসপত্রগুলো ভালো করে দেখলো। আমাদের মনে হলো সুদানে গোপনে কাজ করার ক্ষেত্রে জায়গাটি আমাদের ভীষণ কাজে দেবে। তাই আমরা এখানে আমাদের ক্ল্যামোফ্লেজ কমিউনিকেশন যন্ত্র স্থাপন করলাম। যাতে এটা আমাদেরকে হেডকোয়ার্টারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে সহায়তা করে। নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগের জন্য একটা এরিয়ালেরও দরকার হলো। ক্লোজেটের পেছনেই গোপনীয়তা বজায় থাকবে ভেবে আমরা চিকন একটা তারের সাহায্যে রেডিওটি একটা তাকের ওপর স্থাপন করলাম। 'আমরা এরিয়ালটি স্থাপন করলাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিবিসি নিউজ শোনার জন্য।' হাসান এবং আলিকে বললাম আমরা। আমাদের কথা কোনরকম প্রশ্ন ছাড়াই মেনে নিলো তারা। স্থানীয় কর্মচারীরা যাতে এটার ভেতর ঢুকতে না পারে সেজন্য আমরা জানালোগুলোতে পর্দা ঝুলিয়ে দিলাম। ওয়ারড্রব দিয়ে আড়াল করলাম যন্ত্রগুলো এবং দরজার ওপরে 'স্টোররুম' লিখে সেঁটে দিলাম।

'এগুলো কী?' ঝুপড়ির পেছনে কতগুলো পাইপের স্তূপ দেখে রাবিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এটা হচ্ছে পানি নির্গমনের জন্য সহজ ব্যবস্থা।' আমাকে ব্যাখ্যা করলো সে। এ ব্যাপারে হাসান আমাকে আরো বিস্তারিত তথ্য দিয়ে সাহায্য করলো।

'বিল্ডাররা একটা সাধারণ পানি নির্গমনের ব্যবস্থা তৈরি করতে চেয়েছিলো।' বললো হাসান। 'একদিন এখানে অনেকগুলো পাইপসহ বিশাল একটা ট্রাকের দেখা মিললো। আমাদেরকে বলা হলো এসব ডাচদের তৈরি পদ্ধতি, যা কিনা কুয়েত সরকার কর্তৃক উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়েছে। তবে ইতালিয়ান প্রকৌশলী এসব চেক করার পর বললেন, তিনি একটা সাধারণ সিস্টেম চেয়েছেন পানি নির্গমনের।

বিষয়টা সম্ভবত কুয়েতিদের মাথায় ঢোকেনি। তাই এত সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। এই সিস্টেম তৈরির দ্বারা পুরো শহরে পানি সরবরাহ করা সক্ষম এবং কয়েকটা সেচ প্রকল্প বানানো সম্ভব। যেহেতু কাজটা খুবই ব্যয়বহুল এবং প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি খরচ হত তাই ইতালিয়ানরা এগুলো আর উন্মুক্ত করেনি।'

এরপর থেকে রাবি আর আমি জরুরি ভিত্তিতে কাজ করা শুরু করে দিলাম। আমরা এমন ভাব ধরেছিলাম যেন আমরা এই স্থানটিকে পর্যটক আকৃষ্ট করে গড়ে তুলবো। কাজ করতে গিয়ে আমাদের প্রথম সমস্যা ছিলো সুপেয় খাবার পানির ব্যবস্থা করা। গ্রামের কেন্দ্রের একটা চৌবাচ্চা হতে পানি সংগ্রহ করা হতো এবং ইতালিয়ানদের দ্বারা নির্মিত পানির পাম্পে পাইপ লাইন টেনে ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়া হত। আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু সহজ মনে হলেও পুরো কাজটা ছিলো ব্যাপক ঝামেলার।

পুরো পানি নির্গমন সিস্টেমটির মধ্যে বড় একটা অংশ বালির চাপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। ফলে উত্তরাংশের কুটিরগুলোতে পানি সরবরাহ করা সম্ভব ছিলো না। ওদিকে একই দশা হতো মূল কেন্দ্রে। কেননা দুয়েক মিনিট চলার পর জেনারেটর বন্ধ হয়ে যেত। ফলে পাম্প চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো।

এই অচলপ্রায় জেনারেটরটি শুধু পানির নয় অনেক কিছুর সমস্যার মূলে ছিলো- কারণ বিদ্যুৎ নেই মানে কোনো ফ্রিজ আর এয়ার কন্ডিশনারও সচল থাকবে না। জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে এয়ার কন্ডিশনার ছাড়া চলা যায় কিন্তু মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়টাতে জায়গাটি একেবারে গরমে আগুন হয়ে ওঠে।

যেভাবে আমাদের কাজ চলছিলো, আমরা দেখতে পেলাম আগামী তিন বছরে এতসব নিত্যনতুন আইটেমের বিশাল পরিমাণ টাকা ট্যাক্স দিতে বাধ্য হবো আমরা। যেহেতু এখানে সেবা দিচ্ছি সুদানের ইহুদিদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার অভিযানের বিষয়টি আড়াল করার জন্য। বিষয়টা আমরা হেডকোয়ার্টারকে অবহিত করলাম। পরেরদিন তারা এমন একটি উত্তর দিলেন যা আমাদের মনমতো হলো, 'খুব বেশি ব্যয় করো না। লিস্ট করো এবং সবাইকে বলবে আমরা আমাদের জেনারেল ম্যানেজারের জন্য অপেক্ষা করছি, যিনি একমাস পর আসবেন।'

এমন সুন্দর উত্তর শুনে আমরা আমাদের কাজ চালাতে লাগলাম বেদুঈনদের মত। সবার আগে চলতে লাগলো বিদ্যুতের ব্যবস্থা করার কাজ। ঐদিন সকালের নাস্তা বেশ আয়োজন করে খাওয়া হলো। ডাইনিং হলে, যেটা রেড সির দিকে মুখ করা, সেখানে বসে হাসানের বানানো

রোল খেলাম আমরা। খুবই সুস্বাদু ছিলো সেগুলো। এরপর চা খেলাম। চা খাওয়া শেষে জুস পান করলাম, যেগুলো সম্ভবত মেয়াদোত্তীর্ণ ছিলো। তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সমুদ্রে ডাইভিং করার জন্য।

বাইরে দারোয়ান হাসান আলি আমাদের মার্কারি মোটরে জ্বালানি ভরে দেখভাল করছিলো। একটা জোডিয়াক নৌকা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা ছিলো হ্রদের কিনারায়। রাবি কুটির থেকে ডাইভিং করার সকল উপকরণ নিয়ে নিলো। তার এসব দেখে আমার পুরোনো দিনের কথা মনে পড়লো। আমার সংক্ষিপ্ত ডাইভিং ক্যারিয়ারে আমি তিন বছর আগে একবার দূর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। যেই ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছিলেন, আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমি কি পুনরায় ডাইভিং করতে পারবো?' তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই, যদি আপনি আত্মহত্যা করতে চান। তবে আমি আপনাকে আরেকটা পরামর্শ দিতে পারি। আর তা হলো- ডাইভিংয়ের চেয়ে হ্যান্ডগান দিয়ে আত্মহত্যা করতে আপনার জন্য আরো দ্রুত এবং সাশ্রয়ী হবে।'

ঠিক এই কারণে এরপর থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তেজনাকর কাজ ডাইভিং আমাকে সবসময়ই পাড়ের মাটির ওপর দাঁড়িয়েই দেখতে হয়েছে। অর্থাৎ আমি আর ডাইভিং করতে পারিনি। এ যেন বিয়ে বাড়ির জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাঝে একজন বোবা লোকের বসে থাকার মতোই।

এরোজের সরু হ্রদ দিয়ে সাগরে যাওয়াটা খুবই জটিল ব্যাপার। জায়গাটি পাথরে পরিপূর্ণ। হয়তো ম্যাপের মধ্যেও ওগুলো রয়েছে, কিন্তু যে কেউ এখান দিয়ে যাওয়ার সময় নিশ্চিত হতভম্ব হয়ে যাবে অবস্থা দেখে। আমাদের নৌকোর প্রপেলারও পাথরগুলো থেকে মুক্তি পায়নি। 'অনেক পূর্বপ্রস্তুতি ও আগাম সবকিছুর ব্যবস্থা করার পরও প্রথম অভিযানের সময় আমাদের নৌকো বিপদে পড়েছিলো- বিষয়টা কতটা বাজে হতে পারে এটা আমাকে জিজ্ঞেস করো না দয়া করে।' রাবি আমাকে বললো।

অবশেষে আমরা মূল সাগরের প্রবাল তীরের কাছে এসে গেলাম। রাবি সকল সরঞ্জাম ও পোশাক পরে প্রস্তুত হলো ডাইভ দেওয়ার জন্য। যাওয়ার আগে হাসানের দিকে তাকিয়ে মজা করে বললো, 'আজ রেস্টুরেন্টে একটা শার্ক রান্না হবে কিনা যদি আমি ধরতে পারি?' শুনে হাসান হাসলো। কথাটা শেষ করেই রাবি সাগরের টলটলে পানিতে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একবার এরকম ডাইভের সময় আমি হঠাৎ শার্কের আক্রমণ প্রত্যক্ষ করছিলাম প্রবালের ওপর দাঁড়িয়ে। তিন মিটার

লম্বা শার্কটি রাবির পিছু নিয়েছিলো একটা মাছের জন্য যেটা রাবি ধরে একটা লোহার আংটায় করে নিয়ে আসছিলো। রাবি তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে নিরাপদেই তীরে পৌঁছেছিলো। ব্যাপারটি ছিলো খুবই মজার।

রাতের বেলা আমরা ডেকচেয়ারে বসে আকাশে তারা গুণতাম। যারা কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে মরুভূমিতে কখনো রাত কাটিয়েছে, কেবল তারাই বুঝতে পারবে আমি কত চমৎকার একটা বিষয়ের কথা বলছি। আকাশ সারি সারি তারায় পরিপূর্ণ থাকতো। বহু পূর্বদিকের বর্ণবলয় যেন সৌদি আরবের জেদ্দা শহরের স্মারক, যেটি রেড সি সৈকত থেকে একশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরে। মাঝেমধ্যে বাতি জ্বলতে জ্বলতে দুয়েকটা উড়োজাহাজ শব্দ করে চলে যেত।

সুদানে অবস্থানকালীন আমি বেশিরভাগ সময়ই রাতের আঁধারে কোলাহল থেকে মুক্ত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মাঝেমধ্যে দুয়েকটা জন্তুর ডাক ছাড়া তখন চারপাশ একেবারে নীরব থাকতো। বালির মধ্যে শুয়ে থেকে সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি উপভোগ করতাম অজস্র তারকারাজির ঝিকিমিকি আলোর বিচ্ছুরণ। মোজেজ, এলিজাহ, জেরিমিয়াহ, জেসাস, মোহাম্মদ এবং অনেক লোক কেন মরুভূমিতে আসতেন এসব আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো। এত সৌন্দর্যের মাঝে থেকেই তারা সংস্কারপন্থী কাজকর্ম করেছেন পবিত্র শক্তি নিয়ে।

এক সন্ধ্যায় আমরা ভাবছিলাম তৃতীয় গ্রহের কোন প্রাণী দ্বারা আক্রমণের শিকার হতে চলেছি (তৃতীয় গ্রহের প্রাণী বলতে এলিয়েনকে বোঝানো হয়েছে)। ডেকচেয়ারে বসে আমি আর রাবি রেড সির ওপর পড়ন্ত চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখছিলাম। হঠাৎ ম্যাট্টি ক্যাম্পির গানের সুর আমাদের কানে ভেসে এলো (ম্যাট্টি ক্যাম্পি ইসরায়েলে এন্টারটেইনারদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুপরিচিত একটি শব্দ)। আমি বুঝতে পারলাম না ওটা কী গান ছিলো। তবে ইসরায়েল থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে বসে আমরা এটুকু নিশ্চিত হলাম যে ওটা ক্যাম্পিদের সুর।

তাই আমরা উঠে দাঁড়ালাম এবং সুরটার দিকে অনুমান করে এগোতে থাকলাম। আওয়াজটা আসছিলো ভিলেজের ডাইনিং হল থেকে। আমরা কাছাকাছি এসে দেখি আমাদের স্থানীয় ক্রু হাসান মাটির ওপর একটা রেডিও স্থাপন করে ম্যাট্টি ক্যাম্পির গান শুনছে এবং মদ গিলছে। তার মদের আয়োজন যেকোনো ইউরোপীয়দের আয়োজনকে হার

মানাবে। কাঠ আর খড়কুটো দিয়ে তৈরি আগুনে চারপাশটা ঈষৎ আলোকিত।

'স্বাগতম।' আমাদেরকে হেসে যোগদান করার আমন্ত্রণ জানালো হাসান। আমরাও আনন্দের সহিত রাজি হলাম।

'সুন্দর গান। কী গান এটা?' আমরা কৌতূহলি হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি জানি না।' আরবিতে আমাদেরকে বললো হাসান। তার চোখ সরু হয়ে আছে। 'হতে পারে ইউনানি।' খার্তুম থেকে আসা হাসানের এই কথার ইংরেজি তর্জমা হচ্ছে- 'গ্রীক, গ্রীক সঙ্গীত।'

আমি রেডিওটার দিকে তাকালাম। এটার ডায়ালটি একেবারে নিচের দিকে অবস্থিত। গানটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ইসরায়েলিয় চ্যানেল থ্রির মহিলা ঘোষক সেখানকার পশলা বৃষ্টির বর্ণনা দিতে লাগলেন।

'ইউনানি।' আলি বারবার শব্দটি উচ্চারণ করতে লাগলো যেন, সে একটা মন্ত্র পড়ছে। 'সবচেয়ে উত্তম সঙ্গীত।' আরবিতে বললো সে।

এক সপ্তাহ ভিলেজে বসবাসের পর, আলি এবং আমি পোর্ট সুদানে রওনা হই মুদি দোকানে জিনিসপত্র কেনার জন্য। ড্যানির ফেলে যাওয়া একটা ট্রাকে করে ভারতীয় এক বন্ধুর দোকান হতে আমরা মালামাল কিনলাম। প্রকৃতপক্ষেই আলী ছিলো দক্ষ একজন ড্রাইভার। রাস্তার গর্তগুলোতে গাড়ি কীভাবে নামাতে হয় এবং কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় এসব খুব ভালো করেই জানতো সে। এছাড়াও ওই ভ্রমণ বেশ আনন্দদায়ক ছিলো। ট্রাকের ক্যাসেট প্লেয়ারের গানের সাথে সাথে আলি নিজেও তার সর্বোচ্চ গলা ছেড়ে গান গাইছিলো।

এরপর থেকে হলিডে ভিলেজে আর পানির সমস্যাও রইলো না। দেখা গেলো আমাদের হলিডে ভিলেজের একটু বাইরের দিকেই অনেকগুলো ঝর্ণা তৈরি হয়েছে, যেগুলো থেকে পরিষ্কার পানি পাওয়া সম্ভব। আমি সময় করে ওগুলোর পরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। অল্পকিছু সুদানি পাউন্ডের বিনিময়ে তার সাথে দৈনিক পাঁচ হাজার লিটার পানির ব্যবস্থা করলাম।

এরপর আমাদের একমাত্র সমস্যা ছিলো জ্বালানি এবং জেনারেটরের। আমরা শেল রেফাইনির দোকানে গেলাম। আমাদের আগেই ওখানে অনেকগুলো ট্যাঙ্কার ট্রাক এই সেবা গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। আমি ইউরোপীয় লোক বুঝতে পেরে দ্বাররক্ষক কোনোরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস এবং কাগজপত্র না দেখেই মেইন গেইট খুলে দিলো।

অফিসের ভেতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বসা। ভদ্রলোকের মতো দেখতে এই ব্যক্তির চোখদুটো জাপানে তৈরি এয়ারকন্ডিশনারের নিচে বসেও পিটপিট করছিলো। সম্ভবত তা বাইরে থেকে আসা রোদের কারণে। তিনি যথাসম্ভব বিনয় দেখালেন আমাদের প্রতি। আমাকে হুইস্কির গ্লাস গছিয়ে অনুরোধ জানিয়েই নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। দ্বিতীয় গ্লাস ছইস্কি শেষ হওয়ার পর তার প্রশ্নগুলো আরো বিশেষ হতে থাকলো, আমি যথাসম্ভব ছোট্ট করে প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিলাম।

জ্বালানির প্রশ্নে এসে, আমি আফ্রিকা সম্পর্কে আরো একটা বিষয় শিখলাম। 'আমার কোনো জ্বালানি সমস্যা নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণ দাম দিয়ে তোমার যত ইচ্ছে তেল তুমি নিতে পারো। কারণ সরকার ব্যাঙ্কে টাকা স্টক করতে চায়। আর তেল থেকে প্রাপ্ত ব্যাপক ট্যাক্সেই কাজটা করা সম্ভব।' এ বিষয়টি জানা হলো আমার। কিন্তু তারা আমার জন্য যে দাম নির্ধারণ করে দিলো, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই আমি তাদেরকে বোঝালাম যে আমাদের ট্যাঙ্ক একবারে খালি। কিন্তু আপনার মতো বন্ধুর কাছে আমি সবসময়ই কয়েক শত লিটার তেল কিনবো।

অতঃপর তিনি আমাকে একটা ডকুমেন্টস দেখালেন, যেখানে এরোজ হলিডে ভিলেজের কয়েক বছরের তেলের সমস্যা কাটানোর জন্য কী পরিমাণ তেল লাগতে পারে তা উল্লেখ ছিলো।

সন্তুষ্ট চিত্তে আমি ওখান থেকে তেল নিয়ে ফিরে এলাম। এবং এখানকার জীবনের সাথে এমনভাবে মিশে গেলাম যে একসময় সুদানি ইহুদিদেরকে উদ্ধারের কথা প্রায় ভুলেই গেলাম- যাদের জীবন কিনা সংকটের মধ্যে ছিলো।

▣

এটা ছিলো একটা উপত্যকার খুব কাছে। আমি গায়ে কয়েকটা কাপড় জড়িয়েছিলাম। তবুও জানুয়ারি মাসের শীতের রাতে কাঁপুনি থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছিলাম না। তার ওপর আমি অন্য মানুষের ভয়ে একটু কাঁপছিলাম। রাবি বিড়বিড় করে আমাকে বললো, 'কোথায় তারা?'

এই 'তারা' হচ্ছে তাহাওয়ার সকল ইহুদি শরণার্থীরা, তাহাওয়া হচ্ছে ওখানকার সবচেয়ে বড় ইহুদি শরণার্থী কেন্দ্র। তাহাওয়ায় প্রবাহিত বাতাসে অনেকটা আফ্রিকান আফ্রিকান সুবাস রয়েছে। শতশত বনফায়ারে গম দিয়ে তৈরি খাদ্যের ধোঁয়া উড়ছিলো আকাশে বাতাসে।

আমাদের পরবর্তী মিটিং প্লেস হিসেবে ধরা হয়েছিলো গেদারেফের নিকটবর্তী একটা উপত্যকায়। যেখানে ড্যানি সকল ব্যবস্থা করে

রেখেছিলো ইহুদিদেরকে ট্রাকে তোলার জন্য। ওখানে বেশকিছু ইসরায়েলি লোকও ছিলো ধার করা পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে।

শোমো পোমেরেঞ্জ, আমি মনে করতে পারছি, যে কিনা আমাদেরকে হিলটনের পার্কিং লটে টয়োটা ট্রাক সরবরাহ করেছিলো সেও আমাদের সাথে সাক্ষাৎ এ ছিলো সবাইকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ইংরেজির ওপর পোমেরেঞ্জের বেশ দখল ছিলো। উত্তর আমেরিকান ধাঁচে সে ইংরেজি বলতে পারতো। গাড়ি নিতে আর আনতে তার বেশ আনন্দ লাগছিলো। সবসময়ই তার হাত মেখে থাকতো কালো তেলে।

'সত্যিই কি এটা ইহুদিদেরকে সরিয়ে নেওয়ার অভিযান?' বিস্ময়কর এই প্রশ্ন এলো শুমুলিকের মুখ থেকে অভিযান চলাকালীন দুশ্চিন্তার এক মুহূর্তে। শুমুলিক দেখতে শুনতে লম্বা চওড়া একজন ব্যক্তি। কালো চুল, কোকড়ানো। সম্ভবত তার জন্মই হয়েছে সমুদ্রের জন্য। রেড সির মাছগুলোর ব্যাপারে তার অগাধ জানাশোনা আছে। সে ছিলো দুর্দান্ত একজন ডাইভার। তাকে ১৯৮১ সালে নিয়োগ দেওয়া হয়। তার বিয়ের পর, যখন তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। এজেন্সিকে কাজের বিপরীতে সে এই ঠুনকো অজুহাত দেয়। ফলে কাজটি আর সম্পন্ন হয়নি। তবে এসব কিছুই তার একজন চমৎকার ব্যক্তিত্ব এবং অমায়িক আচরণের ইতি টানেনি।

১৯৮২ সালে ড্যানি আবার অভিযান শুরু করার কথা ভাবলে তাকে আবার ডাকা হয়। ঠিক এ কারণেই আজকে আমরা একই ট্রাকে বসে আছি কনকনে ঠান্ডায়।

শুমুলিকের প্রশ্ন শুনে আমি না হেসে পারলাম না। একটা লোক এতদূর এসেছে, নকল পাসপোর্ট ব্যবহার করে, স্ত্রীকে বাড়িতে একা রেখে, নিজের জীবন বিপন্ন হবার মতো পরিবেশে, অথচ সে জানে না কোন কাজ করার জন্য এসেছে।

তাই আমি চুপ করে রইলাম। আপাতত সে এটাই জানুক যে আমরা সবাই মিশনের কর্মচারী মাত্র। যদি পুরো অভিযান ভালোভাবে শেষ হয় তাহলে তাকে জানানো হবে যে পুরো অভিযানের মূলে কোন ব্যক্তি রয়েছে।

'কীভাবে ওখানকার লোকদেরকে বুঝ দেবে যে এই কনকনে শীতের মাঝে একদল লোক নিজেদের জীবন বিপন্ন করে ট্রাকে করে পানির জেরি ক্যান এবং তেলের ড্রাম নিয়ে ইথিওপিয়ান বর্ডারের কয়েক কিলোমিটার কাছে কেন যাচ্ছি।' নরম সুরে বললো পোমেরেঞ্জ।

'সমস্যা কোথায়?' আমি মজা করে বললাম। 'আমি তাদেরকে বলবো আমরা হলিক্রস হাসপাতালের একটা সুইডিশ নার্সের খোঁজে গিয়েছিলাম, যার সাথে আমি রাত কাটিয়েছিলাম।'

'ব্যাপক বিনোদন।' বললো মার্সেল। 'বিশ্বাস করো এই অভিযানে সুইস চেজের চেয়েও ভালো ফাঁদের গল্প আছে আমার কাছে।'

যাইহোক, ঠিক করা হলো হলিডে ভিলেজের লোকজনের কাছে আমরা সুইডিশ মেয়ের সাথে ডেট করার গল্প বলবো, যদি তারা উৎকণ্ঠায় ভোগে যে আমরা কোথায় গিয়েছিলাম। হাসান, আলি এবং তার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই অবহিত আছে যে ইউরোপীয়রা একটু দুরন্ত ধরণের হয়। তাদের বিশ্বাস করানোর জন্য আমাদের হাতে কেবল সুইডিশ নারীর গল্পটাই আছে।

কে জানে আমাদের ডেডিকেটেড কর্মচারীরা আমাদের সাথে নেওয়া পানিভর্তি জেরি ক্যানগুলো নিয়ে কী ভাববে। তারা হয়তো ভাববে সুইডিশ অগ্নিনারীর সাথে কামবাসনায় যাওয়ার পূর্বে মরুভূমিতে এসব গোসল করার জন্য লাগবে। আর কী ভাববে কেউ জানি না। এমনও হতে পারে সময়ের ফেরে আমাদের এই গল্প তাদের কাছে মিথ্যা বলে মনে হতে পারে। তবে আমার মনে হয় না তারা যে পরিমাণ স্যালারি আর খাবার পায়, সেসবের পর আর মুখ খুলবে।

সত্যি বলতে, আমি নিজেও ভাবিনি আমাদের পরিকল্পনা কাজ করবে। আমাদের অমন জীর্ণ যানবাহনগুলো- যেগুলো কিনা ইসরায়েলে রাস্তায় চলার পরীক্ষাও পাশ করতে পারবে না এমনকি ঘুষ দিয়েও- সেগুলো নিয়ে কতটা সফল হওয়া যাবে সেটা ছিলো একটা সংশয়ের ব্যাপার বটে। ড্যানি একটা টয়োটা পিকআপ ট্রাক চালাচ্ছিলো, মারসেল আরেকটা টয়োটা পিকআপ ট্রাক চালাচ্ছিলো, যেটা কিনা পথে আমাদেরকে প্রচণ্ড ঝামেলায় ফেলেছিলো।

রাবি, শুমুলিক, পোমেরেঞ্জ এবং আমি দুটো ট্রাক নিয়ে ছুটছিলাম। একটা ছিলো আমেরিকায় তৈরি, আরেকটা জাপানির হিনো কোম্পানির। ট্রাকগুলো সুদানি স্টাইলে মোডিফাই করা হয়েছিলো। পেছনের দিকে দুটো বড়সড় চাকা এবং ওপরে বিশাল কার্গো বক্স। ড্রাইভারের কেবিন সরিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে কাঠের তৈরি সিট, যেখানে একসাথে চার থেকে ছয়জন বসতে পারতো। তবে কোনো দরজা ছিলো না। দরজার না থাকায় গেদারেফের রাতের বেলায় কনকনে হাওয়ার তোরজোর সহ্য করতে হয়েছিলো। এমন একটা জায়গায় বসে সিগারেট পর্যন্ত খাওয়া দায়। তারই ভয়াবহ ফলাফল হলো যখন সিগারেট ধরালাম আমি।

বাতাসে উড়ে গিয়ে সিটের ওপর পরে সাথে সাথে আগুন ধরে গেলো। আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে আগুন নেভাতে সচেষ্ট হলাম। তারপর মাথার মধ্যে সুদানিদের মতো একটা স্কার্ফ পরে নিলাম। শীতে ফ্রিজিং করা মাছের মতো লাগছিলো নিজেকে। ড্যানি যখন আমার ট্রাকে এসেছিলো কী হয়েছে জানার জন্য, আমি তখন তাকে নিজের বানানো আবোলতাবোল একটা ছড়া শুনিয়েছিলাম- 'কাসালার দূরত্বের পথে, আমি যেন শীতে জমে যাচ্ছি, কবে ফেরাবে এই পথ।'

আমাদের কপাল ভালো ছিলো। এর আগে আমরা জ্বালানি নিতে গিয়ে শার্টে কিছু তেল লেগে গিয়েছিলো। যদি আগুন কোনোরকম আমাদের শরীরে লাগতো তাহলে মারাত্মক কিছু হতে পারতো। একমাত্র ভালো গ্যাস স্টেশন গেদারেফ থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার দূরের শহরে ছিলো, এটা জানার পর আমরা আমাদের সাথে তেল নিয়ে নিয়েছিলাম। যাত্রাপথে একটা গ্রামে গাড়ি থামিয়ে তেল ভরে নিলাম।

পেট ক্ষুধায় চোঁ চোঁ করছিলো। গ্রাম থেকে কতগুলো বিস্কুট এবং শক্ত রুটি নিয়ে পুনরায় রওনা হলাম। প্রায় দুইদিন আমাদেরকে কাটাতে হলো রাস্তায়। শরীরও বেশ ক্লান্ত লাগছিলো। হেডকোয়ার্টার থেকে প্রাপ্ত কোনো নির্দেশ ছাড়া আমরা থামতেও পারবো না। ঠিকমতো হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছিলো না। 'এই সমস্যা কেবল এখানকার গরম আবহাওয়ার জন্য হচ্ছে।' আমাদের একজন স্বেচ্ছাসেবী বলেছিলো। 'ওই বছরটাই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বাজে বছর ছিলো।' এই কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

তৃতীয় দিন ড্যানি আমাদেরকে জানালো যে আর সামনে যাওয়া অসম্ভব। 'আমাদের খার্তুমের হেডকোয়ার্টারে উরির কী হয়েছে আমার জানা নেই। সম্ভবত নৌবাহিনীর সমস্যা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এটা ঠিক না হবে আমরা স্থগিত রাখবো সব। আপাতত আমরা গেদারেফের সরকারি গেস্টহাউসে উঠবো।' বললো সে।

মহাসড়ক ছেড়ে আমরা গেদারেফে ঢুকলাম। ডান এবং বামে ওপরে টিনের চাল দিয়ে অসংখ্য ছনের কুটির নির্মিত হয়েছে। ওগুলো আসলে প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সেখানে কিছু ইহুদিও ছিলো এটা আমরা জানতাম না। তাদের সাথে আমি যখন কথাবার্তা বলছিলাম তারা দেশে ফিরে যাবার কথাটা শুনে বিস্মিত হয়েছিলো। আমরা যারা তাদেরকে সাহায্য করার জন্য গিয়েছিলাম তখনো বুঝতে পারিনি এই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হবে।

গেদারেফের বেশিরভাগ ঘরবাড়িই ছোট ছোট এবং দুইতলা বিশিষ্ট। ধুলোবালিতে পরিপূর্ণ রাস্তার আশেপাশে ছোটো ছোটো দোকান। ওগুলো আসলে কেনাকাটার সবচেয়ে নিম্নমানের স্থান। পুরো শহরে কয়েক লাখ লোকের বসবাস হলেও শহরে নেই ভালো একটি মার্কেট, রেস্টুরেন্ট এবং গ্যাস স্টেশন। আছে কেবল ধুলোবালিময় রাস্তা, দারিদ্র্যতা, মশা-মাছি এবং পুলিশের লক্ষণীয় উপস্থিতি।

সরকারি গেস্টহাউজটি মিলিটারি ক্যাম্পের মাঝখানে অবস্থিত। গেটের কাছে দুটো ট্রাকের ব্রেক কষার শব্দ শুনে ঘুমন্ত সেন্ট্রি হকচকিয়ে জেগে উঠলো। তারপর সামনে থাকা ধুলোবালিমাখা বড় বড় ট্রাক এবং সাদা ইউরোপীয়দের ধুলোমাখা মুখের দিকে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো।

'আমরা টুরিস্ট মিনিস্ট্রির কর্মচারী।' বলেই ড্যানি লোকটাকে কাগজপত্র দেখালো। সেন্ট্রি গেস্টহাউজের ম্যানেজারকে ডাকলেন। ম্যানেজার তড়িঘড়ি করে গেইটের দিকে আসলেন। কাগজপত্র সব পরীক্ষা করার পর উনি ড্যানিকে স্যালুট জানালেন এবং সেন্ট্রিকে বললেন গেট খুলে দিতে। আমরা ট্রাকসহ ভেতরে প্রবেশ করলাম।

গেদারেফের এই সরকারি গেস্টহাউজটি আসলে টিনের তৈরি কুটির ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। এটার না আছে দরজা, না জানালা। কেবল চারটা দেওয়াল রয়েছে। ভেতরে লোহার ফ্রেমের খাটে বিছানা এবং বিবর্ণ ম্যাট্রেস। যাইহোক, অন্তত ছাদ এবং দেওয়াল অবশিষ্ট ছিলো। আর অল্প কিছু পেনির বিনিময়ে চা কেনারও সুবিধা ছিলো।

অতিবিরক্ত হয়ে অবশেষে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। বারান্দায় ডেকচেয়ারে চল্লিশোর্ধ্ব এক ইউরোপীয় লোককে বসা দেখতে পেলাম। সম্ভবত লোকটা সুদান ছাড়তে ব্যর্থ হয়েছে ১৯৫৬ সালে, যখন ব্রিটিশ পতাকা এদেশ হতে অবনমিত করা হয়। তামাক খেতে খেতে লোকটা আমাদের সাথে ব্রিটিশ একসেন্টে কথা বলে অভ্যর্থনা জানালো।

ড্যানি, মারসেল এবং আমি লোকটার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। ডক্টর পোমেরেঞ্জ তাকে এড়িয়ে যেতে চাইলো। কিন্তু যখনই আমরা লোকটিকে চিনতে পারলাম যে উনি আমাদেরই লোক, আমরা উচ্চশব্দে হেসে উঠলাম। তবে এরপর থেকে আমরা যে তাকে চিনি এটা যেন কেউ জানতে না পারে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হলাম।

ইহুদি ক্যাম্পের সাথে বিভিন্ন এক্টিভিটিস্ট এবং ইথিওপিয়ান ইহুদিদের সাহায্য নিয়ে আমাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার পুরো দায়িত্ব ছিলো উরির ওপর। আমি জানি না ওইসব তরুণদেরকে কীভাবে প্রশংসা করবো যারা কিনা নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে রেখে

ইহুদিদের ক্যাম্পে কাজ করে যাচ্ছিলো এবং নিরাপত্তা পুলিশের চোখ এড়িয়ে আমাদেরকে তথ্য দিচ্ছিলো। তাদের কাজ ছিলো ক্যাম্পের মধ্যে ইহুদিদেরকে সনাক্ত করা এবং উরির মাধ্যমে তাদের হাতে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া। টাকার এই পরিমাণটা খুবই ভালো ছিলো- সুতরাং অন্য কিছু শরণার্থী যারা কিনা তাদের মাঝে ইহুদি থাকার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিলো না, তাদের কাছে সন্দেহজনক মনে হলেও- সবাইকে তা ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিলো। এসকল এক্টিভিটিস্ট, যাদেরকে আমরা 'কমিটি ম্যান' বলতাম, তাদের সমন্বয়ে ওখানে একদল লোকে পরিণত হয়েছিলো তারা। নিজেদের নাম দিয়েছিলো 'দ্য কমিটি'।

এভাবে উরি ছিলো অভিযানে আমাদের চাবিকাঠি স্বরূপ। আমরা যেকোনো মূল্যে উরির কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হতাশায়, তার কাছে যাবার পরিবর্তে গেস্টহাউজে আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু ভাগ্যের কী খেলা! উরি এখানে এই ব্যালকনিতে বসে আছে কতগুলো সুদানি অফিসার এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে, যেন এটা একটা বৈঠকখানা। ব্যালকনিতে বসা লোকটাই হচ্ছে উরি। এটা আরেকটা নিদর্শন যে ওপরওয়ালাও আমাদের মিশনের সফলতা চান।

আমরা দ্রুতই ম্যানেজারের সাথে আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকা রুমে চলে গেলাম এবং গোসল সেরে নিলাম। ধুলোমাখা ক্লান্ত শরীরে পানির ছোঁয়া পেতেই খুব ভালো লাগলো। ওদিকে বারান্দায় উরির সাথে বসে ড্যানি কয়েক মিনিটের গোপন আলোচনা সেরে নিলো। ঠিক করে নিলো আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা। এখন একমাত্র সমস্যা যা রয়ে গেলো তা হচ্ছে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করা।

'বাইরের কোনো স্থান থেকে কল করলে ভালো হবে।' আমি ড্যানিকে বললাম। আমরা নিজেদের সাথে ক্যামোফ্লেজ রেডিও নিলাম এবং এমন এক জায়গায় গেলাম, যেটা আসলে একটা মিলিটারি ক্যাম্পের আদলে টয়লেটের জন্য ব্যবহৃত হয়। এরপর কোনোরকমে তার সংযোগ করে বাটন অন করে সরাসরি বার্তা প্রেরণ করলাম, 'সরকারি গেস্টহাউজ গেদারেফের টয়লেট থেকে সরাসরি বলছি।' তেল আবিবে বার্তাটি সুন্দরভাবে পৌছে গিয়েছিলো।

ওই রাতে আমরা কোনোরকমে ঘুমালাম। সকালবেলা ঐতিহ্যবাহী চা খাওয়ার পরে উরিসহ গেস্টহাউজের সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, যে কিনা আগেই বেলকনিতে বসে পাইপ টানছিলো। ম্যানেজারের হাসিটা ছিলো সবচেয়ে প্রশস্ত। কারণ আমাদেরকে অতটুকু থাকতে দেওয়ার জন্য

সৌভাগ্যবশত তিনি সুদানি বারো পাউন্ড পেয়েছেন- যার পুরোটায় নিজের পকেটে ঢুকবে।

অভিযান শুরুর আর কয়েক ঘন্টা বাকি ছিলো। আমরা দিনটা কাটালাম গেদারেফের কাছে একটা ছোট্ট জলাধারের কাছে। এটা সত্য যে আমরা খুবই ভালো অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমি তখনও ভাবছিলাম অভিযানের নামটি হতে পারে 'আকস্মিক বিপর্যয়'। এতটাই চিন্তা লাগছিলো যে ড্যানির উচ্ছ্বাসও কোনো কাজে আসলো না। অভিযানের পরিকল্পনাগুলো ছিলো খুবই সহজ, কিন্তু ব্যাপক ঝুঁকিপূর্ণ। আমাদের যানবাহনগুলোর বাজে হাল হয়ে গিয়েছিলো। আমাদের হাতে যথেষ্ট তেল ছিলো না, না ছিলো অতিরিক্ত টায়ার। যদি কোনো বিপর্যয় আসে তাহলে রীতিমতো বিপদে পড়তে হবে।

'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমি বলছি ঠিক হয়ে যাবে সব।' বারবার বলছিলো ড্যানি।

ব্যক্তিগতভাবে আমি 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে' এমন স্টাইলের কথাবার্তা পছন্দ করি না। এমন না যে আমি অভিযানের পরিকল্পনার সাথে একমত নই, কিন্তু আমি অভিযান সংক্রান্ত বিষয়ে এহেন কথাবার্তা বলার চেয়ে বরং সকল বিষয়ে প্রস্তুত থাকার বিষয়টিই বেশি পছন্দ করি।

কিন্তু একটা সত্য বলতে হবে, সুদানে থাকা সকল বিষয়ে আমি 'সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে' বলা কথাগুলো আসলেই কাজে দিয়েছে, এমনটাই খেয়াল করেছি।

সত্যি বলতে, এসব কথা বলে ড্যানি সবাইকে আশ্বস্ত করল সূর্যাস্তের পর অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য। ফেরেড কমিটি ম্যানদের নিয়ে আগেভাগেই ওখানে অবস্থান নিয়েছিলো ড্যানির নির্দেশনার অপেক্ষায়।

পরিকল্পনাটি ছিলো একেবারে সোজা। ড্যানি, উরি এবং ফেরেড কমিটি ম্যানদের সাথে রাতের আঁধারে মিলিত হয়ে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানাবে। যেকোনো প্রকার তথ্য ফাঁস ঠেকাতে ইহুদিদের কোনো আগাম সতর্কতা দেওয়া হয়নি। তারা রাতের আঁধারে ওভেন জ্বালিয়ে রেখে কম্বল বা গামছায় করে অল্পবিস্তর প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে চুপি চুপি কুটির থেকে বেরিয়ে পরবে, যাতে ধরা না পড়ে। এভাবে কমিটি ম্যানদের সহযোগিতায় একের পর এক ইহুদি পরিবার রাতের আঁধারে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসবে।

আমরা সন্ধ্যা হবার সাথে সাথেই বেরিয়ে পড়লাম। শরণার্থী ভাইদের সাথে মিলিত হবার স্থানে পৌছে গেলাম অল্প সময়েই। তারপর রাতের আঁধারে অপেক্ষা করতে থাকলাম আমাদের ট্রাকের পাশে দাঁড়িয়ে, লম্বা

ভ্রমণে শরণার্থীদেরকে নিয়ে পালাবার জন্য। কয়েকশো মিটার দূরে একটি ট্রাকের আনাগোনা এবং পুলিশ প্রহরার গাড়ির নীল রঙের আলো দেখা গেলো।

এসব দেখে রীতিমতো আমরা ভড়কে গেলাম। ভাবলাম, পুলিশরা আমাদের সম্পর্কে তথ্য পেয়ে ক্যাম্পের সবাইকে আটক করলো নাকি? আমরা নিশ্চয়ই তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না নিরস্ত্র অবস্থায় এবং বহু বছরের জন্য জেলেও যেতে চাইবো না। এমন কিছু হলে আমরা অবশ্যই দৌড়ে নিজেদের জান নিয়ে পালাবো।

কিন্তু তেমন কিছুই ঘটলো না। গাড়িগুলো চলে গেলো। তারপর সব আবার নীরব। এই নীরবতায় রাতের পরিচিত শব্দ শুনতে পেলাম আমরা: নিশাচর পাখির ডাক, শাঁই করে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলা ট্রাকের হর্নের শব্দ এবং ভয়ার্ত শিকারি প্রাণীর আওয়াজ। খানিকবাদে একজোড়া হেডলাইটের আলো ফেলে একটা ট্রাক চলে গেলো রাস্তা দিয়ে। ঠিক এরপরই আমরা চাঁদের আলোয় ড্যানির টয়োটা গাড়িটিকে চিনতে পারলাম। মারসেল তার ঘড়ির দিকে তাকালো। 'এখনই সময়। আর এক মিনিটের মধ্যেই আমার ভাইসকল এখানে এসে হাজির হবে।'

আমাদের কাঁপুনি মূলত শীতের জন্যই হচ্ছিলো, কিন্তু দুশ্চিন্তা সেটাকে আরো বাড়িয়ে দিলো।

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আমি কমিটি ম্যানদের সাথে আলোচনা করেছি। তারা ক্যাম্প থেকে ইহুদিদেরকে প্রস্থানের ব্যাপারে সহায়তা করবে।' গাড়ি থেকে নেমেই ঘোষণা দিলো ড্যানি। আমরা আমাদের গাড়িগুলো চেক করতে লাগলাম, তার আগেই আমাদের মধ্যকার নিকোটিন আসক্ত ড্যানি আরেকটা সিগারেট জ্বালালো।

অনেকক্ষণ বাদে একটা ধারালো হুইশেলে নীরবতা ভাঙলো। আমরা যখন অপেক্ষা করছিলাম, হঠাৎ হরর ফিল্মের ভূতদের মতো শত শত লোক উপত্যকার ধারে আসতে লাগলো। আমরা অবাক হয়ে গেলাম। কমিটি ম্যানদের সহায়তায় সকলে উপত্যকার একপাশে এসে জড়িত হলো। এবং তারা সকলেই যথাসম্ভব চুপচাপ রইলো কমিটি ম্যানদের হুইশেলের বদৌলতে। তাদের মধ্যে ছিলো বৃদ্ধ লোক, মহিলা, ছোট ছোট বাচ্চা এবং একেবারে শিশুরাও। তাদের কোনো আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম না, কেবল লক্ষ্য করছিলাম ট্রাকে ওঠার দৃশ্য।

ঘটনার এক বছর পর, আমি তেলআবিবে একজন সিনিয়র আর্মি অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি এর আগে কয়েকটা অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। 'গ্যাডি, একটা কথা আমি তোমাকে বলতে

চাই- ইথিওপিয়ানরা জন্মগতভাবেই সৈনিক।' আনন্দসহকারে বললেন তিনি। 'কি সৈনিকোচিত আচরণ! কি দক্ষতা! আমার ব্যাটালিয়নে দশজনের মত ইথিওপিয়ান সৈন্য রয়েছে এবং আমি আরো ইথিওপিয়ান যুক্ত করতে চাই। যখন তারা রাতে টার্গেটের কাছাকাছি হয়, তখন আমি তাদেরকে দেখতে অথবা শুনতে পাই না, যতক্ষণ না তারা হাসে। কারণ একমাত্র তাদের সাদা দাঁত তাদের উপস্থিতি জানান দেয়।'

আমি বুঝতে পারলাম তিনি কেন এ কথা বলেছিলেন।

কয়েক মিনিটের মতো লেগে গেলো সকলে উঠতে উঠতে। আমাদের অনুমানে, প্রত্যেকটা ট্রাকে প্রায় একশোর মতো ইহুদি উঠেছিলো এবং টয়োটার ওপরের বক্সে উঠেছিলো বিশজন। এরপর আমরা শক্ত করে সাইডের বেড়ি লাগিয়ে দিলাম যাতে বাইরে থেকে কিচ্ছু দেখা না যায়।

কমিটি ম্যানরাও ট্রাকে উঠলো এবং তাদেরকে নির্দেশনা দিতে লাগলো- 'আপনারা এখন একটি লম্বা ভ্রমণ শুরু করতে যাচ্ছেন। আপনাদের পেছনে পুলিশ রয়েছে। তাই যথাসম্ভব চুপচাপ থেকে নিজেদেরকে আড়াল করবেন। এমনকি গাড়ি থামলেও মায়েরা বাচ্চাদেরকে কান্না থেকে বিরত রাখবেন। কারণ গাড়ি মূলত পুলিশের ব্যারিকেড দেখেই থামবে। আর গাড়ি থেকে আপনারা নামবেনও ড্যানি অথবা তার সহযোগীদের কথামতো। যদি পুলিশ আপনাদেরকে ধরে ফেলে, তাহলে বলবেন- আমরা ইথিওপিয়ান শরণার্থী। পোর্ট সুদানে কাজ করার জন্য যাচ্ছি। যদি প্রচণ্ড চাপ দেয়, তবুও মুখ খুলবেন না। আর আপনারা যে ইহুদি এটা যেন তারা কোনোভাবেই না জানতে পারে।'

তারপর এক্টিভিটিস্টরা গাড়ি থেকে নেমে গেলো। বাকি শরণার্থী যারা ছিলো, ট্রাকে যাদের জায়গা হয়নি, তাদেরকে নিয়ে ক্যাম্পের দিকে চলে যাওয়ার আগে হিব্রু ভাষায় বললো, 'জেরুসালেমে দেখা হবে।' এরপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। আর দেখা গেলো না।

আমরা গাড়ি স্টার্ট করলাম। হেডলাইট বন্ধ করে মহাসড়কের দিকে রওনা হলাম। মহাসড়কে পৌঁছে চারদিকে একটু খেয়াল করে- রাস্তা ক্লিয়ার জানার পর- হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলাম। গাড়ি ছোটালাম রেড সি অভিমুখে লম্বা যাত্রার জন্য।

দারুণ এক যাত্রা ছিলো এটি। গেদারেফের রাস্তার হাল বেশ ভালো ছিলো। যদিও আমরা ভেবেছিলাম রাস্তায় বিশাল সাইজের পাথরগুলো আমাদের সামনে পড়বে, কিন্তু তেমন কিছুই হয়নি। সুদানে হেডলাইটের আলো কমিয়ে গাড়ি চালানোটা অদ্ভুত ব্যাপার বলে বিবেচিত। আমাদের

গাড়ির হেডলাইট মৃদু আলো নিয়ে জ্বলছিলো। তাই যখনই বড়সড় কোনো ট্রাক আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলো, চোখধাঁধানো আলোতে আমরা প্রায় অন্ধকার দেখছিলাম।

টয়োটা লেডেনে করে ড্যানি কোনো যাত্রী না নেওয়ায়, এটা তাকে সবচেয়ে ফুল স্পিডে গাড়ি চালাতে সাহায্য করছিলো। ড্যানির পরের গাড়িতে মারসেল প্রায় বারোজন ইহুদি বহন করছিলো। সবমিলিয়ে শখানেক ইহুদিকে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে বারবার পড়তে হয়েছে চেকপোস্টের পুলিশদের সামনে। তবে সেসব খুব ভালোভাবেই উৎরে গিয়েছিলাম আগাম সতর্কতার জন্য। প্রত্যেকবার চেকপোস্টে ড্যানি 'চেকপয়েন্ট মনিটর' হিসেবে কাজ করেছিলো। বেশিরভাগ চেকপোস্টগুলোই সাজানো ছিলো রাস্তায় বড়সড় ড্রাম ফেলে, সেখানে অবস্থান করতো ঘুমে জর্জরিত বড়জোর এক থেকে দুইজন পুলিশ। ড্যানি চেকপয়েন্ট থেকে এক কিলোমিটার দূরে গিয়ে কন্ট্রোল পয়েন্টের দিকে রওনা হতো। তারপর গাড়ি থেকে নেমে সৈনিকদের হাতে তুলে দিত সিগারেট। বলতো, ফ্রেঞ্চ রুটি নিয়ে যাচ্ছি আমরা। প্রমাণস্বরূপ কিছু বাক্স খুলে অফিসারদেরকে দেখাতো। ফলে তারা বিশ্বাস করতো। তারপর ভদ্রতার সাথে বেশকিছু আলাপসালাপ সারার পর, আবহাওয়া সম্পর্কে নসিহত করে ছেড়ে দিত গাড়ি। এই ছিলো আমাদের সহজ পদ্ধতি। বেশি জটিল না হলেও, কাজে দিয়েছিলো খুব।

'কিন্তু তখন আমরা কী করতাম যদি আমাদেরকে তারা থামিয়ে দিত?' একবার ব্রিফিংকালে ড্যানিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে সে বলেছিলো, 'যদি সৈনিকেরা কেবল কাগজপত্র দেখতে চাইতো, তাও জটিল কোনো বিষয় ছিলো না। কিন্তু তারা যদি আমাদেরকে থামিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে ভেতরে কী ছিলো তা দেখতে চাইতো, তাহলে নিশ্চয়ই এক্সিলেটর চেপে অদৃশ্য হয়ে যেতাম। পুলিশ কিছু করার আগেই চলে যেতাম বহুদূর।'

'কিন্তু তারা যদি জিপে করে আমাদের পিছু নেওয়া শুরু করতো, তখন আমরা কী করতাম?'

'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যেত জিপ অত সহজে স্টার্ট নিত না। আর যতক্ষণে স্টার্ট নিত ততক্ষণে তুমি বহুদূর চলে যেতে পারতে। তারপরও যদি তারা তোমাকে ধরে ফেলতো তাহলে আমাদের সর্বশেষ ট্রাকটি দিয়ে তাদের জিপকে ধাক্কা দিতাম। আমাদের এমন পরিস্থিতিতে না পড়ার প্রার্থণাই করা উচিত। এতেও কিছু না হলে আমরা সত্যিই ঝামেলায় পরতাম...'

সিগারেট এবং রুটির এই কায়দা বেশ কাজে দিয়েছিলো। আমরা শাওয়াক, কাশিম আল গারবা, আতবারা ব্রিজ, কাসালা, এরোমা, সিনকাত এবং সুয়াকিন সব সুন্দরভাবে পাড়ি দিলাম, কেবল একটা দূর্ঘটনা বাদে। একটা ব্যারিকেডের সামনে আমাদের প্রচণ্ড ০ক্লান্তির ফলে বেহাল গাড়িগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিতে ব্যর্থ হয়ে একটার সাথে আরেকটা ধাক্কা লাগে, ব্রেক নিতে পারায় গুরুতর কিছু হয়নি। ব্যারিকেডে থাকা সৈন্যরা ঘটনার আকস্মিককতায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি আমরা নিজেরাও। কেননা, আমরা একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে ট্রাকের ভেতর থেকে একসাথে অনেকগুলো চিৎকার শুনতে পাবো সবার। কিন্তু তেমন কিছুই হলো না!

প্রথমে আমরা নিচে নামলাম। সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিলাম। ভাবখানা এমন যে ব্যারিকেডে আমাদের এমন ধাক্কাধাক্কির ঘটনার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তারপর গাড়ি পুনরায় স্টার্ট করলাম। প্রায় কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে থামলাম। ঠিক তখনই আমাদের গাড়িতে থাকা ডক্টর শোমো পোমেরেঞ্জ ট্রাকের সাইড বেয়ে ওপরে উঠলো যাত্রীদের হালচাল দেখার জন্য। সবাই ভেবেছিলাম কিছু একটা হয়েছে, নয়তো কেন চিৎকার শোনা গেল না ধাক্কা লাগার পরও? আতঙ্ক নিয়ে পোমেরেঞ্জ নিচে তাকাতেই লক্ষ্য করলো ভয়ার্ত চোখে ছোটবড় সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। বড় একটা নিঃশ্বাস নিলো সে।

'না, কেউই আহত হয়নি।' দলটির প্রধান আমাদেরকে জানালো। ডক্টর শোমো পোমেরেঞ্জ তাদেরকে দ্রুত দেখেশুনে তিনিও একই সমাপ্তি টানলেন, 'সবকিছুই ঠিকঠাক আছে।'

দ্রুতই আমরা গাড়িগুলোও পরীক্ষা করে দেখলাম। কেবল একটা ট্রাকের এক্সিলেটরের পেডেলে সামান্য ক্ষতি ছাড়া আর কিচ্ছু হয়নি। আমরা তৎক্ষণাৎ ট্রাকের সমস্যা সারিয়ে ফের রওনা হলাম। গাড়ি চালাতে থাকলাম পুব আকাশে সূর্যের আনাগোনা না দেখা পর্যন্ত।

রাতের অন্ধকার পেরিয়ে সূর্য উঠলো। ভোর হলো। অবশেষে অনেকক্ষণ গাড়ি চালানো শেষে আমরা ওয়াদি নামক একটি জায়গায় এসে পৌঁছলাম। ক্লান্ত এবং চিন্তিত হয়ে গাড়ি থামিয়ে সাইড ব্যাক খুলে দিলাম। আমাদেরকে দেখে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তারা (ইহুদি শরণার্থী) হাসলো। দেরি না করে আমরা গুণতে শুরু করলাম। অবাক করার মত বিষয়! ছেলে মেয়ে, বুড়ো, শিশু মিলিয়ে ১৭৫ জন! সবাই নামতেই জায়গাটি ভরে গেলো।

তৎক্ষণাৎ আমরা ওয়াদিতে একদিন থাকার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। দলের ছোট ছোট সদস্যদের সাহায্যে সবার মাঝে রুটি, সবজি যা কিছু আমাদের সাথে ছিলো বিতরণ করলাম। তাদেরকে বলা হলো এই স্থান ছেড়ে যেন কোথাও না যায়। কোনো পথিক বা কেউ দেখে ফেললে কয়েক মিনিটের মধ্যে স্থান ত্যাগ করার মতো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হলো। দলটির নেতা সবাইকে বলে দিলেন, 'সবাই বিশ্রাম নিন। কোথাও যাবেন না। আমরা আজ রাতে পুনরায় আমাদের যাত্রা শুরু করবো।'

দুরবর্তী উপত্যকা ওয়াদি সম্ভবত ম্যাপেও যার কোনো অস্তিত্ব নেই সেই জায়গা মানুষ দিয়ে ভরে গেলো। দলের সদস্যরা খুবই খুশি, একে অপরকে জড়িয়ে খুশি বিনিময় করতে লাগলো। তবে ওয়াদিতে কোনো গাছ নেই, যেটার ছায়ায় কোনো একক পরিবার শান্তিতে একটু বসতে পারবে।

সত্যি বলতে এই প্রথমই তাদেরকে (ইহুদি শরণার্থী) ভালোভাবে দেখার সুযোগ হলো। তাদের পরনের কাপড়গুলো ছিলো জরাজীর্ণ ও ময়লা। অধিকাংশ মেয়েরাই ঐতিহ্যবাহী সাদা লম্বা কাপড় পরেছে এবং মাথায় স্কার্ফ। বুড়োরা পরেছে লম্বা আলখেল্লা, হাতে প্রায় সবারই হুক্কা। তরুণরা পরিহিত গতানুগতিক ট্রাউজার এবং জ্যাকেট। সবার পায়েই স্যান্ডেল। কেউ কেউ আবার মোজা ছাড়া শু পরিধান করেছে। বাচ্চারা সবাই বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ছাড়পোকা অথবা কোকাকোলা ব্র্যান্ডের ছাপাঙ্কিত জামাকাপড় পরেছে। সবকিছু দেখার পর আমার মনে একটা প্রশ্ন উদিত হলো, কীভাবে তারা পূর্ব আফ্রিকায় এলো? এই প্রশ্নের জবাব পেলাম না।

একদল বড় মেয়ে এবং মহিলাদেরকে আমরা একটু দূরে পাথরের গা ঘেঁষে বসে থাকতে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলাম। তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই একজন তরুণী উঠে দাঁড়িয়ে জানালো- 'ইথিওপিয়ায় আমাদের ইহুদিদের মাঝে একটা প্রথা চালু আছে। পবিত্রতার কঠোর নিয়ম মানতে গিয়ে মহিলারা সম্প্রদায়ের বাকি মানুষগুলোর কাছ থেকে দূরে থাকে। ব্যাপারটা আপনি ইথিওপিয়ায় গেলে অহরহ দেখতে পাবেন।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বললো মেয়েটা, এমনকি মেয়েটি বুঝতেও পারলো না যে আমরা ইসরায়েলি। উরি, ফেরেড এবং ড্যানি তাদেরকে বললো যে, আমরা তাদেরকে নিরাপদে আপন স্থানে পৌছে দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়েছি। অবশ্য সত্যি বলতে, আমাদের হালও ময়লায় জর্জরিত, উদ্ভট লম্বা লম্বা শেতাঙ্গদের মতো দেখাচ্ছিলো, যাদের হাতে গ্রিজ মাখা। তাই স্বাভাবিকভাবেই অন্যরা আমাদের থেকে দূরে থাকার কথা।

ডক্টর শোমো পোমেরেঞ্জ চলে গেলো সবার কাছে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য। বোঝাই যাচ্ছিলো শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাস্থ্যসেবা অত ভালো ছিলো না। ফলে দলের অনেকেই আফ্রিকার সাধারণ রোগ ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলো। পোমেরেঞ্জ তার কাজ শেষ করে হাতের স্লিভস খুলে ফেললো। তারপর চলে গেলো তার প্রিয় শখের কাজ ট্রাকের ইঞ্জিনে গ্রিজ দিতে এবং তেল ভরতে।

সারাটা দিন আমরা গাড়ির কাজ, বিশ্রাম এবং ইথিওপিয়ান শিশুদের সাথে খেলাধুলা করে কাটালাম। অত লোমহর্ষক যাত্রার পড়েও শিশুরা তাদের শিশুসুলভ আচরণ বজায় রেখেছিলো। হেলেদুলে খেলছিলো। আমি ইথিওপিয়ান শিশুদের মাঝে অন্যরকম হাসি দেখতে পেয়েছিলাম সেই প্রথমবার, একবারে পবিত্র সেই হাসি।

বছরের পর বছর সুদানে কাজ করার সময় আমি ইথিওপিয়ানদের পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি তাদের সাহসের তারিফ না করে পারছি না। তাদের শান্ত কিন্তু ধৈর্যশীল আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার কাছে রীতিমতো তারা বীর। এবং ইথিওপিয়ান শিশুদের সেই হাসি, যা কিনা আমি পূর্ব সুদানের ওয়াদি নামক স্থানে দেখেছিলাম তা আজো আমার মনের আকাশে দোলা দিয়ে যায়। খেলাধুলা শেষ করে তাদেরকে নিয়ে চুইংগাম খাওয়ার দৃশ্য ছিলো দারুণ। স্টিয়ারিং হুইল এবং কেবিনে এনে তাদেরকে বসাতেই বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে পরেছিলো তারা। আমি তাদের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম। কয়েকজন তাদের নামও বলেছিলো। যদিও ইথিওপিয়ান নামগুলো একটু অন্যরকম শোনাচ্ছিলো আমার কাছে। আমি নামগুলো মনে রাখতে পারিনি, হয়তো পরবর্তী অভিযানের দুশ্চিন্তায়।

দুই বছর পর যখন আমি ইউনিট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম এবং মারিভের হয়ে কাজ করতাম, তখন একদিন আতিলিতে আমাকে কিছু হাফিসনিকিস কর্তৃক দাওয়াত করা হয়েছিলো। ইহুদিদেরকে উদ্ধার করার ঘটনা তখনও গোপন ছিলো। দিনটি ছিলো বেশ আনন্দের। নতুন জায়গায় নতুনভাবে তারা জীবন শুরু করেছিলো। আরো নতুন নতুন শিশুর জন্ম হয়েছিলো। সবমিলিয়ে আমার বেশ ভালো লাগছিলো। আনন্দঘন মুহূর্ত একসাথে কাটাবার পর আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখলাম রাস্তার পাশের এক কোণে কয়েকটি শিশু ফুটবল খেলছিলো। তামাটে চেহারা, কালো কোঁকড়ানো চুল। হঠাৎ আমাকে দেখে তাদের একজন দৌড়ে আসলো। আমার হাত ধরে বললো, 'আঙ্কেল, আমার মনে আছে আপনাকে আমি ওয়াদির সেই লাল ট্রাকে দেখেছি। আমি আপনাকে চিনি।' কথাটা শুনে আমি বিস্মিত

হয়ে গেলাম। চোখের কোণ বেয়ে তৎক্ষণাৎ টপটপ করে কয়েক ফোটা পানি ঝরে পড়লো। এ কান্না বিষাদের নয়, ছিলো আনন্দের। সত্যিই বুকটা ভরে গিয়েছিলো ঐদিন।

রাতে আমরা আমাদের নতুন যাত্রা শুরু করলাম। সবকিছু ঠিকভাবেই সম্পন্ন হলো। পোর্ট সুদানের সকল ব্যারিকেড কোনোরকম বাধা ছাড়াই পার হলাম। নেভি সিলসের সাথে যোগাযোগ করে নিলাম আমরা। রাতের অন্ধকারে নৌকোগুলো কাছে আসতেই একজন হিব্রু ভাষায় বললো, 'এখানে সিমরন কে?' প্রশ্নটা করেছিলো গ্যাডি সুকেনিক। তার সাথে আমার শেষ দেখা হয়েছিলো কোল রেডিওতে কাজ করার সময়, প্রায় তিন বছর আগে। তখন সে রেডিওতে কাজ করতো, পাশাপাশি ছিলো নেভি সিলের রিজর্ভিস্ট। আজ বহু বছর পর এসেও পোর্ট সুদানের উপকূলে এসে রেডিও কমিউনিকেশনে গলা শুনে আমাকে সে চিনতে ভুল করেনি। যাইহোক, আমরা সবাইকে নৌকায় তুললাম।

নৌকায় ইহুদিদের তোলার পরপরই অনেকেই যা খেয়েছিলো সবই বমি করে উগড়ে দিলো। যাত্রাটা ছিলো খুবই ভয়াবহ। এমনকি নৌকাগুলো উল্টে যাচ্ছিল প্রায় মাঝেমধ্যে। প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা ছিলো সবাই নিজে নিজে গিয়ে নৌকায় উঠবে। কিন্তু ঢেউয়ের তোড় এবং ডুবে যাবার সম্ভাবনার ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো ক্রেনে করে যাত্রীদেরকে তোলা হবে। তেরপালের নিচে অবস্থানরত আমার 'ভাইয়েরা' তখনো বুঝতে পারছিলো না আসলে কী হতে চলেছিলো। নৌবাহিনীর নাবিক জানালেন, একটা মহিলা জানতে পেরেছেন এগুলো বড়সড় কোনো নৌকা নয়। আর তাতেই তিনি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছেন। বহুকষ্টে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে থামানো হলো।

দুই মাস পর পরবর্তী অভিযানের সময়, সবকিছু একবারে আলাদা ছিলো। এটা একটা রহস্য ছিলো যে বিভিন্ন বিপর্যয়ের কারণে অভিযান তখনও শেষ হয়নি। আরো পরে শেষ হয়েছিলো। অতঃপর আমরা আমাদের হলিডে ভিলেজে ফিরে গেলাম। হেডকোয়ার্টার থেকে অভিনন্দন জানানো হলো। আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম এবং সাইটে বসবাস করতে থাকলাম সোল্লাসে।

ড্যানি আমাকে এবং রাবিকে নির্দেশনা দিলো 'গ্রামটির সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলার জন্য এবং পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য।' কিন্তু কাজটি কীভাবে করতে হবে সেটা সে এবং আমরা কেউই জানতাম না। তবুও যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম।

আমরা পোর্ট সুদানে একজন ইলেকট্রিসিটি এবং রেফ্রিজারেশন ম্যানেজারের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। সবার মতে সে ছিলো খার্তুম এবং এখানকার সেরা। তাকে নিয়ে এলাম এরোজ ভিলেজে। লোকটা বেশ অমায়িক একজন মিশরীয়। তার হাতে ছিলো যন্ত্রপাতিসমেত টুলবক্স। সপ্তাহখানেক সময় নিয়ে সে বেশকিছু এয়ারকন্ডিশনার ঠিক করে ফেললো। জেনারেটেরের চাপ কমানোর জন্য আলাদা ইলেকট্রিক্যাল গ্রিড যুক্ত করলো। কিন্তু অষ্টম দিনে জেনারেটর ব্লাস্ট করলো, রীতিমতো আমরা মরেই যেতাম আরেকটু হলে।

যাক ভাগ্য সহায় ছিলো। তাই কিছুই হয়নি। এরপর আমরা এরোজ ভিলেজের আশপাশ এবং আরো যেসব এরিয়া রয়েছে সেসবের সৌন্দর্য বর্ধনে কাজ করতে লাগলাম। আর অবসর সময়ে রাবি এবং ড্যানি চলে যেত ডাইভিংয়ে। আমি আশেপাশের এরিয়ায় ঘুরে বেড়াতাম। চারপাশটা দেখতাম একাকী।

আমাদের কর্মচারী যারা ছিলো হঠাৎ করে তাদের মাঝে ইংরেজি শেখার বেশ পাগলামি চেপে বসলো। তাদের ব্যাপক অনুরোধে আমরা অক্সফোর্ড ডিকশনারি বের করে তাদেরকে টুকটাক শব্দ শেখাতে থাকলাম। সবমিলিয়ে বেশ ভালোই লাগতো। হাসি আনন্দে কেটে যেতে লাগলো দিন। রাত নামলে পুনরায় শুরু হতো আমার আগের মতো বালির ওপর গিয়ে সৈকতে শুয়ে থাকা। আর আকাশের তারা দেখা। ড্যানি, রাবি এবং আমি হেডকোয়ার্টারের বাকি নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম।

টুকটাক পর্যটক যে হলিডে ভিলেজে আসতো না এমন নয়। তাদের জন্য বেশ মানসম্পন্ন এবং সুস্বাদু খাবার রান্না করার জন্য প্রধান রাঁধুনি মুসাকে তাড়া দিত ড্যানি। এসব দেখে আমরা হাসতাম। এভাবেই চলতে লাগলো দিন।

ড্যানি এবং তার দল ইসরায়েলে ফিরে যাবার পর ভিলেজে একটি মেসেজ পাঠানো হলো, 'নৌবাহিনীর অভিযানের সফলতার ধাপ বজায় রেখে সুদান থেকে আমাদের ভাইদেরকে (ইহুদি) উদ্ধারে পরবর্তী অভিযানগুলোতে এই মানসিকতা বজায় রাখতে হবে। তাছাড়া হলিডে ভিলেজের সৌন্দর্য বর্ধনে আরো বাজেট দেওয়া হবে এবং সেগুলো খরচ করার ক্ষেত্রে এবং আরো উদ্যমী হতে সবাইকে বলা হলো। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাদের কাছে একজন হোটেল এবং খাদ্য কনসালটেন্টকে পাঠানো হবে যে কিনা ভিলেজকে আরো উন্নতিকরণে আদর্শ ছক প্রণয়ন করবে।'

রাবি এবং আমি হেডকোয়ার্টারের এমন সিদ্ধান্তে খুবই খুশি হলাম। অন্তত আরো কিছুদিন এখানে নির্ভাবনায় কাটানো যাবে এই ভেবে। এবার আমরা নিজেদের মাঝে একেবারে বেদুঈনদের মত স্বভাব রপ্ত করে ফেললাম। ঘোরাঘুরি, খেলাধুলা আর নাক টেনে ঘুমানোই হয়ে উঠলো আমাদের দৈনন্দিন কাজের রুটিন। একদিন এই রুটিন বাধাপ্রাপ্ত হলো, যখন খাবার সময় ভাতের ভিতরে থাকা পাথরে লেগে আমার দাঁত ভেঙে গেলো।

আমি বিকট ব্যথায় কাতরাতে লাগলাম। দিনের পর দিন ব্যথা নিয়ে ভুগলাম। সচরাচর কোনো জায়গায় এই ব্যথা নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলেই ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। কিন্তু এরোজ ভিলেজের মতো এত দুর্গম জায়গায় ডেন্টিস্ট পাওয়া অসম্ভব বিষয় ছিলো।

অগত্যা আমি পিকআপ ট্রাকে উঠলাম এবং পোর্ট সুদানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার সাথে নিজের ব্যাঙ্কনোটস এবং কাগজপত্র নিয়ে নিলাম। রাবিকে বললাম, আমি যদি সন্ধ্যার মধ্যে না ফিরি তাহলে ধরে নেবে আমার হাল আরো খারাপ হয়েছে এবং আমি ভালো ডেন্টিস্টের খোঁজে খার্তুমে গিয়েছি।

পোর্ট সুদানে গিয়ে আমি সোজা সরকারি হাসপাতালে ঢুকলাম, যেটা কিনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। কতগুলো গাছ এবং তৃণভূমি ছাড়া হাসাপাতালটি দেখতে একেবারে গেদারেফের সিকিউরিটি ফোর্সের ক্যাম্পের মতো, যেখানে কয়েকসপ্তাহ আগে আমি আর রাবি দুঃসহ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছিলাম।

সেবাপ্রত্যাশীদের সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। অগত্যা লম্বা পোশাক পরা এক লোককে আমি অনুরোধ করলাম আমাকে সরাসরি ম্যানেজারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ম্যানেজার লোকটি বেশ ভালো, অতিথিপরায়ণ। বয়স পঞ্চাশের মতো হবে, স্বতস্ফূর্তভাবে ইংরেজি বলতে পারেন। তিনি এরোজ হলিডে ভিলেজের কথা জানেন। আরো শুনেছিলেন যে ইউরোপীয় এক কোম্পানি সাইটটি পুনরায় খুলেছে। যেকোনো প্রয়োজনে তিনি আমাদেরকে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন।

আমি তারপর ওনাকে আমার ভাঙা দাঁতের সমস্যা বললাম। 'আপনি বেশ ভাগ্যবান। আমাদের ডেন্টিস্ট দারুণ দক্ষ লোক। আসুন, আমি আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' বললেন তিনি।

প্রায় বিশ পঁচিশ জনের মত লোক ডেন্টিস্ট বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যানেজার এবং আমাকে দেখে তারা সবাই ঘুরে তাকালো। সামনে

গিয়ে ম্যানেজার দরজায় কোনো নক না করেই সরাসরি আমাকে সহ ভেতরে প্রবেশ করলেন।

কোনোরকম একটা রুম। সাধারণ যন্ত্রপাতি, যেমনটা একজন ডেন্টাল চেম্বারে থাকে। ছাঁচবিহীন জানালা খোলা। একটা ডেস্ক, তার পেছনে রকিং চেয়ার, ওপরে ঝুলছে ফ্যান। দেওয়ালে টানানো আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দাঁতের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উল্লেখসমেত ক্যালেন্ডার।

ডাক্তার ওসমান- যতদূর আমার মনে পড়ে তার নাম ছিলো- সাদা একটা লম্বা এপ্রোন পড়ে বসে ছিলেন নিজের চেয়ার। তার সামনে থাকা ফোকলা দাঁতের এক মহিলাকে তিনি বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, পরে আসবেন। অতঃপর আমার কাছে আসলেন।

'অবস্থা জটিল। আপনার দাঁত ভেঙে গেছে, কারণ মাড়ির মধ্যে ইনফেকশন ছিলো। আমাকে মাড়ি পরিষ্কার করতে হবে আগে, তারপর দাঁত বাঁধাই করতে হবে।'

এরপর আমি আর কী বলতে পারি? আমি জানি আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব সুনাম রয়েছে, অন্তত মিশরে। আর তিনি সেখানে পড়াশোনা করা ডাক্তার।

ডাক্তার ওসমান ভেতরে একটা ছোট্ট রুমে চলে গেলেন, কোনো সহকারী ছাড়াই। কিছুক্ষণ পর একটা বোলের মতো নিয়ে হাজির হলেন আমার সামনে। ওটার ভেতর আমার মুখ থেকে বের হওয়া বর্জ্য, ময়লা রাখা হবে। দেখে আমার মনে হলো সম্ভবত পোর্ট সুদানের কোথাও সাকশন হোজ নেই। অতঃপর তিনি ফুটবল খেলায় লোকজন আহত হলে ব্যথানাশক যে স্প্রে ব্যবহার করা হয়, সেটাই আমার দাঁতের গোড়ায় স্প্রে করলেন।

'একটু ব্যথা পাবেন হয়তো। কিন্তু আমি খুব দ্রুত এবং ভালো কাজ করি।' ডাক্তারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে আমি চোখ বুজে মুখ হা করলাম। বিদ্যুৎ না থাকার ফলে পোর্ট সুদানের হাসপাতালে দাঁতের চিকিৎসার এই ভেজাল চললো প্রায় এক ঘন্টা।

এর ফলে ব্যাপক ব্যথা পেয়েছিলাম আমি। এক বছর পর 'দা ম্যারাথন ম্যান' নামে একটা মুভি দেখেছিলাম। যেখানে একজন ডেন্টিস্ট এক লোকের মুখে গর্ত করছিলো কোনরূপ চেতনানাশক ওষুধ স্প্রে করা ছাড়াই। বলাই বাহুল্য ওই দৃশ্য দেখে আমি বেশ অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। আমার স্ত্রী তখন আমার কপালে ঘাম ঝরতে দেখে বলেছিলো, 'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো?'

'হয়ে গেছে।' অবশেষে বললেন ডাক্তার ওসমান। 'আমি মাড়িতে সুন্দর করে দাঁত বাঁধাই করে দিয়েছি। একেবারে নতুন লাগছে।'

আমি তার সাথে করমর্দন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম কত টাকা দিতে হবে। তিনি বললেন, 'আরে না। এটা একটা সমাজতান্ত্রিক দেশ। ফ্রিতে চিকিৎসা দেওয়া হয়।' এরপর তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ব্যালকনিতে ধীরেসুস্থে যেতেই ডাক্তার ওসমান বললেন, 'এটা একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কিন্তু আমি খুশি হবো যদি আপনি আমাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দেন।'

আমি ফের তার কাছে এলাম। তারপর আমরা ট্রিটমেন্টের রুমে চলে গেলাম। জানালার ধারে গিয়ে তাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দিতেই তিনি খুব খুশি হলেন।

দুইমাস পর ইসরায়েলে ফিরে যাওয়ার সময় আমার রেগুলার ডেন্টিস্ট বলেছিলেন, সুদানের দাঁতের চিকিৎসা সম্পর্কে আমি অতটা অবগত নই। তবে যেই লোক আপনার দাঁতের চিকিৎসা করেছেন, তিনি বেশ ভালো কাজ করেছেন। তখন ডাক্তার ওসমানের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসেছিলো।

ভিলেজে ফিরে রাবিকে ব্যায়ামরত অবস্থায় দেখলাম। খানিকবাদে এসে আমিও তার সাথে যোগ দিলাম। সময়ে সময়ে আমরা কাজ করতে লাগলাম এবং অতিথি ও পথিকদের সাথে বেশ ভালো সময় কাটতে লাগলো।

একদিন হঠাৎ মিশরীয় আর্মির একটি দল আমাদের এখানে এলো। ঐ সময় মিশর এবং সুদানের সম্পর্ক বেশ ভালো ছিলো, ফলে দুটো দেশের মিলিটারি ইউনিটের মিলিত সেনা প্রশিক্ষণ চলতো এই এরিয়াতে। ড্রিল শেষে, একদল মিশরীয় মিলিটারি হলিডে ভিলেজের সকল বাংলো পরিদর্শন করতে লাগলো। আমরা তাদেরকে ব্যবহার করার জন্য বাংলো ছেড়ে দিলাম। চারজন অমায়িক পুলিশ অফিসার ওটা ব্যবহার করলেন। বাকিরা ট্রাকে ঘুমাতেন।

ইউনিটের কমান্ডার, একজন লম্বা আর্মি মেজর কথা দিলেন, তিনি এবং তার দল কর্তৃক কোনো সম্পত্তির ক্ষতি হবার আগেই এখান থেকে চলে যাবেন। পরবর্তীতে তিনি তার কথা রেখেছিলেন।

হলিডে ভিলেজে তারা দুইদিন কাটিয়েছিলো। খেলাধুলা করে, সাগরে গোসল করতে নেমে এবং মাছ খেয়ে উল্লাস করতে করতে দিন কাটিয়েছে তারা। আমাদেরকেও তাদের সাথে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ

জানিয়েছিলো। আমি নিজে মিশর সম্পর্কে বেশ ভালো জানি। বেশ কয়েকবার আমি মিশর ভ্রমণ করেছিলাম। আমার মতে মিশরের লোকেরা হচ্ছে সবচেয়ে অতিথিপরায়ণ, ধৈর্যশীল এবং হাস্যরসাত্মক। এমনকি ৪৮ ডিগ্রী তাপমাত্রার মাঝে জ্যামে থাকা অবস্থায়ও তাদের সেন্স অব হিউমার দেখলে অবাক হতে হয়।

অফিসার জানতেন না যে আমরা ইসরায়েলি। তিনি ১৯৭৩ সালের অক্টোবর যুদ্ধ নিয়ে তাদের সাহসী কার্যকলাপ বলতে লাগলেন। ভাবখানা এমন যেন, তারা দাম্ভিক ইসরায়েলের বিপক্ষে দারুণ এক বিজয় অর্জন করেছেন।

শুনে আমি না হেসে পারলাম না। ১৯৭৩-৭৪ সালের ওই শীতের মৌসুমে আমি ইসরায়েলি ফোর্সের একজন অতিরিক্ত ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে আফ্রিকায় কাজ করেছি। যুদ্ধের পর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সেসময় পশ্চিমের সুয়েজ খালের আশেপাশের এলাকা দখল করে নেয়। ১০১ জেবেল আতাকা, জেবেল জেনেফা এবং সুয়েজ সিটির আশেপাশের অনেক এলাকা জুড়ে অনেকাংশ আমি চিনতাম। সবমিলিয়ে অনেকক্ষণ তাদের সাথে গল্প চললো। এক পর্যায়ে প্যালেস্টাইনের করুণ হাল শুনে রীতিমতো কান্না পেলো আমার। তবে সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম সেদিন অফিসারদের ফিলিস্তিন বিদ্বেষ দেখে।

▣

জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাস খুব দ্রুতই কেটে গেলো। হলিডে ভিলেজকে প্রস্তুত মনে হলো ছুটি কাটাতে আসা লোকজনের জন্য।

হঠাৎ একদিন হলিডে ভিলেজের গেইটে এক সাংবাদিকের আগমনে এটাই প্রমাণিত হলো। আমি যতদূর মনে করতে পারি তার নাম ছিলো ক্রিস্টোফার। তার মাঝে আরেক ক্রিস্টোফার তথা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মতো কৌতুহল দেখা গেলো নতুন মহাদেশ ও মহাসাগরের আবিষ্কার সম্পর্কে। আসার পর থেকেই ক্রিস্টোফার আমাদেরকে নানা প্রশ্ন করা শুরু করলো। আমাদের ব্যাপারে, আমাদের সাইটের ব্যাপারে, কে কে বিনিয়োগ করেছে এখানে, কেমন ধরণের ব্যবসা ইত্যাদি সকল খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলো বিস্তারিত জানার জন্য। তারপর সেখানে থাকা পাইপগুলো দেখে একটু বিরক্তিবোধ করলো। তবে পাইপের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিলেজের আরেক প্রান্তে গিয়ে ইতালিয়ান টেকনিশিয়ানদের তৈরি সেপটিক ট্যাঙ্ক দেখে তার বিরক্তিকর ভাবটা উবে গেলো। যত প্রশ্ন সে করেছিলো, সবগুলোর উত্তর ছোট্ট করে নোট বুকে টুকে নিয়ে অতঃপর তার পেনট্যাক্স ক্যামেরা দিয়ে ভিলেজের বিভিন্ন কোণা থেকে ছবি তুললো।

তার বেশিরভাগ প্রশ্নেরই আমরা কোনো উত্তর দিইনি। তবে যেসব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি সেগুলোই তাকে আরো প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছিলো, সবটা দেখে এমনই মনে হচ্ছিলো আমার। তার প্রথম দিনের ভ্রমণেই আমরা তাকে ব্রিটিশ গুপ্তচর সংস্থার লোক বলে মনে করেছিলাম, যাকে সম্ভবত পাঠানো হয়েছিলো হলিডে ভিলেজের হ্রদের নেপথ্যে কে বা কারা লুকিয়ে আছে সেসবের খোঁজ করার জন্য। তাই আমরা তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখলাম। তাকে নানা অজুহাত দিয়ে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখলাম। জেনারেটর ঠিক করার কথা, মোটরগাড়ির কথা ইত্যাদি নানা কথা বলে রেহাই পেলাম। আরো ভাব ধরলাম তার কথা বুঝতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে এমন। অগত্যা ক্রিস্টোফার আমাদেরকে বাদ দিয়ে আমাদের কর্মচারীদের সাথে বাতচিত করলো।

সামান্য একটা দূর্ঘটনার কারণে ক্রিস্টোফারের সাথে আমাদের বেশিদিন অবস্থান করা হলো না। একদিনের কথা। আমরা যখন মাস্ক এবং ফ্লিপার পরে সাতার কাটতে গিয়েছিলাম, সে তখন চেষ্টা করছিলো একটা প্রবালপ্রাচীরে ঝুলে থাকা শক্ত শেকড় বেয়ে উঠতে, যেটা ওপর

থেকে পানি পর্যন্ত ঝোলানো ছিলো। যদি সে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন সাংবাদিকই হত, তাহলে তার জানা উচিত ছিলো এসব শেকড়ের মধ্যে ছোট ছোট শামুক লেগে থাকে, যেগুলো বেশ ধারালো এবং বিষাক্ত পদার্থের ধারকবাহক। ছোট্ট কথায় বলতে গেলে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পানির তলদেশ থেকে ক্রিস্টোফার ভেসে উঠলো ক্ষত হাত নিয়ে। কয়েকঘন্টার ভেতর তার হাত একেবারে ফুলে গেলো। শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে লাগলো এবং সে বুঝতে পারলো বাঁচতে চাইলে অবশ্যই তাকে পোর্ট সুদানে গিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

ব্রিটিশ এই গুপ্তচর হতে আমাদের নিষ্কৃতিটা বেশ বেদনাদায়ক। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার হাত ধরতেই সে ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠছিলো। তার বিদায় নেওয়ার পর আর কোনোদিন তাকে আমি দেখেনি। আমি আজও অপেক্ষা করি আমাদেরকে নিয়ে তার পাবলিশ করা রিপোর্টের জন্য, যেটা সে পাবলিশ করার জন্য আমাদেরকে কথা দিয়েছিলো।

যাইহোক, ১৯৮২ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের শুরু পর্যন্ত আমাদের বেশ ভালো সময় কাটছিলো। ওদিকে মোসাদ হেডকোয়ার্টার্স নতুন উদ্ধার অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো।

ইথিওপিয়া থেকে আগত নতুন শরণার্থীদের সাথে তাদের প্রতিবেশী এবং সরকারি কর্মকর্তারা বাজে আচরণ করছিলো, এমনটাই জানিয়েছিলো ওখানে থাকা রিপোর্টার এবং কমিটি ম্যানরা। 'এখানে প্রতিনিয়িত ভয়ানক ঘটনা ঘটছে।' মোসাদ হেডকোয়ার্টারে এমন অভিযোগ আসে। 'সড়কের দস্যুরা প্রতিনিয়ত শরণার্থীদের নির্যাতন করছে, তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করছে, এমনকি মহিলাদের ধর্ষণ করে হত্যাও করেছে। আরো রয়েছে খাদ্য সংকট। আর্মি অফিসার এবং পুলিশদের কাছে তারা আরো অসহায় হয়ে পড়েছে। নিরাপত্তা ফি নেওয়া হচ্ছে তাদের কাছ থেকে। চিকিৎসার জন্য দেওয়া সকল সরঞ্জাম চুরি করা হচ্ছে। সুদানের পুলিশ বাহিনীর কাছে এই রিপোর্ট পৌঁছে গেছে যে, ক্যাম্পের শরণার্থীদের মধ্যে ইহুদি রয়েছে এবং ইসরায়েল কর্তৃক তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার গুপ্ত অভিযান চলছে। এহেন বিপদে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সাহায্য করুন!'

এতসব বিপর্যয় শুনে ড্যানি সকল এজেন্টদেরকে একটি আলোচনায় ডাকলেন। সেখানে জো নামে একজন মোসাদ এজেন্ট ছিলো, যার ঝুলিতে অসংখ্য অর্জন ছিলো। জো এর জীবনকাহিনী খুবই জটিল। ছোটবেলায় তাকে তার চাচির কাছে ফ্রান্সে পাঠানো হয় ওখানকার সংস্কৃতি অবলম্বন করে বড় হবার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর তার সাথে

তার বাবা মার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় একবারে। ১৯৪০ সালে ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের সময় জো মানুষের ওপর নিপীড়নের বিভীষিকা দেখতে পায়। কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে তার চাচি তাকে একটা আশ্রমে প্রেরণ করতে সক্ষম হন, যেখানে সে একজন খ্রিস্টান হিসেবে বড় হয়। কেবল যুদ্ধ শেষ হবার পরপরই জোয়ের সাথে তার বাবা মার পুনরায় যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তারপর তাকে নিয়ে তারা গ্রিসে চলে যান, সেখান থেকে ইসরায়েলে শিফট হন।

যাইহোক, ১৯৮২ সালের মার্চের দিকে আমাদের ফোর্স নতুন উদ্যম পায়। আমরা নতুন করে লম্বা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হই। এটা জেনে স্থানীয় কর্মচারীরা বেশ হতাশ হয়, কারণ তারা ভেবেছিলো তাদের সময় বেশ আনন্দে কাটবে অগণিত পর্যটকের সাথে, আমাদের সাথে। আমাদের টার্গেট গন্তব্য ছিলো খার্তুম। এইবর সবাইকে ভোলানোর জন্য 'কাসালার আইসিআরসি হাসপাতালে সুইডিশ মেয়ের সাথে ডেটিংয়ে যাবার কথা' বলিনি, বরং বললাম ভিলেজের যন্ত্রপাতির ডেলিভারি নিতে ইউরোপ যাচ্ছি। খুবই ভালো একটা বানানো গল্প ছিলো বটে তাদেরকে বুঝ দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা আরেকটা ব্যাপার ভাবছিলাম যে সুদানে গোপন অভিযান পরিচালনায় মিথ্যে গল্প শক্তিশালী কোনো পয়েন্ট নয়।

দুইমাসেরও বেশি সময় ভিলেজে বসবাস করার পর হিলটন যাবার বিষয়টা আমার এবং রাবির কাছে স্বর্গের মতো বলে মনে হলো। আরামের গোসল, নারী দ্বারা পরিবেষ্টিত বারে বিয়ার পান, বই এবং পত্রিকা পড়ার স্থান, সুইমিংপুল, একদিন পরপর বেডশিটের পরিবর্তন। এক কথায়- আমেরিকার মতো।

আমরা হেডকোয়ার্টার থেকে নতুন কোনো নির্দেশনা পাওয়ার আগ পর্যন্ত ভালোভাবে সময় কাটালাম। তাছাড়া আইএনএস ব্যাট গালিম নামক বণিকদের জাহাজ লম্বা যাত্রার জন্য সমুদ্রে অপেক্ষামান কিনা সেটাও জানার ছিলো।

টয়োটা ট্রাকের কার্বোরেটরের সমস্যা ঠিক করে ফেললো জো, যেটা কিনা নোংরা জ্বালানিতে প্রায় অকেজো হয়ে গিয়েছিলো। তারপর সে ট্যাঙ্কের হোজ সরিয়ে তেল ভরার পর আলাদা ফিল্টার লাগিয়ে দিলো। এখন আমরা পাঁচশো কিলোমিটার চলার আগে কোনো সমস্যা হবে না। আর কোনো সমস্যা হলে কেবল ফিল্টার ওঠাবো, পরিষ্কার করবো, তারপর জায়গামত লাগিয়ে দেবো। সহজ কাজ।

এবারের অভিযানের পরিকল্পনাও আগের মতোই করা হলো, তবে বেশকিছু উপায় নতুন সংযোজন করা হলো। বিপজ্জনক সকল বাধা

এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে আমরা সবাই বিকেলবেলা উমির সাহায্যে খার্তুম ত্যাগ করবো, সে হিলটনেই অবস্থান করছে। রাতের বেলা, আমরা গেদারেফের সেই আগের এরিয়া থেকে সকল শরণার্থীদের তুলে নিয়ে উপকূল ধরে রওনা হবো এবং পরেরদিন রাতে তাদেরকে নেভি সিল সদস্যদের হাতে হস্তান্তর করবো আমাদের হলিডে ভিলেজের উত্তরে ফিনজাব হ্রদ থেকে।

অভিযানের প্রথম অংশ বেশ ভালোভাবে সম্পন্ন হলো। তবে বিভিন্ন কারণে, বিশেষ করে ইনফরমারদের ভয়ে মাত্র ১৭২ জন্য শরণার্থী আমাদের পূর্বনির্ধারিত মিলিত হবার স্থানে এসে পৌছালো, যদিও আমরা এর চেয়ে অনেক বেশি শরণার্থী নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম।

তবে ব্যাপারটা প্রচুর হতাশার ছিলো। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন প্রত্যেকটা অভিযানই ব্যাপক ঝুকিপূর্ণ এবং জটিল কাজ। একটি অভিযানের দৃষ্টিকোণ থেকে, একসাথে একশো জন মানুষ হোক কিংবা চারশো জন্য হোক কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে কমিটি ম্যানদের আরো নতুন শরণার্থী নেওয়ার জন্য দেরি করাটা সম্ভব ছিলো? যদি তাই হয়, তাহলে তাদের কী হবে যারা কিনা ইতোমধ্যেই তাদের সব সম্পত্তি ছেড়ে এখানে এসে পৌঁছেছে? আমরা কি তাদেরকে ফিরে গিয়ে পরেরদিন আসতে বলবো? ব্যাপারটা বেশ ঝুকিপূর্ণ। তারা হয়ত তাদের আশেপাশে থাকা লোকদের হাতে ধরা পড়তে পারে যারা ইতিমধ্যেই পুলিশকে তথ্য সরবরাহ করেছে। তদন্তের জন্য পুলিশের সামান্য পিটুনিতেও হয়ত তারা সব ফাঁস করে দিত এই জায়গায় সম্পর্কে। আমাদের মনে তখন কেবল একটা বিষয় বাজছিলো, পুলিশ হুইসেল বাজাতে বাজাতে আমাদের পিছু নিয়েছে এবং গোলাগুলি করছে।

'একশো বাহাত্তর জন লোক হয়তো বেশি নয়, কিন্তু এ কয়জনই আছে তারা। আমাদের অবশ্যই নিজেদের পথে যেতে হবে! নয়তো বিকল্প যেকোনো সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য বিশাল ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার হবে।' বললো ড্যানি।

গেদারেফ থেকে কাসালা, এরোমা এবং সিনকাত হয়ে লম্বা যাত্রা কোনোরূপ বিপত্তি ছাড়াই সম্পন্ন হলো। সকল ব্যারিকেড পেরোতে ড্যানি পূর্বের ন্যায় সিগারেট ও রুটির পদ্ধতি ব্যবহার করে সব সামাল দিলো।

রেড সি অভিমুখে একশো কিলোমিটার রাস্তা প্রায় দেড় হাজার মিটার উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে। দিনের বেলায় আমাদের ছোট্ট বহর পর্বতের উপত্যকায় লুকিয়ে রইলো। ঠিক ঐ সময়ই আমি আর ড্যানি বহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। কিন্তু তার আগেই নতুন একটা কৌশল

নেওয়া হয়েছিলো, শরণার্থীদেরকে নেভি সিল সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিবর্তে, নৌকাগুলোই পাড়ে থাকবে এবং তারা সেখানে গিয়ে উঠবে।

আমাদের কাজ হচ্ছে যতটা সম্ভব দ্রুত ভিলেজে পৌঁছে সমুদ্রে অবস্থানরত নৌবাহিনীর নৌকায় তাদের পৌছে দেওয়া। বিকেলবেলা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে আমরা ভিলেজে পৌঁছালাম। আমাদের অনুগত কর্মচারীরা, যারা কিনা আমাদের আসা যাওয়ায় অবাক হয়েছিলো, তারা আমাদের পুনরায় দেখতে পেয়ে বেশ খুশি হলো। বিশেষ করে দলের বাকি সদস্যরা শীঘ্রই এসে পৌঁছুবে এই কথা শোনার পর। রাঁধুনি মুসা আমাদের জন্য ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে এলো। হালকা খাবারের শেষে, আমরা যাওয়ার পর ভিলেজে উদ্ভূত কিছু সমস্যার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে বললো হাসান। 'এখনি নয়, হাসান।' আমরা তাকে বললাম। 'আমরা এখন একটু ডাইভ দিতে যাবো।' হাসানের কাছে নিজেদের পাগল প্রমাণের জন্য খার্তুমে লম্বা সময় ভ্রমণ করে আসার পর ডাইভে যাওয়ার বিষয়টাই যথেষ্ট ছিলো।

'উন্মাদ।' তাকে বলতে শুনলাম আমি।

▣

দ্রুতই রাত নামলো। সরঞ্জাম সব প্রস্তুত। কিন্তু আমরা আরেকবার ওগুলো পরীক্ষা করে নিলাম। জোডিয়াক নৌকা, মার্কারি আউটবোর্ড মোটর, এক ট্যাঙ্ক ভর্তি জ্বালানি, জরুরি প্রয়োজনে টুকটাক জিনিসপত্র, লাইট স্টিক, পকেট ফ্ল্যাশলাইট, যোগাযোগের যন্ত্রপাতি এবং ফিল্ড গ্লাসেস।

প্রচণ্ড ঠান্ডার কারণে আমাদের প্রত্যেকেই ডাইভিং সুটের ওপর জ্যাকেট পরে নিলাম। প্রথম কাজ হচ্ছে লাইট দিয়ে মারসা হ্রদের প্রবেশপথ খুঁজে বের করা। দেরি না করে নৌকা ছেড়ে দিলাম আমরা। চাঁদ তখনো পরিপূর্ণভাবে ওঠেনি। কিন্তু আকাশ একবারে পরিষ্কার, মেঘহীন। সমুদ্র ছিলো শান্ত। মৃদু বাতাস বইছিলো।

আমাদের ফার্স্ট ক্লাস নেভিগেটর রাবি এক মিনিটের মধ্যেই প্রথম চিহ্নিত স্থানে পৌছে গেলো। একটা চিকন লোহার রড, সম্ভবত ব্রিটিশ আমলের, সমুদ্রের পানি থেকে একটু ওপরে মাথা উঁচিয়ে আছে। প্রবাল প্রাচীরের কাছেই এমন আরো ডজনখানেক লোহার রড দেখা গেলো। দ্রুতগামী নৌকাগুলোর অতীত ক্ষতি দেখে ধারণা করা যায় এসব মার্কগুলো আগেই চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন ছিলো। আর ক্ষতি এড়াতেই লাইট স্টিক ব্যবহার করছি আমরা, যাতে রড দেখা যায়।

লাইট স্টিক হচ্ছে কেমিকেলে পূর্ণ একটা প্লাস্টিকের টিউব, সাথে একটা কাঁচের শিশি সংযুক্ত, যেটার কাজ হলো পদার্থ দ্রবীভূত করা। যখন টিউবটিকে বাঁকানো হয়, তখন কাঁচের শিশিটি ভেঙে গিয়ে দুটি পদার্থের মাঝে বিক্রিয়া শুরু হয়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের আলো হয়, যা প্রায় বিশ ঘন্টার মত স্থায়ী হয়।

পুরোনো লোহার রডগুলোর সাথে লাইট স্টিক বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারটা খুবই সোজা। রাবি হিসেব নিকেশ করতে শুরু করলো। প্রবাল কণার এক ফুটের মতো এরিয়া জুড়ে নৌকা ভাসমান থাকার মতো, কিন্তু প্রপেলার ঘোরার মতো যথেষ্ট নয়। আমি গলুইয়ে বসে বসে লাইট স্টিক লাগাতে ব্যস্ত।

লাইটের বিন্দু দুটি আমাদের দিকে মুখ করা, তারই নিচে একটা শক্ত ঠোঁটওয়ালা অসপ্রে বসে আছে। অসপ্রে হলো এক ধরণের পাখি, যারা মাছ শিকার করে। এটিকে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতি হিসেবে গণ্য করা হয়। ইউরোপ থেকে আসা পাগলাটে সংগ্রাহকরা অসপ্রের ডিমের বিনিময়ে শত শত ডলার দিতে রাজি।

ভিলেজটি যে এরিয়ায় অবস্থিত, বলা চলে এটা পৃথিবীতে বিদ্যমান বেশ কয়েকটি পাখি চারণভূমির অন্যতম একটি। আমরা প্রথম দিনই যখন এখানে এসেছিলাম, আমাদের হ্রদের পাশে একটি দ্বীপে অসপ্রের বাসা দেখেছিলাম। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়েছিলাম তাদের ওড়া দেখে। দুই মিটারের মতো লম্বা ডানা মেলে তারা আকাশে উড়তো মনের সুখে, সেসব দেখে আমাদের মনেও সুখ জাগতো। জনশ্রুতি আছে যে, অসপ্রে তাদের ধারালো ঠোঁট দিয়ে মাছ শিকার করে। কিন্তু সত্যি বলতে এটা পানিতে ঝাঁপ দিয়ে নিজের নখের মধ্যে মাছ আঁকড়ে ধরে বাসা পর্যন্ত নিয়ে যায়।

তবে এই মুহূর্তে আমার যেটা মনে হচ্ছিল তা হলো- অসপ্রেটা আমার অরক্ষিত হাতের মাংস ছিঁড়ে ফেলতে পারে। কেননা আমি আমার নৌকা এবং রডের মধ্যকার পয়তাল্লিশ ডিগ্রি এঙ্গেলে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার হাতটি অসপ্রে পাখিটার পায়ের কয়েক সেন্টিমিটার নিচে প্রায় ছুঁই ছুঁই। অসপ্রেটাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'চলে যাও!' ইংরেজিতে পাখিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, যেন এই মুহূর্তে পাখিটার থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

অসপ্রেটা আমার দিকে আরো ক্রুরভাবে তাকালো, যেন আমাকে বলছে, 'কী এই বিরক্তিকর প্রাণী, আমার এত সুন্দর রাতটাকে বিরক্তিকর

করে তুলছে!' আমি দ্বিতীয়বার চিৎকার করে উঠলাম। এবার আর্তির সাথে কিছু অভিশাপ মিশিয়ে চিক্রুতে বললাম।

তবুও ব্যাটা অসপ্রের চলে যাবার নামগন্ধ নেই। আমার কারবার দেখে রাবি হাল ছেড়ে এগিয়ে এসে অসপ্রের দিকে টর্চ নিক্ষেপ করলো, তারপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পরলো রসিকতায়। সম্ভবত এমন রসিকতা ফেলিনি মুভিতেও দেখা যায়নি। ব্যাপারটা অনেকটা এমন, দুইজন মোসাদ কর্মীর গুপ্ত অভিযান চলাকালে তাদের সাথে অসপ্রের লড়াই।

এরপর রাবি পেছন দিকে যেতেই নৌকাটি খানিক পিছিয়ে গেলো। আমি পড়লাম বিপাকে। আমার পায়ের সাথে নৌকার গলুইয়ের দূরত্ব বাড়লো। আর হাত ছিলো অসপ্রের নখের কাছে। আমি প্রায়ই পড়েই যাচ্ছিলাম পানিতে। অগত্যা চিৎকার করে উঠলাম। 'ভালো করে হাল ধরো! আমি পরে গেলাম!'

রাবি সামনে এগিয়ে এসে হাল ধরলো। কিন্তু ততক্ষণে প্রপেলার ঘুরতে ঘুরতে নৌকা গিয়ে আঘাত করলো পাশের পাথরে এবং শব্দ করতে লাগলো।

আকস্মিক এই ঘটনায় অসপ্রেটার সম্ভবত বেশ রাগ লাগলো। আমাদের দিকে রাগান্বিত হয়ে তাকালো সে। তারপর বিশাল পাখা মেলে অদৃশ্য হয়ে গেলো অন্ধকারে।

এক সপ্তাহ পরে, রাবিকে আমি পত্রিকা থেকে একটা আর্টিকেল কাটতে দেখলাম। ওটার ওপর কিছু শব্দ লিখে সে আমার হাতে হস্তান্তর করলো। আর্টিকেলটি ছিলো সৌদি আরবের একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের, রেড সিতে অসপ্রের বিস্তার প্রসঙ্গে। 'অসপ্রের সাথে স্মৃতিময় এক রাত' কাগজটির ওপর এটা লিখেই আমাকে উৎসর্গ করেছিলো সে।

হ্রদের চলাচলের রাস্তায় রড চিহ্নিতকরণ শেষ হলো শান্তিপূর্ণভাবে। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ব্রিটিশ আমলের রডের মাঝে লাইট লাগিয়ে দিলাম, রেডিও চ্যানেল খোলা রেখে। তা সত্ত্বেও আমরা কোনো বার্তা শুনতে পেলাম না। তাছাড়া ড্যানির দলের লোকদেরও আনতে পারিনি। তারা পোর্ট সুদান অভিমুখে যাচ্ছে। এতকিছু সত্ত্বেও আমরা উদ্বিগ্ন হলাম না, কারণ আমরা জানতাম আমাদের রেডিওর ব্যাপ্তি কেবল কয়েক কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে। জরুরি যোগাযোগের প্রয়োজনে ব্যাট গালিম ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা ছাড়া আরো কোনো উপায় ছিলো না।

পূর্বের মিলিত হবার স্থানের তিন কিলোমিটার দূরে প্রবালপ্রাচীর উপকূলে আমরা বড়সড় একটা ছায়া দেখতে পেলাম। বাইনোকুলার দিয়ে ভালো করেই বুঝতে পারলাম অপরিচিত কোনো আগন্তুক মনে হচ্ছে।

'যা শালা! স্মাগলার। তারা তাদের ডিল বিনিময়ের জন্য এই স্থানটাকেই নির্ধারণ করেছে।' দুজন একসাথে বলে উঠলাম। এটা ছিলো একটা পালওয়ালা কাঠের নৌকা। এরকম নৌকায় বড়জোর পাঁচ থেকে ছয়জন মানুষ থাকার ব্যবস্থা থাকে।

পোর্ট সুদানের পুরো উপকূলীয় এলাকা জুড়ে স্মাগলারদের আখড়া। দূরে সমৃদ্ধ সৌদি আরব, আরেকদিকে সুদানের পাশে বিস্তর মরুভূমি স্মাগলারদের মালামাল বিনিময় করার উপযুক্ত জায়গা। সৈকতের তীর ধরে এতটা দূরে নৌবাহিনীর জাহাজ সবসময় আসে না- ব্যবস্থাপনার সমস্যা, জ্বালানি সংকট অথবা প্রবালের আঘাতের কারণে। উপকূলের এদিকটায় পাহারা দেওয়ার মতো সেনাবাহিনীর ছাউনিও খুব কম।

সৌদি আরবের মার্কেটে সুদানে পালিত স্মাগলার কর্তৃক সাশ্রয়ী মূল্যের ভেড়া ও ছাগলের বেশ চাহিদা। পোর্ট সুদান দিয়ে এসব চালান নিতে সমস্যা। তাই তারা উপকূল ব্যবহার করে থাকে। হলিডে ভিলেজে একবার আমাদের সাথে স্মাগলারদের একটা শর্ত হয়েছিলো 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' টাইপের। তারা আমাদের এরোজ হ্রদ ছেড়ে গিয়েছিলো এবং চলে গিয়েছিলো দারুর, আওয়াতির, ফিনজ্যাব এবং বাকিসব হ্রদগুলোতে, এমনকি ম্যাপে পর্যন্ত যেগুলোর কোনো চিহ্ন নেই।

দিনের পর দিন আমরা এসব প্রত্যক্ষ করেছি। একবার স্মাগলারদের সর্দারের ভুলের কারণে তাদের নৌকাগুলো আমাদের ভিলেজের বিপরীত দিকে সমুদ্রের দুই তিনশো মিটারের ভেতর ঢুকে পরে। ব্যাপারটা জানতে পেরে আমরা তাদেরকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলাম। একটা সময় তারা আমাদের দেখে ফেললেও কিছু বলেনি, কারণ তারা জানতো আমরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে কোন সংবাদ দেবো না।

রাবি এবং আমি এই পরিস্থিতির দ্রুতই একটা হিসেব টেনে ফেললাম। তাদের নৌকার ডেকের সামনের অংশটা কালো অর্থাৎ আজ রাতে তারা এখান থেকে যাবে না এটা তারই নিদর্শন বহন করে। ক্রুও ঘুমাচ্ছে দেখতে পেলাম। হয়তো পরবর্তী শিফটের স্বপ্ন দেখছে ঘুমের ঘোরে। তাদের যাত্রাবিরতির স্থান এখান থেকে মিনিমাম আরো চার কিলোমিটার দূরে। তাহলে আমরা এখানে যা কিছুই করি না কেন, দূরত্ব বেশি হওয়ায় তারা এ কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু ঝামেলার

কিছু হলে আমাদেরকে অবশ্যই পশ্চিমাংশে গিয়ে স্মাগলারদের নৌকাকে এড়িয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আপাতত আমাদের যেটা করতে হবে তা হলো সৈকতে নামার জায়গাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা এবং এটা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য আরো কোন বিপদ ওঁৎ পেতে আছে কি না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আমরা ফ্রিজ বে তে চলে এলাম- ফ্রিজ বে বলার কারণ হলো পুরোনো রেফ্রিজারেটরের জংধরা লোহার শেল দিয়ে জায়গাটা অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পরে আছে।

জায়গাটি বেশ প্রশ্বস্ত। একবারেই পাথর মুক্ত। বালুময় পাড় সমান্তরালভাবে চলে গেছে পানির নিচে। মোটের ওপর আরেকটি সুবিধা হলো উত্তর দিকে ট্রাফিকের কার্যক্রমের হাত থেকে রক্ষা। সত্যি বলতে এই, 'কেন্দ্রীয় উত্তর-দক্ষিণ ট্রাফিক আর্টারি' হয়ে ডজনকে ডজন ট্রাক যাতায়াতের রাস্তা বৈ আর কিছুই যায় না। রাতের বেলা পুরো এরিয়াটা মরুভূমির মতোই সুনসান। তবে মাঝেমধ্যে ফাঁড়ি থেকে কিছু আর্মির হাটাচলা দেখতে পাওয়া যায় চোরাচালানকারীদের দমন করার জন্য।

রাবি নৌকা ফ্রিজ বে উপকূলের দিকে এগিয়ে নিলো। আমি গলুইয়ের মধ্যে বসে আশপাশে নজর রাখতে লাগলাম বাইনোকুলার দিয়ে। পিনপতন নীরবতা। সবই স্থির হয়ে আছে।

উপকূল থেকে বিশ মিটার দূরে নৌকায় বসে আছি আমি, হাতে একটি বাইনোকুলার এবং টু ওয়ে রেডিও। আরো ভালো করে নজর রাখার জন্য নিচে নামলাম। ঠান্ডা পানি নাভিতে লাগতেই আমি কেঁপে উঠলাম প্রায়। আরো দশ মিটার এগোলাম, এরপর আরো পাঁচ মিটার। এভাবে এগোতে এগোতে আমি পানি ছেড়ে সৈকতে উঠে এলাম। আশেপাশে নজর রাখতে চেষ্টা করলাম বাইনোকুলার দিয়ে। অকস্মাৎ একটা সবুজ জন্তু আমার চোখের সামনে দিয়ে লাফিয়ে গেলো।

মোসাদে কাজ করার সময় আমি অনেক ঝুকিপূর্ণ অভিযানে গিয়েছি, কিন্তু যতদূর মনে পড়ে আমি সুদানের ফ্রিজ বের ওই রাতেই প্রথম কোনোকিছুতে ভয় পেয়েছিলাম। তাও আবার ওই সবুজ জন্তু ছিলো একটা ভীতু শিয়াল।

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে?' জিজ্ঞেস করলো রাবি।

'হ্যা।' নিজের ভয়টাকে দূর করে বললাম আমি। 'আমি একটু ওপরে যাচ্ছি জায়গাটা ভালো করে দেখে নেওয়ার জন্য।'

রাবি নৌকায় বসে অপেক্ষা করছিলো। আমি চারপাশটা আমার বাইনোকুলার দিয়ে দেখতে লাগলাম। উপকূলের দুইশো মিটারের মধ্যে কোনোকিছুর নড়াচড়া দেখতে পেলাম না। সবকিছুই স্থির।

'ঠিক আছে সব।' রাবিকে জানালাম আমি। 'সবকিছু শান্ত। যেতে পারো।' রাবি ধীরে ধীরে মোটরের গিয়ার চালু করে পাথরগুলোর কাছে রওনা হতে লাগলো নৌবাহিনীর নৌকা আসার অপেক্ষা করার জন্য।

আমার মাঝে নীরবতা বাড়তে লাগলো। আমি অনুভব করছিলাম কীভাবে জীবনের মোড় ঘুরে যায় বাজেভাবে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমি মোসাদ ত্যাগ করেছিলাম আমার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করার জন্য। অথচ এখন আমি বসে আছি সুদানের একটি মরুভূমির জনমানবহীন পাহাড়ে, তেল আবিব থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে এবং কেউই আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে না।

আমি পূর্বের অভিযানের বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। সাগরের বুকে নৌবাহিনীর জাহাজ ব্যাট গালিম, রাবির সাথে শরণার্থী ভাইদের মিলিত হওয়ার স্থানে গমন এবং পোর্ট সুদানে আমাদের ১৭০ জন্য শরণার্থীদের নিয়ে ছোটার সেই সময়গুলো। আমি এখানে বসে আছি একটি বাইনোকুলার, রেডিও এবং বারভর্তি চকলেট নিয়ে সুদানের মরুভূমির প্রাণকেন্দ্রের খোলা মাটিতে।

আমার ডানদিক থেকে কিছু দূরে একটা মরুভূমির প্রাণী আসছে, সম্ভবত উট হবে। বিপরীত দিকে তাকিয়ে যতদূর দেখা যায় আমাদের ট্রাক দেখার আকাঙ্ক্ষায় রইলাম। পুরোপুরি নীরবতা চারদিকে।

আমার রেডিও এখনো নিশ্চল হয়ে আছে। বিরক্ত হয়ে গিয়ে একটা পাথরের ওপর বসলাম আমি। তারপর চকলেটের বার চারকোনাকৃতি করে ভাঙতে ভাঙতে সময় কাটাতে লাগলাম। পাশাপাশি চারদিকে ভালো করে খেয়াল রাখলাম।

ধীরে ধীরে সময় কাটতে লাগলো। হঠাৎ করে আমার রেডিও থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'ড্যানি বলছি। আমরা আর এক ঘন্টার মধ্যে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। ওখানকার কী অবস্থা?'

সংক্ষিপ্ত মেসেজের পর রেডিও পুনরায় বন্ধ হয়ে গেলো। রাবি এবং নৌবাহিনীর নৌকার ব্যাপারে সমন্বয় করা দরকার। এভাবেই সময় কেটে গেলো। আমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেলো সম্পূর্ণভাবে। এক মিনিট পরেই আমাদের বহর উপকূলে এসে হাজির হলো।

'চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখো। আমাকে জানাও অবস্থা সম্পর্কে।' রেডিওতে ড্যানি পুনরায় আমাকে বললো। তার গলা শুনে তাকে স্বাভাবিক

নয় বরং চিন্তিত মনে হলো। আমি সৈকতের দিকে বাইনোকুলার তাক করলাম। দেখলাম ড্যানি, ডক্টর পোমেরেঞ্জ, এলি, শুমুলিক এবং জো শরণার্থীদেরকে যানবাহন হতে বের করছে এবং দলে দলে বিভক্ত করছে নৌকায় ওঠানোর জন্য।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ পানির কাছে চলে এলো তৃষ্ণা নিবারণের জন্য। তারা সম্ভবত সমুদ্রের পানির লবণাক্ত স্বাদ সম্পর্কে অবগত নয়, কেননা তাদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রথম সমুদ্র এবং সৈকতের মুখোমুখি হয়েছে।

সেখানে কোনো শৃঙ্খলা ছিলো না। আমি দেখলাম লোকেরা তাদের মালামাল নামাচ্ছে ট্রাক থেকে, মা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সন্তানদের। বাচ্চারা কাঁদছে। আবার একদল লোককে দেখতে পেলাম সড়কের এক পাশে যেতে প্রস্রাব করার জন্য। রাবির ছোট্ট জোডিয়াকের পেছনেই বহুদূর হতে নৌবাহিনীর নৌকার মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেলো।

আমি আমাদের চারপাশে থাকা পাহাড়ের ওপর নজর রাখছিলাম। হঠাৎ করে আমার বাইনোকুলারে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়লো। পশ্চিম দিকে বাইনোকুলার তাক করলাম আমি। আমার বিপরীত দিকের একশো মিটারের মতো দূরে লোকজন একটি শৈলশিরা পার হচ্ছিলো। 'এদিকে আমি কিছু আগন্তুক দেখতে পাচ্ছি।' দ্রুতই রেডিওতে ড্যানিকে বললাম। 'আমি কিছু লোকের যাতায়াত দেখতে পাচ্ছি।'

'ওদেরকে অনুসরণ করো এবং আমাকে জানাও কী চলছে।' বললো ড্যানি। আমি তার কথামতো চোখ রাখলাম। চাঁদের আলোয় ছায়াগুলো দেখতে আমার বাইনোকুলার দরকার হলো না। অনিশ্চিত কিছু না হলে পুরো আবহাওয়াটা হয়তো রোমান্টিক লাগতো খুব। আমি দিগন্তজুড়ে বাইনোকুলার তাক করলাম। এবার কয়েকটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম যেখানে আমি শুয়ে আছি সেই পাহাড় থেকে দূরে একটা উপত্যকায়। আমি নিশ্চিত ছায়ামূর্তিগুলো আমাকে দেখতে পায়নি। কেননা, আমি কালো পোশাক পরে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম।

'আমার চারপাশে কিছু মানুষ দলবদ্ধ হয়ে আছে।' আমি শান্তভাবে ড্যানিকে বললাম। 'হতে পারে তারা স্মাগলার, যাদের কর্মকাণ্ডে আমরা ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। অথবা হতে পারে আরো খারাপ কিছু।' ড্যানি আমার রিপোর্ট আমলে নিলো। বললো, 'ওরা যদি সৈকতে আমাদের দিকে আসতে থাকে তাহলে আমাকে জানাবে।' আমি শুনতে পেলাম ড্যানি রাবিকে এবং নৌবাহিনীর কমান্ডিং অফিসারকে শরণার্থীদের নিয়ে গভীর জলে যাওয়ার নির্দেশ দিলো।

তৎক্ষণাৎ একটি বড়সড় রাবারের ডিঙ্গি এসে তীরে আঘাত হানলো, যেমনটা একটি তিমির মাথা নষ্ট হয়ে গেলে করে থাকে। আমাদের দলের সদস্যদের সাহায্যে শরণার্থী ভাইদের নৌকায় তোলা হলো এবং নির্দেশনা মতো মাঝখানের পাটাতনে বসিয়ে দেওয়া হলো।

'পাহাড় থেকে একদল লোক তোমাদের দিকে এগুচ্ছে। পাহাড়ের একেবারে পাদদেশে হতে আরো একদল লোককে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের পরখ করছে।' ড্যানির কাছে রিপোর্ট করলাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সকলের কাছেই একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

'পাহাড় থেকে এক্ষুণি সরে এসে আমাদের সাথে যোগদান করো। তাড়াতাড়ি!' ড্যানি আমাকে বললো। আমি তৎক্ষণাৎ পাহাড় থেকে নেমে এলাম, যেখানে আমি আমার জীবনের কয়েকটি ঘন্টা কাটিয়েছি। সৈকতে গিয়ে যোগদান করলাম আমার দলের বাকি সদস্যদের সাথে।

'আমি জানি না তারা কারা, তবে এক্ষুণি সৈকত ত্যাগ করতে চাই।' নৌবাহিনীর কমান্ডিং অফিসার গ্যাডি ক্রোলকে বললো ড্যানি। 'নৌকায় ওঠো সবাই। কোনো অপেক্ষা নয়। সমুদ্রের দিকে রওনা হতে হবে। তাড়াতাড়ি।' শান্ত কিন্তু চিন্তিত গলায় বললো ড্যানি।

সকল জোডিয়াকগুলো তৎক্ষণাৎ পানিতে চলে গেলো, সারিবদ্ধভাবে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো পেছনে থাকা শরণার্থীদের নৌকার অপেক্ষায়, যেটা কিনা তখনো তীরে আটকে ছিলো।

আমি দৌড়ে নৌকাটির কাছে গেলাম। শুমুলিক এবং অন্য দুজন তরুন ধাক্কা দিয়ে নৌকাটি পানিতে নামানোর চেষ্টা করছিলো। আমিও তাদেরকে সাহায্য করলাম। কিন্তু কাজ হলো না। নৌকাটি চুল পরিমাণ নড়লো না।

'হ্যান্ডস আপ!' পশ্চিম দিক থেকে দৌড়ে আসা একদল সৈনিকের বিকট চিৎকার শুনতে পেলাম আমরা। যদিও তারা আমাদের থেকে অনেকটা দূরে ছিলো, তবে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের হাতে অস্ত্র ছিলো। সৈকতের মধ্যে সেখানে আমি, ড্যানি, শুমুলিক, এলি, জো এবং আমাদের শরণার্থী ভাইয়েরাসহ একটি ট্রাকও আটকা পরে গিয়েছি।

অবশ্য তাদের কথায় কেউই হাত ওপরে তুললো না। শুমুলিক সুচতুরভাবে তার কমান্ডো ছুরিটা বের করলো, কিন্তু সৈনিকদের বড়সড় অস্ত্র দেখে তৎক্ষণাৎ ওটা লুকিয়ে ফেললো।

বিপদ টের পেয়ে আমরা আমাদের শরীরের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে নৌকাটি সরানোর চেষ্টা করলাম। ড্যানি, যে কিনা সাহসী কাণ্ডারি নামে

পরিচিত আমাদের মাঝে, সৈনিকদের নেতৃত্বদানকারী অফিসারের দিকে সে চিৎকার করে উঠলো 'একমিনিট অপেক্ষা করো'। তৎক্ষণাৎ আমরা কালাশনিকভ রাইফেল থেকে ছোড়া গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাগ্যিস একজন সুদানি অফিসার গুলি করার এই তোড়জোড় থামিয়ে দিলেন।

ট্যাবলয়েড এবং পত্রিকাগুলোতে আপনি এমন কিছু দেখে থাকতে পারেন যে, এমন মুহূর্ত আসে যখন মানুষের মাঝে হঠাৎ সুপার পাওয়ার এসে যায়। অথবা আপনি হয়তো মুভিতে এমন কিছু দেখে থাকতে পারেন যে, বাচ্চা গাড়ির নিচে পড়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে তার বাবা উড়ে এসে সন্তানকে রক্ষা করে। আমার এবং শুমুলিকের মধ্যে ঐ সময় এমন একটা শক্তি এসে গেলো। ব্যাপক দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি আর শুমুলিক নৌকাটিকে এত জোড়ে ধাক্কা দিলাম যে, নৌকাটি সরে গিয়ে পানির দিকে যেতে লাগলো। কিন্তু এরই মাঝে সৈনিকেরা সৈকতে দাঁড়িয়ে থাকা ড্যানি ও তার সাথে থাকা আমাদের দলের বাকি সদস্যদের ধরে ফেললো। ড্যানি হাত উঁচু করলো। এবার তারা আমাদের দিকে আসতে শুরু করলো। আমাদের থেকে পঞ্চাশ মিটারের মতো দূরে, এমন সময়ে আমরা কিছুটা পানিতে চলে এসেছি। একজন অফিসার দ্রুতই ইঞ্জিন সচল করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কাজ হলো না। যেমনটা মুভিতে হয়ে থাকে, তেমনটাই হলো। ওই টেনশনের মুহূর্তে ইঞ্জিনটা আমাদের হার্টবিট আরো বাড়িয়ে দিলো। আমি পানির মধ্যে এক হাতে রেডিওটা ধরে রেখেছি, যাতে পানিতে পরে ভিজে না যায়। আরেকহাতে নৌকা ধরে আছি। দেখলাম শুমুলিক ইতোমধ্যেই পুনরায় তার ছুরি বের করেছে। লোকগুলো আমাদের কাছাকাছি এসে পড়লো একবারে।

'তোমাদের অস্ত্র নামাও!' চিৎকার করে সৈনিকদেরকে বললাম আমি।

'তুমি জানো না যে অস্ত্রগুলো একেকটা দিয়ে ডজনখানেক মানুষকে মারা সম্ভব।' ওদের মধ্যে একজন জবাব দিলো। এ কথা শুনে নৌকায় থাকা বিশজনের মতো ইহুদি ভয়ে কাচুমাচু করতে লাগলো, আমি জানিনা তখন তাদের মনের অবস্থা কেমন ছিলো। ঠিক তখনই তৃতীয় বারের চেষ্টায় মোটর চালু হয়ে গেলো। জোডিয়াক ব্যাপক দ্রুত সমুদ্রের দিকে চলতে লাগলো। শুমুলিক তার হাত বাড়িয়ে আমাকে ওপরে তুলে নিলো। আমরা চলে গেলাম সৈনিকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে 'থামো, যেও না আমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে কী হচ্ছে' নৌকার চালককে বললাম আমি, যে কিনা একজন সিল সদস্য।

'আমরাই শেষ নৌকায় আছি। এসব ব্যাপারে আমরাই রিপোর্ট করতে পারবো কেবল।' ঐ সিল সদস্যকে ব্যাখ্যা করলো শুমুলিক। আমাদের একশো মিটার দূরের এক জোডিয়াক থেকে মোটরের শব্দ ভেসে এলো। সম্ভবত ওই নৌকাটি আমাদের আগেই পালাতে সক্ষম হয়েছিলো। নিশ্চয়ই তারা গুলির শব্দ শুনেছিলো, কিন্তু কোথা থেকে এর উৎপত্তি তা বুঝতে পারেনি। সৈকত ছাড়তে আমাদের এক মিনিট লেগেছিলো, বড়জোর এক মিনিট। এটুকু সময়ের ভেতর আমরা কেবল গুলির সাথে সাথে সৈনিকদের 'হাত ওপরে তোলো' এর বেশি কিছু বলতে শুনিনি।

উপকূল থেকে একশো মিটার দূরে গিয়ে আমরা আমরা অধিবাস্তব দৃশ্য দেখতে পেলাম। চাঁদ উজ্জ্বলভাবে সমুদ্রের পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছিলো, আলোকিত করে রেখেছিলো পুরো জায়গাটি। তীরে ড্যানি, এলি, ডক্টর পোমেরেঞ্জ এবং জো হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

তাদেরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকজন সৈন্য। আমি বিষয়টা রেডিও মাধ্যমে দলের বাকি সদস্যদেরকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলাম। রেডিও মারফত বললাম, 'সাবধান হও সবাই! আমাদের টিমের চারজন অফিসার সুসজ্জিত সুদানি আর্মিদের হাতে ধরা পড়েছে।' খবরটা পৌছে গেলো রাবির হাত হয়ে নেভি সিল সদস্যদের কাছে। তাদের কমান্ডার জোর গলায় বলে উঠলেন, 'আমাদের সৈন্য আটকে রেখেছে সুদানি আর্মিরা! অফিসারগণ, অস্ত্র বের করুন।'

জোডিয়াক থেকে সৈকতে তখন অনেকটা যুদ্ধবন্দিদের ধরা খাবার মতো দৃশ্য দেখা যাচ্ছিলো। অস্ত্রের মুখে কয়েকজন লোক হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে তৎক্ষণাৎ একটা প্রশ্ন জাগলো। আমরা এখানে আছি এই সুদানি অফিসাররা তা জানলো কীভাবে? এটার পোস্টমর্টেম করতে গিয়ে প্রথমেই আমার মনে যা এলো, তারা আসলে ঐ স্মাগলারদের পিছু নিয়েছিলো, যাদের কিনা আমরা কাজ করার সময় দেখেছিলাম। পোর্ট সুদান হতে ফ্রিজ বে পর্যন্ত এসেছে স্মাগলারদের পিছু পিছু। লক্ষ্য রেখেছিলো চুপিসারে, কিন্তু কিছু করেনি। তাহলে তারা আমাদের পিছু কেন নিলো? এর সমাধান হলো পোর্ট সুদান থেকে ড্যানির লাল টয়োটা ট্রাক দেখে তারা তাকে স্মাগলার ভেবে বসে। তারপর পিছু নেয়। ফলশ্রুতিতে এসে আমাদেরকেই ধরে ফেলে। কিন্তু তারা যখন আমাদেরকে নৌকায় কাজ করতে দেখলো তখন কিছু করেনি কেন? কারণ আমাদের দলে অজস্র মানুষ ছিলো। তাই তারা অপেক্ষা করছিলো কখন বেশ কয়েকটা নৌকা তীর ছেড়ে যাবে এবং অল্প কজন সদস্যকে

তারা ধরে ফেলতে পারবে। যেই ভাবা সেই কাজ। আমাদের কয়েকটা নৌকা তীর ছাড়ার পরই তারা একটা নৌকা তীরে আটকে যাবার সময় আমাদের ওপর আক্রমণ শানিয়ে আমাদের চারজন অফিসারকে ধরাশায়ী করে। এই ছিলো মূল ঘটনা তাহলে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে ড্যানির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। লোকটার সাহস আছে বলতে হবে। হাত উঁচু করা, অফিসাররা পেটের মধ্যে কালাশকনিভ রাইফেল ধরে আছে। তবুও সে বিন্দুমাত্র ভীত নয় বরং আরো বেশি সাহস সঞ্চয় করলো।

ইংরেজিতে চিৎকার করে বললো, 'কী করছো তোমরা মূর্খের দল! টুরিস্টদের ওপর হামলা করছো!' কথা শুনে সৈনিকদের মধ্যে ইংরেজি জানা একজন সৈন্য হতবাক হয়ে গেলো। আর আমাদের দলের বাকি সদস্যরা তাকে ইশারায় সাহস দিলো। অবস্থা অনুকূলে বুঝতে পেরে ড্যানি আরো খেঁকিয়ে উঠলো অফিসারদের ওপর। 'আমি সরকারি টুরিস্ট কর্পোরেশনের কর্মকর্তা। সুদানে অধিক পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য, এখানকার পরিবেশ সুন্দর করতে দিনরাত কাজ করে যাচ্ছি। আর তোমরা করছোটা কী! আমাদের ওপর গুলি চালাচ্ছো! তোমরা দেখছো না আমরা এখানে রাত্রিকালীন ডাইভের আয়োজন করেছি? অথচ তোমরা টুরিস্টদের ওপর গুলি চালিয়েছো! তার ওপর কোনোরকম সতর্কবার্তা ছাড়াই!!!'

সৈনিকদের মধ্যে একজন অফিসার অনুনয় করে উঠলো। 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আমরা আসলে আপনাদের স্মাগলার ভেবেছিলাম।' ইংরেজিতে বললো অফিসারটি।

এতে ড্যানি আরো ক্ষেপে যাবার ভাব ধরলো। আরো গলা উচিয়ে বললো, 'আমি তোমাদের নামে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিকট নালিশ করবো। কে তোমাদের অফিসার বানিয়েছে! যত্তসব! এর সাজা তোমাদের পেতেই হবে।'

এখানে আমি উক্ত অফিসারটির প্রতি একটু প্রশংসা নিবেদন করতে চাই। তারা আসলেই সৎ ছিলো। স্মাগলারদের দমনে তাদের পিছু নিয়েছিলো। কিন্তু ভুলবশত আমাদের পাকড়াও করে। যাইহোক, ওদিকে রাবিসহ নেভি সিলের বাকি সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে আমাদের দিকেই আসছিলো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, আমাদের চার সদস্যকে মুক্ত করার জন্য। কিন্তু খানিকবাদে রেডিও মারফড ড্যানি সবাইকে বার্তা পাঠালো, 'এ্যাটেনশন, আমরা সবাই ঠিক আছি। সবকিছু ঠিকঠাক আছে। তোমরা কেউই পাড়ে এসো না। নিজেদের পরিকল্পনামাফিক কাজ করো। সৈকতের দিকে এসো না। ভিলেজে গিয়ে আমাদের পুনরায় দেখা হবে।'

জোডিয়াকের গলুই থেকে আমি ড্যানিকে দেখতে পাচ্ছিলাম সৈকত ও আমাদের মাঝে দুরত্ব কম থাকার কারণে। দেখতে পাচ্ছিলাম সে নিজের ইচ্ছায় রেডিওতে বার্তা প্রেরণ করছে এবং কোনো রাইফেলই তার দিকে তাক করা নেই।

দ্বিধান্বিত হয়ে অফিসাররা ড্যানি ও বাকি সদস্যদেরকে হুমকি দেওয়া বন্ধ করে দিলো। তাদেরকে এতক্ষণ ঘিরে রাখা সার্কেলটিও এবার মুক্ত করলো। এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ চলে গেলো ট্রাকের মালামাল পরীক্ষা করার জন্য, যেটায় কিনা আমাদের শরণার্থীদের ভাইদের জিনিসপত্র ছিলো।

ইউরোপীয় পুলিশ হলে হয়তোবা সব বুঝে যেত। ফের আটক করতো ড্যানিকে। কেননা, ট্রাকের মধ্যে থাকা মালামাল টুরিস্টদের মালামালের মতো নয় তা স্পষ্ট। কিন্তু এই সুদানি অফিসাররা কোনো ইউরোপীয় টুরিস্ট সাইট পরিদর্শন করেনি, এটাই তাদের ব্যর্থতা। তাই তারা বিষয়টি বুঝতে পারলো না। গোপনে অবৈধ অভিযান চলার সময় নিজের বিবেকবুদ্ধির খেল যে বড় ভূমিকা রাখতে পারে সেটা আবারো প্রমাণিত হলো। স্বয়ং ড্যানিই তা প্রমাণ করলো।

নিরাপদ তীরে হাঁটতে হাঁটতে ড্যানি আমাদেরকে তৃতীয়বারের মতো বার্তা পাঠালো, 'কেবল একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তোমরা চলে যাও। ভিলেজে গিয়ে আমাদের দেখা হবে পরে।'

সুবিধাজনক স্থান হতে আমরা আরো কিছুক্ষণ তাদেরকে দেখলাম। ড্যানির গলা চিন্তামুক্ত শোনাচ্ছিলো। আমি তখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং অনিশ্চয়তায় ভুগছিলাম। তাই বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম ড্যানিকে নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়াতে। জো, এলি, শুমুলিক এবং ডক্টর পোমেরেঞ্জও মুক্তমনে হাঁটছিলো। ড্যানি ও অফিসারদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিলো। তবে গুরুতর কিছু নয়। এমনি হাত নেড়ে নেড়ে দুপক্ষই কথাবার্তা বলছিলো। কেউবা খাচ্ছিলো সিগারেট।

'চলো। আমরা এখন দলের বাকি সদস্যদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি।' চালক সিল সদস্যকে বললাম আমি।

শাঁই করে আমরা এক মিনিটের মধ্যে রাবির নৌকার সাথে মিলিত হলাম। তারপর খুঁজে বের করলাম সন্ধ্যার সেই জায়গা। এবার, চাঁদের আলোয় স্মাগলারদের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। যদি তারা গুলির শব্দ শুনতে পেত, তাহলে মরার মতো হয়ে শুয়ে পড়তো এবং মরার ভান করতো। এর পাশেই মার্কার, যেখানে অসপ্রের ঘটনা ঘটেছিলো। এখানেই আমি এবং রাবি সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। শরণার্থী

ভাইদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো লম্বা ভ্রমণের জন্য নৌবাহিনীর জাহাজ ব্যাট গালিমের উদ্দেশ্যে। আমরা চলে এলাম ভিলেজের অভিমুখে। আপাতত সকল বিপদ শেষ। এবং আমরা ধারণা করছিলাম রাতের ভেতরেই আমরা সুদান ত্যাগ করতে পারব।

ভিলেজে যাবার জন্য আমরা জোডিয়াক নৌকাটি হ্রদের কিনারায় বাধলাম। তারপর অন্য আরেকটি নৌকার ব্যবস্থা করলাম। সাথে মনে করে নিয়ে নিলাম আমাদের সকল প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি। তারপর রওনা হলাম ঘরের দিকে। আমাদের প্রত্যেকেই টাকা, পাসপোর্ট এবং কাপড়চোপড়ের একটা বান্ডেল তৈরি রাখলাম যেকোন ইমার্জেন্সি সামলাবার জন্য।

আমাদের স্থানীয় কর্মচারীরা ঘুমাচ্ছিলো, আর নয়তো ঘুমাবার ভান করছিলো। আমরা তখন কারো সাথে দেখা না করে সোজা হ্রদের কিনারায় চলে গেলাম থামগুলোর কাছে, ড্যানি ও দলের বাকিদের আসার অপেক্ষা করার জন্য। তাছাড়া কোনো পুলিশ যদি এসে পরে এখানে তল্লাশির জন্য, তাহলে আমরা নৌকা দিয়ে সমুদ্র হয়ে সোজা পালিয়ে যাবো। এটাই ছিলো মাথায়।

আমাদের ওয়াকিটকি অল্প কিছু জায়গার ভেতরে কাজ করতে সক্ষম। তাছাড়া আমরা চাইলেই বেশি মানুষের মোকাবিলা করতে পারবো না। নানা কথা চিন্তা করে আমার বুকে কাঁপন ধরে যাচ্ছিলো। কেননা ড্যানি ও বাকিরা তখনও এসে পৌছায়নি। ব্যাপারটা বেশ আতঙ্কের। সম্ভবত নৌবাহিনীর নৌকাগুলোও মূল জাহাজের কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি। তারপরও আমার মনে এক রকমের ভালো লাগা বয়ে চলছিলো এটা মনে করে যে, ড্যানিকে আমি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেখেছিলাম, তাছাড়া দলের বাকিরাও যার যার মত হাঁটাচলা করছিলো। তার মানে ড্যানির সমস্যার সমাধান হয়েছিলো।

আমি জানি না ড্যানি এবং বাকি সদস্যদের এসে পৌঁছুতে কতক্ষণ সময় লেগেছিলো, ড্যানি তার টয়োটায় বসে রেডিওর সিগনাল দেখছিলো এবং পরবর্তী কাজের নির্দেশনা দিচ্ছিলো।

'সেখানে বেশ উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। আমি তো ভেবেছিলাম সুদানি সৈন্যরা নৌকাটি ধরে ফেলবে! কিন্তু শেষ মুহূর্তে তোমরা যা গেম খেললে। এক কথায় অসাধারণ! সুদানি অফিসারগুলো ভীতু ছিলো এবং একজন প্যারাট্রুপার হিসেবে আমি লক্ষ্য করেছি তাদের রাইফেলগুলোর শুটিং সেট 'স্বয়ংক্রিয়'

করা ছিলো। কি ভয়ানক পরিস্থিতি!' বলতে বলতেই পোমেরেঞ্জ ড্যানির সাথে হাসিতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো।

জো, যে কিনা তিনবেলা খাবার পরে সিগারেট খাওয়া থেকে বিরত থেকেছিলো, সেও সিগারেট খেতে শুরু করলো একটার পর একটা। আমরা খুব আনন্দিত হলাম। আশাবাদী ছিলাম মূল জাহাজ ব্যাট গালিমে পৌছে গিয়েছিলো নৌকাগুলো। কোনো সন্দেহ নেই, এটা যদি একটা ইনটেলিজেন্স মিশন হতো, মোসাদ হেডকোয়ার্টার পশ্চিম থেকে আমাদেরকে সরিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে এবং সংবর্ধনা দিতে আপত্তি করতো না, কেননা আমরা চরম বিপদের মুহূর্তের মাঝেও শত্রুদের থেকে শরণার্থীদের নিয়ে সফল অভিযান সমাপ্ত করেছিলাম।

কিন্তু এটা কোনো ইনটেলিজেন্স অপারেশন ছিলো না। আমাদের অভিযানটি ছিলো মোসাদ কর্তৃক পরিচালিত একটি স্পাই অপারেশন, যা কিনা ভুবন বিখ্যাত কাজ। আফ্রিকার একটি দেশ হতে কয়েক হাজার বিপর্যয়গ্রস্ত ইহুদি শরণার্থীদেরকে ফিরিয়ে নিতে একটি দেশের পক্ষে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ, সেনাবাহিনী সংযোগ এবং নানা বিপত্তির সৃষ্টি করার কোনো হেতু আছে কী? নেই। তাই গুপ্ত অভিযানের মাধ্যমে সকল শরণার্থীদেরকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিলো। আর আমরা সেই কাজের অংশীদার হতে পেরে খুবই গর্ব বোধ করছিলাম।

অভিযান শেষে মনুষ্যসুলভ আচরণের জন্য বাড়ি ফিরে যেতে মন উতলা হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষনেই ভাবতে লাগলাম প্রতিনিয়ত বাড়তে থাকা নির্যাতিত আমাদের ভাইদের কী হাল হবে যদি আমরা চলে যাই? বাকি যারা রয়ে গেছে তাদেরকে সেই বিপদের মধ্যে ফেলে দেশে চলে যাওয়াটা কি উচিত হবে? মোটেই না। আমাদের প্রাণ সায় দিলো না। তাই একটা ডিসিশন নিয়ে নিলাম। আমরা রয়ে গেলাম সুদানে।

কিন্তু ফ্রিজ বের ঘটনার পর থেকে আমাদের মাথায় একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, এরপর যেকোনো গুপ্ত অভিযান পরিচালনা করাই আমাদের জন্য বেশ বিপদের একটা বিষয় হতে পারে। কারন বারবার একই জায়গায় মিলিত হওয়া, শরণার্থীদের নিয়ে লম্বা পথে যাতায়াত করা, বারবার ব্যারিকেডে আটকা পরার বিষয়গুলো যেকোনো সময় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। তাই হেডকোয়ার্টার থেকে বলা হলো অভিযানের পদ্ধতি পরিবর্তন ব্যতীত আর কোনো উপায় নেই। তাছাড়া পোর্ট সুদানের লম্বা রাস্তায় এত এত শরণার্থী নিয়ে বারবার আসাটাও হেডকোয়ার্টার থেকে নিরাপদ বলে মনে করা হলো না।

তাই অভিযান চালানোর জন্য আরেকটি বিকল্প উৎস হতে পারে বিমানবাহিনীর সংযোজন। আফ্রিকার মাটিতে অভিযান পরিচালনায় বিমান ব্যবহার কোনো কঠিন বিষয় নয়। কেননা, ইসরায়েল থেকে সুদানের দুরত্ব উগান্ডা থেকে ইসরায়েলের যতটুকু দুরত্ব, তার চাইতেও কম। তাছাড়া এরপর থেকে উদ্ধার অভিযানে ব্যবহৃত রাস্তাগুলোয় বেশি সতর্কতা দেখা গেলো। কাজেই, অন্তত এই সময়ের জন্য হলেও বিমানবাহিনীর সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিলো।

কিন্তু এতসব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ব্যাপক সময়ের দরকার ছিলো। তাই আমরা বিমানযোগে ইউরোপ হয়ে ইসরায়েলে চলে গেলাম।

আমাদের নিয়মিত কর্মচারী যারা ভিলেজে কাজ করছিলো, তারা কোন টুরিস্টকে আসতে না দেখে অবাক হয়েছিলো। তাদেরকে বলা হলো, আমরা এরোজ ভিলেজের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আরো সরঞ্জামাদি আনতে ইউরোপ যাচ্ছি। আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়াটা হঠাৎ কোনো ব্যাপার ছিলো না। আমি এবং রাবি নিয়মিতই পোর্ট সুদান থেকে খার্তুম, খার্তুম থেকে হিলটন এবং ইউরোপে গিয়েছি বিমানে করে।

এভাবে পবিত্র মাতৃভূমি ছেড়ে তিনমাস থাকার পর আমি আর রাবি পুনরায় ফিরে এসেছি। আমাদের জন্য গুরিয়ন এয়ারপোর্ট হলে অপেক্ষা করছে প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বিগিনের পাঠানো ইফ্রেইম।

▣

বিমানের দরজা ছেড়ে বের হতেই ঠান্ডা বাতাস আমাদের ছুঁয়ে গেলো। পরিবেশ মুহূর্তেই ভুলিয়ে দিলো যে আমরা সুদানে ছিলাম। ওখানকার ৩৫ ডিগ্রীরও বেশি অসহ্যকর তাপমাত্রা রীতিমতো এখানকার ঠান্ডা আবহাওয়ার অধিবাসীদের পাগল করে তুলবে।

আমাদের সংক্ষিপ্ত বাড়ি ফেরার ভ্রমণটি একমাসেরও বেশি সময় ব্যাপিত ছিলো। বাড়ি ফেরার পর আমাকে সবার কাছে প্রায়ই একই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হলো। ঘরে বাইরে স্ত্রী, বন্ধুরা সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো 'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে এতদিন?' যাইহোক কোনোরকমে তাদেরকে নানা কিছু বলে সন্তুষ্ট করেছি আমি। তবে সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, আমার ছোট্ট ছেলেটির বয়স ততদিনে ছয় বছর হয়ে গিয়েছিলো। আমি হয়তোবা একজন দেশপ্রেমিক হতে পেরেছিলাম, কিন্তু

'ফাদার অব দ্য ইয়ার' নামে যদি কোনো পুরস্কার দেওয়া হতো আমি কখনোই তা পেতাম না।

যাইহোক, আমাদের এই সুখের সময় অল্পকিছু দিন স্থায়ী ছিলো। কেননা, কয়েকদিন পর আমাদের অভিযানের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণে পাঠানো হলো। তাছাড়া অভিযানের আদ্যোপান্ত বর্ণনার জন্য ডাকা হলো হেডকোয়ার্টারে। এয়ারফোর্সের হেডকোয়ার্টারের ছোট্ট অফিসের কেবিনেটে একজন তরুণ অফিসার বেশকিছু যন্ত্র রাখলো। আমাকে সে জানালো এগুলো অভিযানের মাঠে আমাদেরকে সহায়তা করবে।

যন্ত্রগুলোর সাধারণ কিছু ব্যবহার দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করা হয়ে গেলো। আমি অফিসারের সতর্ক দৃষ্টির মাঝেই যন্ত্রগুলো রেখে দিলাম। অফিসার নিজেও আমাকে বেশি তাড়া দিলো না। কারণ মেস থেকে শনিটজেল (রুটির মধ্যে মাংসের স্লাইস রেখে তেলে ভাজা এক ধরণের খাবার) এর সুঘ্রাণ আসছিলো।

'বেস্ট অব লাক। আমি শনিটজেল খুব পছন্দ করি।' বলেই অফিসার আমাকে গেজেটগুলো বুঝিয়ে দিয়ে তেলআবিবের ডিফেন্স মিনিস্ট্রি কমপ্লেক্সের মেস হলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ইসরায়েলে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণের সময় অনেক কিছুই প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো। তার মাঝে ছিলো সি-১৩০ হারকিউলিস ট্রান্সপোর্ট প্লেন চালানোর প্রশিক্ষণ। কাজটা ছিলো খুবই কঠিন। আমাদেরকে বলা হলো, সুদানের মাটিতে এমন কিছু চালাতে গিয়ে সামান্য ভুল ডেকে আনতে পারে বিশাল বিপর্যয়।

একটা সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো সুদানের মাটিতে গুপ্ত প্যারাট্রুপার টিম পাঠানো হবে এয়ারক্রাফটে করে। কিন্তু আমরা মোসাদ হেডকোয়ার্টারে এর বিপক্ষে অবস্থান নিলাম। আমরা প্রাকটিক্যালি অভিযানের কথা উল্লেখ করলাম। বললাম, আমাদের কাজ হচ্ছে এয়ারক্রাফটগুলোকে ল্যান্ডিংয়ের অবস্থান চিহ্নিত করে দেওয়া এবং তারপর সকল মানুষকে সেখানে এনে হাজির করা। সৈন্যদেরকে দিয়ে এটা নিশ্চিত করা যে কেউ বাদ যাবে না এবং সবার গন্তব্যে রওনা হবার ব্যবস্থা করা।

সুদানে বিমান উড্ডয়ন করাটা সহজ, কারণ দূরবর্তী অনেক জায়গা রয়েছে। আর আমাদের এয়ারক্রাফটে সেনাবাহিনীর কাজ হচ্ছে আমাদেরকে কেবল নিরাপত্তা দেওয়া, কারণ আমরা সবাই নিরস্ত্র। কাজ করার সময় যদি কখনো কোন আগন্তুক অথবা সুদানি পুলিশ এসে হাজির হয়ে যায় তাদের সাথে বোঝাপড়ার দায়িত্বে থাকবে প্যারাট্রুপাররা। অবশ্য

সুদানের মাটিতে আমরা কোনো যুদ্ধ চাই না। কেননা, এয়ারক্রাফটে রাইফেলের কয়েকটি বুলেটের আঘাত বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

অতএব, সুদানের মাটিতে যেকোনো এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিংয়ের পূর্বেই আমাদেরকে আশেপাশে বেশ ভালোভাবে নজর রাখতে হবে। পুলিশ প্রহরা, আর্মি অফিসারদের হাত থেকে ল্যান্ডিং এরিয়া মুক্ত কিনা এ বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে। যাইহোক, বেশ কয়েকবারের প্রচেষ্টায় আমরা হারকিউলিস বিমান চালকদের সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হলাম বিমান চালানোর ক্ষেত্রে। প্যারাট্রুপার অফিসার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আমোস ইয়ারুন এই যৌথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এভাবে মে মাসের শুরুর দিকে আমি এবং রাবি সুদানে ফিরে যাই, ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে উদ্ধার করার জন্য আরেকটি শক্ত অভিযানের সূচনা করতে। এবার আমরা স্থানীয়দের ফাঁকি দিতে কোন গল্প ফেঁদে ছিলাম তা মনে করতে পারছি না। তবে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়েছিলাম তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে। ফলে কেউই আমাদের বিষয়ে খুব বেশি ঘাঁটানোর প্রয়োজন মনে করেনি।

এরপর কয়েকদিনের মধ্যে ড্যানির সাথে আরো কয়েকজন ক্রু এসে পৌঁছালো। আমরা সবাই খার্তুমের হিলটনে একত্রিত হলাম অভিযান বিষয়ে বাকি পরিকল্পনা সেরে নেওয়ার জন্য।

এবারের দল নতুন মুখ দিয়ে ভরা। তাদের মধ্যে একজন ছিলো লুইস, দুরন্ত এবং হাস্যরসাত্মক এই তরুণ নেভি সিলসের সদস্য ছিলো। একজন মেকানিক হিসেবে তার জুড়ি নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সুদানে পরে থাকা একটা নষ্ট জেনারেটর সে সারিয়ে তুলেছিলো, যেটি কিনা গত দশ বছর ধরে অব্যবস্থাপনায় পরে ছিলো।

ঐদিন সন্ধ্যায় ছিলো ইসরায়েলের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম প্রহর। আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিলাম দামী হোটেলে গিয়ে একটু খাবারদাবার খেতে এবং আনন্দ করতে। তাই আমরা হিলটনের সবচেয়ে দামী রেস্টুরেন্ট আইভরি ক্লাবে গেলাম। সুস্বাদু সব খাবার খেলাম। তারপর মদ খেয়ে আনন্দ করতে লাগলাম। রেস্টুরেন্টের এক কোণে আমি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যে কিনা আমাদের দিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো। আমি তাকে চিনতে পারলাম। আমাদের বন্ধু উরি, যার সাথে আমরা গেদারেফের সরকারি গেস্টহাউজে মিলিত হয়েছিলাম, তার পরিবর্তে সে আমাদের দলে যোগদান করেছে। গুপ্ত অভিযানের নিয়ম অনুসারেই আমি তাকে না চেনার ভান করলাম। অ্যালকোহল একটু বেশিই পান করে ফেলেছিলাম আমরা। তারই চাপ পুরো মাথায়। আমি হিব্রু ভাষায়

আমাদের স্বাধীনতার গান গাইতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম আমি ইংরেজিতে গান গাইছি। অতঃপর আমি আরেকটি গান ধরলাম। আমার সাথে গাইতে লাগলো সবাই।

পরদিন, আমরা অতিশয় ক্লান্তি, কিন্তু মনে আনন্দ নিয়ে ভিলেজের দিকে রওনা হলাম পরবর্তী বিমান অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য। ঐ সপ্তাহে আমি এবং ড্যানি দুজন মিলে ব্যাপক জায়গা ঘুরেছি। ট্রাকে ঘুরে ঘুরে ভিলেজ থেকে প্রায় দুইশো কিলোমিটারেরও বেশি জায়গা জুড়ে চষে বেড়িয়েছি এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজে পাবার জন্য।

▣

হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত বার্তায় জানানো হলো, 'পোর্ট সুদানে বিমান ল্যান্ডিং করার জন্য উপযুক্ত জায়গা আছে কিনা এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট তথ্য দরকার।'

প্রযুক্তির দিক দিয়ে হারকিউলিস বিমানের সুদানে অবতরণে যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এত দূরত্বে আসার জন্য প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন। এটা সত্য যে, ইসরায়েলি এয়ারফোর্স ১৯৭৬ সালে উগান্ডার এনতেবে শহরে বহু দূরের পথ পাড়ি দিয়ে অবতরণ করেছিলো, কিন্তু সেজন্য বিমানগুলোকে পুনরায় জ্বালানির জন্য নাইরোবিতে যাত্রা বিরতি করতে হয়েছিলো।

নৌবাহিনী কর্তৃক আমাদের দ্বিতীয় অভিযান চালানোর সময়ও বিমানের সহায়তা নেওয়া হয়েছিলো। একবার জাহাজে প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত একটা মেয়েকে তোলা হয়েছিলো। সময় যত যাচ্ছিলো, মেয়েটির অবস্থাও তত করুণ হচ্ছিলো। তাই ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে বললেন। নৌবাহিনী জাহাজ ব্যাট গালিম ধীরগতির হওয়াতে যথাসময়ে মেয়েটির চিকিৎসা নিশ্চিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই সুদানি উপকূল থেকে মেয়েটিকে নেওয়ার জন্য দ্রুত একটি সিএইচ-৫৩ মডেলের হেলিকপ্টার পাঠাতে বলা হলো। এতটা দূরে আসার ফলে হেলিকপ্টারের রিফিউলিং প্রয়োজন হয়ে পরেছিলো। একটু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এয়ারফোর্স কর্তৃক জানানো হলো- 'কোন সমস্যা নেই। আমরা প্রস্তুত।'

বহুদূর থেকে অভিযান চলাকালে ঝুঁকি নিয়েও মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য হেলিকপ্টার আনার বিষয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি, অথচ মেয়েটি ইসরায়েলের নাগরিকও ছিলো না। তবে এতকিছু দরকার পরলো না।

রাতের বেলায় মেয়েটির অবস্থার উন্নতি হওয়াতে বিমান অভিযানের বিষয়টি স্থগিত করা হলো।

আরব লীগের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এবং ইয়োম কিপুর যুদ্ধের সময় সুদানে ছয়দিন যুদ্ধ করার পরও সুদান এবং ইসরায়েলের সম্পর্কটা অত দ্বন্দ্বপূর্ণ ছিলো না। তাছাড়া সুদান বিষয়ে আমাদের এয়ারফোর্সে খুব কম তথ্য ছিলো। তাও আবার যতটুকু ছিলো সেসব আকাশপথে বিভিন্ন ছবি ও ম্যাপের বদৌলতে। তাই আমাদের বেশ চাপ দেওয়া হলো তথ্য সংগ্রহ করার জন্য, যাতে নিরাপদে বিমানযোগে উদ্ধার অভিযান চালানো সম্ভব হয়।

এই কাজের অংশ হিসেবে আমি এবং রাবি ভ্রমণ করতে লাগলাম। আমরা এজন্য গেদারেফের অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘুরে বেড়ালাম। আমাদের বিমান ল্যান্ডিং করার জন্য অবশ্যই একেবারে নীরবপ্রান্ত খুঁজে বের করতে বলা হয়েছিলো। সেখানে এমনকি ভেড়ার খামারও থাকা চলবে না! কেননা, রাতের বেলা বিমান অবতরণের শব্দও অনেক দূর চলে যায়। আমরা যত দক্ষিণে যাচ্ছিলাম শরণার্থী ক্যাম্পের সংখ্যা তত কমে আসছিলো। এক সময় আমরা দিগন্তজোড়া শষ্যক্ষেত দেখতে পেলাম। আমার জীবনে আমি কখনো এত বিশাল শষ্যক্ষেত দেখিনি।

এই বিস্তৃত শষ্যক্ষেতের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে সড়ক। সড়কটি আরব বিশ্বের দেশগুলোর মাঝে তেল রপ্তানিতে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিলো। মূলত ইয়োম কিপুর যুদ্ধের পরপরই এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। পুরো জায়গা জুড়ে চাষাবাদ করা হয়েছে। কয়েক কিলোমিটার পরপর হ্রদ, সেচপ্রকল্প। সেচ দেওয়ার যন্ত্রগুলো জার্মানি থেকে আমদানিকৃত। কয়েক মৌসুম ভালো চললেও, একটু ত্রুটি দেখা দিলে এসব যন্ত্রের সামান্য একটা স্ক্রুর জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করতে হতো। যাইহোক, স্থানীয়দের চাষাবাদ করা এই শষ্য কাস্টমারদের হাতে সবসময় পৌঁছাতো না, হয় ট্রাক সংকটের কারণে, আর নয়তো ইদুরের আক্রমণের ফলে।

গেদারেফে আমাদের ভ্রমণ ছিলো একেবারে অপ্রসূত। কোন কাজে আসেনি তা। উল্টো আমাদের নামে স্থানীয় পুলিশদের ফাইলে আরেকটি মামলা দায়ের করা হয়।

ঘটনা হচ্ছে, এক সন্ধ্যায় একটি পুলিশ ফাঁড়িতে দায়িত্বরত পুলিশ আমাদের ট্রাক থামায়। জিজ্ঞেস করে গেদারেফে আমরা কী করছি। আমরা তখন বানিয়ে বানিয়ে তাদেরকে ডাইভিং স্পট খোঁজার কথা বললাম। কথাটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হলো বটে। কিন্তু যেইমাত্র

তারা আমাদের ট্রাক চেক করলো, অমনি ওখানে পোলারয়েড ক্যামেরায় একটা পুলিশ সদস্যের ছবি দেখতে পেলো। ব্যস! আমাদের নামে লেখা হয়ে গেলো মামলা। সে যাত্রায় আমরা কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে মুক্তি পেয়েছিলাম।

যাইহোক, গেদারেফে আমাদের অনুসন্ধান ব্যর্থ হবার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম গেদারেফ শহর থেকে চারশো কিলোমিটার দূরে, উত্তরপূর্ব দিকের অঞ্চল সিনকাত ইরকিতে অনুসন্ধান চালানোর জন্য। সিনকাতে যেতে পুরো রাস্তা ছিলো বেশ সরু এবং বাজেরকম খানাখন্দে ভরা। ভুল করে কেউ হয়তো অন্যত্র চলে যাবে, যদি না সেখানকার একটা বিনোদন ক্যাম্পে এই অঞ্চলের নাম লেখা দেখতে না পায়। ঐ রাস্তা ধরে কয়েক কিলোমিটার ড্রাইভিং করার পরই পেয়ে গেলাম আমাদের গুপ্তধন, যেটার জন্য আমরা এতটা অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম। এটা ছিলো ব্রিটিশদের একটা পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ড।

জায়গাটি যে একটি বিমান অবতরণের ক্ষেত্র, এটা যেকোনো স্পাই এজেন্টের সহজেই চেনার কথা। আমাদের এয়ারফোর্স ইনটেলিজেন্স বিশেষজ্ঞ কর্তৃক জায়গাটি মার্ক করা হলো। রাস্তা থেকে একশো মিটারের একটু বেশি দূরে দুই দিক থেকে একটা রানওয়ে। চার দশকের পশলা বৃষ্টির ফলে জায়গাটা চেনা একেবারে কঠিন। তাছাড়া আমরা কিছু ভাঙাচোরা দেওয়ালও দেখতে পেলাম। সম্ভবত সেগুলো নিয়মিত যাত্রা বিরতির জন্য ব্যবহৃত হতো। যাইহোক চমৎকার কাজ করেছে আরএএফ। মনে মনে ভাবলাম আমরা।

ইরকিতের এই ছোট্ট এয়ারফিল্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে আছে, যার অব্যবহিত পরেই আদ্দিস আবাবায় সম্রাট হাইল সেলাসির সাম্রাজ্য পুনর্গঠিত হয়। সেসময় ইথিওপিয়ান শাসক, যারা কিনা 'জুদাইজমের সিংহ' উপাধি বহন করতেন, তাদের কাছে আমাদের সরকার ইহুদিদের তাদের স্বপ্নভূমি ইসরায়েলে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলো।

▣

আমি এবং ড্যানি সুদানি উপকূলের দক্ষিনাঞ্চল দিয়ে যাওয়ার সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচুর নিদর্শন দেখতে পেয়েছিলাম। ইসরায়েলি এয়ারফোর্স থেকে আমাদের অনুরোধ করা হলো, ইরিত্রিয়া বর্ডার থেকে খুব কাছের অঞ্চল তোকারে এসএএম২ মিসাইল ব্লাস্ট হবার রিপোর্টটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য।

ইরকিতের চেয়ে তোকারের তাপমাত্রা ছিলো খুব বেশি। তোকারের আবহাওয়া ইরকিত উপকূলের চেয়ে এতটাই বেশি গরম ছিলো যে রীতিমতো তা অত্যাচার মনে হতো। আমি আমার তোকার সফরের কথা কখনো ভুলবো না। এয়ার কন্ডিশনের রুম ছেড়ে দিয়ে মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন গরম আবহাওয়ার মাঝে লাল টয়োটা ট্রাকে করে ভ্যাপসা গরমের ভেতর বসে ছুটে চলার দিনগুলো ভোলার নয়। আমাদের শরীর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে যেত ওখান দিয়ে চলার সময়। কেননা, মার্ক করা ঐ রাস্তাটি মূলত একটি ডার্ট ট্র্যাক ছিলো।

পোর্ট সুদানের দক্ষিণাংশে প্রাচীন শহর সুয়াকিনের ভেতর কয়েক কিলোমিটার রাস্তা চলে গেছে উপকূল হয়ে। এই শহরটি বিংশ শতাব্দীতে এসে দুটি কারণে প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে আছে, সুদানের যাবতীয় রপ্তানি খাতে পোর্ট সুদানের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার ফলে এবং পোর্ট সুয়াকিনের সৈকতে ক্রমবর্ধমান পাথরের ব্লকিংয়ের জন্য। শহরটি খুবই নীরব। এজন্য এটাকে 'ঘুমন্ত শহর' বলা হয়ে থাকে। ঘুমন্ত শহর বলারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা, প্রচীনকালে নির্মিত এখানকার অনেক ভবনই পরিত্যক্ত। এতসব কারণে এই শহরটি ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টেও জায়গা পেয়েছে।

সুয়াকিনের উপকূল ধরে রাস্তাটি নির্মিত হয়েছিলো ব্রিটিশদের শাসনামলে, ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়ায় আক্রমণ করার জন্য যোগাযোগে ব্যবহারের অংশ হিসেবে। রাস্তাটি খুবই সরু এবং পাথরের প্লেট বসিয়ে তৈরি (ব্রিটিশরা তাদের শাসনামলে অনেক রাস্তা নির্মাণ করেছিলো সুদানে)।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে ব্রিটিশ আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্স কর্তৃক নির্মিত এই রাস্তার প্লেটগুলো স্থানীয়দের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ক্রমাগত বিশাল বিশাল ট্রাকের যাতায়াতের ফলে অনেক জায়গায় প্লেট উঠে বালুময় হয়ে গেছে রাস্তা।

আমাদের গাড়ি চালাবার স্পিড খুব বেশি ছিলো না। ঘন্টায় বিশ কিলোমিটার প্রায়। রাস্তাটি মূলত মাঝখানে বালু এবং দুইপাশে পাথরের প্লেটের চ্যানেল বৈ আর কিছুই নয়। একটা বেডফোর্ড ট্রাকের হয়ত এসবের ওপর দিয়ে ভেঙে চুড়ে চলার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের টয়োটা- যেটি কিনা জ্বালানি এবং যথেষ্ট পানিতে পরিপূর্ণ- রীতিমতো লাফালাফি করতে লাগলো।

তারপরেও আমরা সব সহ্য করে চলতে লাগলাম। দীর্ঘ এক বাজে ভ্রমণ এবং প্রচণ্ড গরম সহ্য করার পর আমরা চলে এলাম আমাদের গন্তব্যে- তোকারে। শহরটির একেবারে প্রবেশপথে, কেউ কোনোকিছু দেখুক বা না দেখুক মিসাইল ব্যাটারি দেখতে পাবে। ওটার বড়সড় রাডার ডিশে শকুন বাসা বেঁধেছে। দুটি জরাজীর্ণ মিসাইল পরে আছে। তারই পাশে স্থানীয় শিশুরা খেলাধুলা করছে।

তোকারের এই বেহাল দশা আমরা শীঘ্রই হেডকোয়ার্টারকে জানালাম। বললাম, এগুলো আমাদের বিমান অভিযানকে কোনোভাবেই ঠেকানোর ক্ষমতা রাখে না।

শহরটি মূলত বেশকিছু হাবেলি এবং বিল্ডিংয়ের সমন্বয়ে গঠিত। সবচেয়ে বড় যে স্থাপনা, সেটাই পুলিশের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহৃত হতো, যাদের প্রধান কাজ ছিলো স্থানীয় যত অবৈধ ব্যবসার দমন করা। এখানকার স্থানীয়রা মূলত ইরিত্রিয়া থেকে অবৈধভাবে আমদানি করা এ্যালকোহলের অবৈধ ব্যবসা করে জীবিকা অর্জন করে। পূর্ববর্তী ইতালিয়ান শাসক স্থানীয়দেরকে ওয়াইন বানানোর শিল্প শিখিয়ে গিয়েছিলেন। ইরিত্রিয়াতে আঙুর বাগানের সংকটও তাদেরকে এসব তৈরি থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তারা অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্যবসায়িকভাবে আমদানিকৃত এ্যালকোহলের ওপর ঝুকে যায়।

ওয়াইন নিয়ে আমি জেরুসালেমের সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ জাতিগোষ্ঠী মিয়া শিরিয়াম সম্প্রদ্রায়ের একটা কৌতুক শুনেছিলাম। এক মদ বিক্রেতা, তার মৃত্যুর সময় সন্তানদেরকে বললেন, 'আমার পুত্ররা, আমার সময় শেষ। তোমরা আমার একটু কাছে এসো। আমি তোমাদেরকে একটা গোপন বিষয় জানাবো। এটা শোনার পর সন্তানেরা চেচামেচি করে তার কান ঝালাপালা করে ফেললো গুপ্ত রহস্য জানার জন্য। অবশেষে তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে যা বলতে চাই, তা হলো আঙুর ফল থেকেও মদ তৈরি করা যায়।' শুনে বৃদ্ধের সন্তানরা রীতিমতো রেগে গেলো। এ আর এমন কী গুপ্ত রহস্য! কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি এরপর আর কোনো কথা না বলে চিরতরে ঘুমিয়ে গেলো।

ইরিত্রিয়ায় তৈরি স্পিরিটগুলোয় সুসজ্জিত বোতল ব্যবহার করা হতো, যেন তারা বড় কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা জিতে এসেছে। অন্য কোনো আইন মান্যকারী দেশ হলে এসব পণ্যে 'বিপজ্জনক' শব্দটি লিখে দিতো। আর পরামর্শ দিতো এগুলো ডাক্তারের পরামর্শ বৈ না কেনার জন্য। কেননা এসব পণ্য লিভারের ক্ষতি করার জন্য ব্যাপক কার্যকর। এছাড়াও ইরিত্রিয়ায় তৈরি ব্রান্ডি- যা স্থানীয়ভাবে চাত্তু মিগ্রেইন নামে পরিচিত- মাথাব্যথা তৈরির জন্য সবার কাছে সুপরিচিত।

প্রচণ্ড গরমে তোকারের কিছু দোকানে ঝাঁপ নামাতে দেখলাম আমরা। আরো দেখলাম অপরিচিত দুটো শেতাঙ্গ লোককে (আমাদেরকে) দেখে কেউ কেউ মুখ টিপে হাসছে।

▣

১৯৮২ সালের মে মাসে অভিযানের রাতে যেই বেদুঈনটি পরিত্যক্ত এয়ারফিল্ডের ধারে ছোট্ট একটা পাথরের ওপর বসে ছিলো, আমি নিশ্চিত সে স্বপ্ন দেখছিলো। পাহাড়ের পাদদেশে একটা কানাগলি চলে গেছে ইরকিতের দিকে। অতীতে, এখানে চলাচলরত গাড়ির সংখ্যা হাতে গোনা যেত।

সত্যি বলতে, আমি জানতাম না পাহাড়ের ওপর সে রাতে কে বসেছিলো। স্মাগলার, বেদুঈন নাকি কোনো তরুণ- কিছুই জানতাম না। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা আমাদের কর্মকাণ্ড দেখছিলো এবং আমরা চলে যাওয়ার পর পুলিশকেও অবহিত করেছিলো।

বিমান অভিযান চালানোর সময় আমাদের ওপর উত্তেজনা জেঁকে বসেছিলো। অভিযানটি ১৯৫০ সালে ইয়েমেন থেকে ইহুদিদের ইসরায়েলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযান 'অন ঈগল উইংস' এর ১৯৮০ সালের ভার্সন বলে মনে হচ্ছিলো। যদিও আমরা এমন একটি বিরূপ পরিবেশের দেশে সফলভাবে উপযুক্ত জায়গায় ল্যান্ডিংয়ের জন্য ব্যাপক ঝুঁকি নিয়েছিলাম।

আমাদের ইহুদি ভাইদের ওয়াদি নামক মিলিত হবার স্থান থেকে তুলে নেওয়ার কাজটি সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছিলো। তারপর চেকপোস্টের পুলিশি ঝামেলাও এড়িয়ে গিয়েছিলাম বেশ ভালোভাবেই। বিমান অভিযানের ফলে আমাদেরকে নোংরা, কাদামাটির রাস্তা ধরে যেতে হয়নি।

রাস্তায় সকল ঝামেলা পেরিয়ে যাবার আনন্দে আমরা ধুমসে সিগারেট খাচ্ছিলাম। যথাসময়ে এসে পৌছালাম এয়ারফিল্ডে। অতঃপর ট্রাকটি থামালাম জায়গামতো। বিমানের ল্যান্ডিংয়ের জায়গায় পৌঁছে যাবার পর আমরা সবাই একত্রিত হলাম। আমাদের ইহুদি ভাইয়েরা এয়ারফিল্ডের একটি পরিত্যক্ত ভাঙা দেওয়ালের পাশে গিয়ে জড়ো হলো। রওনা হবার আগে রানওয়েটা আরেকবার দেখে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলাম আমরা। তাই বাতি হাতে নেমে গেলাম কোন বাঁধা বা অপ্রত্যাশিত ঝামেলা এড়ানোর জন্য। রাতের বেলায় সব ভালো করে দেখার জন্য পাইলটরা তাদের যন্ত্রপাতি যেমন- নাইট গগলস পরে নিলো। আমাদের বাতিও রানওয়ের অনেকটা পরিষ্কার দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

পুরো জায়গাটিতে আমরা ব্যাতীত আর কেউ অবস্থান করছিলো কিনা এটা নিশ্চিত করার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ দিকের পাঁচ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে নজরদারি করতে দুটি গাড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং রেডিওসহ।

আকাশ ছিলো পরিষ্কার। আমরা কায়রো অথবা নাইরোবি থেকে নিয়মিত ফ্লাইটের বেশকিছু বিমান যেতে দেখলাম আলোর বিচ্ছুরণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে। কমপক্ষে ত্রিশ হাজার ফিটের ওপর দিয়ে চলা বিমানে ততক্ষণে নিশ্চয়ই যাত্রীরা ঘুমিয়ে গিয়েছিলো নিজেদের সিটে। দায়িত্বরত ক্যাপ্টেনও হয়তো রেড সি অভিমুখে রাডারের মাধ্যমে অচেনা কোনো বস্তুর সংকেত পেয়েছিলো, কিন্তু অসচেতনতার কারণে সম্ভবত তা এড়িয়ে গিয়েছিলো।

তারপর হঠাৎ আমাদের রেডিও সচল হয়ে উঠলো। প্যালেস্টাইন আর ইংরেজির সংমিশ্রণে আমাদেরকে পরিষ্কার এবং উচ্চস্বরে জানানো হলো হারকিউলিস বিমান উপকূল ছেড়ে আমাদের দিকে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তৎক্ষণাৎ আনন্দে মনের ভেতরটা আন্দোলিত হতে লাগলো আমার। আমি তাই আরো একটি সিগারেট ধরালাম।

নজরদারিতে ব্যস্ত স্কাউট আমাদেরকে জানালো পুরো রাস্তা একেবারে নীরব। রাতের এই নীরবতায় কোনো গাড়ি চলছে না। ওদিকে ড্যানি পিকআপ ট্রাকের সুইচ অন করলো পাইলটদেরকে ল্যান্ডিংয়ের স্থান চিহ্নিত করতে।

'খুব সুন্দর নির্দেশনা। আমি আপনাদের দেখতে পাচ্ছি। আমরা এক্ষুণি অবতরণ করতে প্রস্তুত।' রেডিওতে পাইলটের গলা ভেসে এলো। আমরা বিমানটি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ ওটার সবকটা লাইট অফ ছিলো। তবে ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ করেই আমাদের

সামনের দিকে কালো পাহাড়ের সীমানা দিয়ে একটি দৈত্যাকার ছায়া আবির্ভূত হলো। ছায়াটি আর কিছু নয়, হারকিউলিস সি-১৩০ বিমান। আমাদের মাথার কয়েক মিটার ওপরে বিমানটি আমাদেরকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, যেমনটা হেলিকপ্টারের রোটারের বাতাসে হয়ে থাকে।

অতঃপর ওটা ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এলো। এরপর দুটি জিনিস ঘটলো- মাটি থেকে বিশাল পরিমাণ ধুলার মেঘ সৃষ্টি হলো এবং প্রচণ্ড আওয়াজে চারপাশে কোনোকিছু শোনা দায় হয়ে পরলো। এমনকি কেউ 'হুয়াহ' শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পেলো না।

অবতরণের সাথে সাথে আমরা রানওয়েতে থাকা হারকিউলিস বিমানের দিকে দৌড়ে গেলাম।

আমাদের শরণার্থী ভাইয়েরা, যারা একটা ভাঙা দেওয়ালের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলো, তারা রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কারণ ইথিওপিয়ার কৃষি অঞ্চলে বসবাস করা লোকের পক্ষে ১৯৮২ সালে ইরকিতে অবতরণকারী সেই বিমান ব্যতীত কখনো বিমান দেখার সৌভাগ্য হয়নি। হারকিউলিস সি-১৩০ এর ইঞ্জিন তখনও সচল ছিলো, এবং সেটা ব্যাপক পরিমাণ ধুলা উৎপন্ন করতে লাগলো।

গেট খুলতেই তৎক্ষণাৎ রাইফেলধারী এবং রেডিও হাতে একদল সৈনিক র‍্যাম্প ধরে নেমে এলো। ড্যানি তাদের মধ্য থেকে কমান্ডার এবং ক্যাপ্টেনের সাথে আলাপ করতে লাগলো।

দুইজন সৈনিক এবং আমি পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেলাম সমস্ত এলাকাটি নজরে রাখার জন্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। একসময় আমরা একসাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। পাহাড়ে যাবার পর তারা আমাকে একটা এ্যাসল্ট রাইফেল দিলো। আমি বললাম, এটা দিয়ে আমি কী করবো? ১৯৬৮ সাল থেকে আমি যথেষ্ট প্রশিক্ষণ নিয়েছি। চোখের পলকে আমি বেলজিয়ামে তৈরি এফএন রাইফেলের গ্যাস প্লাগ খুলে ফেলতে পারি।

'গ্যাড, তুমি এখনও পুরোনো দিনে পরে আছো। পাহাড়ে শুয়ে থাকার সময় তাদের মধ্যে একজন সৈন্য বললো। 'যাইহোক, আমরা কোথায় আছি এখন?' উত্তেজিত গলায় পুনরায় বললো সে। আরো বললো তাদেরকে গুপ্ত অভিবাসনের অভিযানের জন্য পাঠানো হয়েছে, এতটুকুই জানে সে।

'সুদানে তোমাদের স্বাগতম। তোমরা যদি এই পথ ধরে হাঁটতে শুরু করো, তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে ইথিওপিয়া পৌঁছে যাবে (দক্ষিণ দিকে নির্দেশ করলাম হাত দিয়ে)।

তারপর আমি চারপাশটা ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম। কোনোকিছুই নেই, পরিষ্কার আকাশ। বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো বাইনোকুলার দিয়ে।

যখন সৈনিকেরা দুজনেই দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে রইলো, আমি আমার বাইনোকুলার তাক করলাম বিমানের দিকে। বিমান থেকে ভারী সব যন্ত্রপাতি নামানো শেষে শরণার্থী ভাইদের ওপরে তোলা হচ্ছিলো। কিন্তু আমি তাদের মাঝে কোন খুশি দেখতে পেলাম না বরং অনেককেই ভীত দেখলাম। একজনের পর আরেকজন এভাবে সিরিয়াল মতো সবাইকে র‍্যাম্প দিয়ে বিমানে তোলা হচ্ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করছিলো আকাশ থেকে বিকট আওয়াজে তাদের সামনে নেমে আসা এত বড় লোহার আকৃতির জিনিসটা দেখে। তারা কখনো কাছ থেকে বিমান দেখেনি। তাই স্বভাবতই ভয় পাচ্ছিলো। রাতের আঁধারে একজন মানুষও বাকি রইলো কিনা এটা নিশ্চিত করাটা ছিলো বেশ দূরূহ ব্যাপার।

'নবি জোনাহ যেমন বিশাল তিমি মাছের পেটে চলে গিয়েছিলেন, আমরাও এমন বড় কিছুর ভেতরে চলে যাচ্ছিলাম আমার কাছে এমনটাই মনে হয়েছিলো।' পরবর্তীতে আমাদেরকে অনুভূতি জানাতে গিয়ে এক শরণার্থী ভাই কথাটি বলেছিলো।

সৈনিকদের সাহায্যে সুশৃঙ্খলভাবে শরণার্থী ভাইয়েরা বিমানের ফ্লোরের মধ্যে থাকা বহু যন্ত্রপাতির স্তুপ ঘিরেই বসে পরলো। তৎক্ষণাৎ জরুরি ভিত্তিতে বিমানে থাকা ডাক্তার তাদেরকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করলো। শরণার্থীদের মধ্যে কয়েকজন তরুণী মা-ও ছিলো যাদের বাচ্চারা পিঠের মধ্যে কাপড়ে ঢাকা ছিলো। এই বাচ্চাগুলো নিয়ে আমরা সংশয়ে ভুগতাম মাঝেমধ্যে, কারণ তাদেরকে দেখতে এক বান্ডেল কাপড় বলেই মনে হতো কখনো কখনো।

বয়স্ক শিশু এবং তরুণরা সাথে সাথে সবকিছু মানিয়ে নিয়েছিলো। কৌতূহলি চোখে অবলোকন করছিলো সবকিছু। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বের করে পড়া শুরু করেছিলো। শরণার্থী ভাইদের সকলের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে তারা ইসরায়েলে যাচ্ছিলো, যেটা কিনা সোনার শহর। কিন্তু উড্ডয়নের শেষ মুহূর্তেও তারা উপলব্ধি করতে পারেনি, ইসরায়েল রাষ্ট্রের মূল নাগরিক হওয়ার আগে পবিত্র ভূমিতে তাদের জন্য কত কত হতাশা অপেক্ষা করছিলো।

সবাইকে বহন করতে অনেক সময় লেগে গেলো। বিমানের পাখা তখনও ঘুরছিলো, উৎপন্ন করছিলো ধুলার মেঘ। সামনে থাকা লাল বাতিটি জ্বলে উঠলো হঠাৎ। বাইনোকুলার দিয়ে আমি স্পষ্ট দেখতে

পাচ্ছিলাম ক্রু সদস্যরা মনোযোগ সহকারে বসে পরবর্তী মেসেজের অপেক্ষা করছিলেন এবং উড্ডয়নের আগে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাইট গগলস পরেছিলো। আমি লক্ষ্য করলাম পাইলটরা সোজা আমি এবং দুইজন সৈনিক যেখানে বসেছিলাম সেদিকে তাকিয়ে আছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে তারা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলো কি না, কিন্তু ছোট্ট শিশুর মতোই আমি তাদের উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ালাম। তৎক্ষণাৎ তারাও হাত নাড়ালো। অবাক হয়ে গেলাম আমি! ঐদিন থেকে আমি আজো ভাবি- তারা কী আমাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়িয়েছিলো নাকি ককপিটে থাকা কারো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো? আমাদের জায়গা হতে শোনা যাচ্ছিলো হারকিউলিসের ইঞ্জিনের ব্যাপক শব্দ।

'আমরা অভিযান করলাম, অথচ কেউ টেরও পেলো না। ব্যাপারটা কেমন হলো?' আমাদের মধ্যে থাকা একজন সৈন্য বললো। আমি বললাম, 'ইয়ং ম্যান, আমরা এখন আফ্রিকায় আছি, নেগেভে নয়। এই দেশটি ফ্রান্স, জার্মানি এবং ব্রিটেন, একসাথে এই তিনটা দেশের চেয়েও বড়। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের গ্রামটিও দশ কিলোমিটার দূরে এবং এখানে না আছে বিদ্যুৎ সরবরাহ, না আছে ফোনের নেটওয়ার্ক।

খানিকবাদে, যদিও সময়টা মনে হচ্ছিলো অনন্তকাল, আমাদের রেডিওতে নজরদারির কাজ বন্ধ করার ঘোষণা ভেসে এলো।

'ঘোষণা এসে গেছে, আমরা এখন বাড়ি ফিরে যাবো।' অমায়িকভাবে আমাদের মধ্যে থাকা একজন সৈন্য বললো। 'পরবর্তী কোনো অভিযানে অংশ নেওয়ার সময় গালিল রাইফেল ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন মিস্টার গ্যাডি।' আমার হাত থেকে রাইফেলটি নিতে নিতে পুনরায় বললো সে।

রাইফেলটি ফিরিয়ে দিতে আমার বেশ ভালো লাগলো। আমি নিশ্চয়ই এমন কোনো অভিযানে অংশ নিতে পছন্দ করবো না যেখানে রাইফেল নিতে হয়।

নিরাপত্তার জন্য গাড়িতে করে নজরদারি করা সৈন্যগুলোও তখন ফিরে এলো। সৈন্যরা সবাই র‍্যাম্প ধরে উঠতে লাগলো, ওটা তখনো খোলা ছিলো। আমরা শেষবারের মত জায়গাটি পরখ করে নিলাম কোনো শরণার্থী ভাই বাকি রয়ে গেলো কিনা জানার জন্য।

প্রচণ্ড ধুলাবালি মেখে থাকা সত্ত্বেও আমি কেবিনে বসে থাকা শত শত ইহুদি ভাইদেরকে দেখতে পেলাম। লোডিং মাস্টার, যিনি সবাইকে বিমানে ওঠানোর দায়িত্বে ছিলেন, বিমানের দরজা বন্ধ হবার আগে শেষবারের মতো আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

'ঈশ্বর সহায় হোক।' রেডিওতে ক্যাপ্টেনদের উদ্দেশ্য করে বললো ড্যানি। অতঃপর ইঞ্জিনের বিকট গর্জন শোনা গেলো। ধুলোর মেঘ জমা হতে লাগলো বিশাল আকৃতি হয়ে।

রানওয়ে ধরে চলতে চলতে বিমানটি একসময় রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেলো। কিছুদূর পর্যন্ত বিমানের ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেলো। কিন্তু তারপরই সুনসান নীরব হয়ে গেলো পুরো ইরকিত অঞ্চল।

▣

কয়েক ঘন্টা পর হেডকোয়ার্টার থেকে প্রাপ্ত অভিনন্দন বার্তার পুরোটাই ছিলো আমাদের পেশাদারী কাজের প্রশংসায় ভরপুর। 'বীর সেনানীরা, তোমরা ইতিহাস তৈরি করেছো। সুদান থেকে ১৩০ জন ইহুদিকে তোমরা অসাধারণ উপায়ে ইসরায়েলে পাঠিয়েছো। জয় হোক, আগামীর জন্য শুভকামনা।' লিখেছিলো তারা।

প্রশংসা পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের যেটা আরো খুশি এনে দিলো তা হলো শরণার্থীদেরকে নেওয়ার জন্য বিমান থেকে অনেক যন্ত্রাদি নামিয়ে ফেলা হয়। ওগুলোর মধ্যে ছিলো ডজনখানেক নতুন এয়ারকন্ডিশনার। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই একজন সুদক্ষ টেকনিশিয়ান সেগুলো এরোজ ভিলেজের বাংলোগুলোতে যোগ করে দিলো। এগুলোর ফলে গ্রীষ্মকালের গরম সহ্য ক্ষমতার ভেতর এসে গিয়েছিলো।

এয়ারকন্ডিশনারগুলো ইসরায়েলে তৈরি। কিন্তু কোনো এক অদ্ভুত কারণে এগুলোর ওপর তার কোনো লেবেল লাগানো ছিলো না। আমি জানি না মোসাদের কর্মকর্তারা এসব কেনার জন্য কোন কোন বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলো। ইসরায়েলি রপ্তানিকারকরা বিভিন্ন উপায়ে তাদের পণ্য আরব এবং পারস্য উপসাগরের দেশগুলোতে রপ্তানি করতো। কিন্তু সুদানে এই এয়ারকন্ডিশনারগুলো রপ্তানিতে কোন অফিসিয়াল ডকুমেন্টস ছিলো না, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আজ আমি বলতে চাই, লুক্সাইর নামক যেই ব্র্যান্ডের পণ্য (মোসাদের আবিষ্কার) এরোজ ভিলেজের বাংলোগুলোতে সেটআপ করা হয়েছিলো, সেগুলো ওখানকার দুর্গম পরিবেশেও বহুদিন ধরে টিকে ছিলো। হয়তোবা এখনো ওগুলো এরোজ ভিলেজে অসপ্রে অথবা অন্যান্য পাখির বাসা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমাদের স্থানীয় কর্মচারীরা, যারা কখনোই অযৌক্তিক কোনো প্রশ্ন তুলতো না, তারা খার্তুম থেকে আসার পর চকচকে এয়ার কন্ডিশনার দেখে ব্যাপক খুশি হয়েছিলো। এয়ারকন্ডিশনারগুলো নিয়ে তদন্ত হতে

পারে এমন কোনো ভাবনাই আমাদের ছিলো না। কারণ তদন্ত জিনিসটা সুদানি লোকেদের মাথায় নেই। তাই নিশ্চিন্তে থাকলাম।

এছাড়াও আরেকটা পাখার মতো জিনিস আমরা পেয়েছিলাম, একটা উইন্ডসার্ফিং বোর্ড।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঐ সময়েই রেডসিতে সর্বপ্রথম উইন্ডসার্ফিং করতে দেখা গিয়েছিলো। সার্ফিংবোর্ডটি আনার সাথে সাথে আমাদের সকল কর্মচারীরা পশ্চিমাদের এই আবিষ্কার দেখার জন্য উৎসাহের সাথে জড়ো হয়েছিলো।

এটা সন্দেহজনক যে তারা কখনো মানব উন্নয়ন এবং জেলেদের উন্নয়ন করা উচিত কি না এ জাতীয় প্রশ্ন তুলতো না। তারা তখনো জানতো না কেন কাউকে সেইলবোটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কেন কোনো হুল লাগানো হয়নি ওটায়। ওখানকার একজন জেলে, খুব কাছ থেকে নতুন যন্ত্রটি দেখেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

কিন্তু এই সার্ফিংবোর্ড, উইন্ডসার্ফারদের প্রথম প্রজন্মের বোর্ড আমাকে ব্যাপক আনন্দ দিয়েছিলো সে সময়।

পরেরদিন সকালে জোরে বাতাস বইছিলো এরোজ ভিলেজে এবং শিশুরা আশেপাশে খেলা করছিলো। আমার মনে পড়ে আমি সেদিন সার্ফিং বোর্ড নিয়ে সমুদ্রে উইন্ডসার্ফিং করছিলাম এমনভাবে, যেন আমরা পানির ওপর হাওয়ায় ভাসছিলাম।

১৯৮০ সালের শুরুর দিকে সার্ফিংয়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তখন ছিলো কোনোরূপ অতিরিক্ত সরঞ্জাম ছাড়াই সার্ফিং, জাম্প এবং ঢেউয়ের মাঝে দোল খাওয়া, যা বর্তমানে একটি জনপ্রিয় খেলায় পরিণত হয়েছে। পানির মধ্যে কোনোরকম ভাসতে থাকা লোককেই তখন সার্ফার বলা হতো। এবং আমাদের মধ্যে যেই পানির মধ্যে ডুবে না গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারতো, তাকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হতো। ভেসে থাকা ছাড়া আর কোনোকিছু করতে হতো না, না কোনো ঢেউয়ের সাথে জাম্প।

একদিন সার্ফিং করার সময় আমার সাথে দারুণ একটা ঘটনা ঘটে। হয়তোবা এমন ঘটনা আপনাদের কারো সাথেও ঘটে থাকতে পারে। যথারীতি এক ভোরে আমি সমুদ্রে সার্ফিং করার জন্য বেরিয়ে পরলাম। অনেকক্ষণ সার্ফিং করার পর একটু দূরেই সৈকতে গিয়ে উঠলাম সূর্য ওঠার পর। সানবাথ নেওয়ার জন্য তীরে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর অবশেষে আমি পুনরায় আমার বোর্ড নিয়ে সাগরে নামলাম।

এরপর সার্ফিং করার সময় হঠাৎ বড়সড় দৈত্যাকার একটা ছায়ার মতো কিছু একটা দেখতে পেলাম আমার ঠিক নিচেই। আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না ওটা কী ছিলো। আরেকটু ওপরে উঠে আসতেই বুঝতে পারলাম, ওটা আসলে মানতা রে ফিশ। রেড সির ওই অঞ্চলটিতে যারা ভ্রমণ করেছেন তারা সম্ভবত জানেন রেড সিতে মানতা রে ফিশের খুব আনাগোনা। আমি দেখলাম মাছটি তার বিশাল পাখা মেলে সমুদ্রের পোকামাকড় খেতে খেতে আমার সাথে সাতার কাটছে। আমি জানি না সমুদ্রের অন্যকোনো মাছ সার্ফারদের নিয়ে এতটা খেলা করে কিনা, কিন্তু এই মানতা রে ফিশ আমার সাথে সাথে সাতার কেটে অনেকটা পথ চলেছিলো।

তারপর হঠাৎ সম্ভবত ওটা আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। তাই যেভাবে এসেছিলো সমুদ্রে সেভাবেই মিলিয়ে গেলো নীল পানিতে। আমার কাছে তখন এমন মনে হচ্ছিলো মাছটি তার বন্ধুবান্ধবদেরকে খবর দিতে যাচ্ছিলো যে সমুদ্রে ভেসে থাকার জন্য সার্ফিংবোর্ডের প্রয়োজন নেই।

যাইহোক, এরপর আমি আর কিছুক্ষণ সার্ফিং করে জ্যাকেট পরে ওপরে উঠে এলাম নিরাপদে। ঐদিনের পর এমন অভিজ্ঞতা আমার আর কখনো হয়নি।

▣

মানতা রে ফিশের এই অভিজ্ঞতা ছাড়াও সুদানে অবস্থানকালে আরো কিছু অভিজ্ঞতা আমার চিরকাল মনে থাকবে। একজন ব্যক্তির জীবনে এমন নানারকম অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ বোধহয় আর হয় না। ওয়াদিতে ছোট্ট শিশুদের খেলার দৃশ্য, অভিযান চলাকালে পাহাড়ে লুকিয়ে থাকার সময়গুলো এবং সমুদ্রে মানতা রে ফিশের সাথে মজার ঘটনা। এসব অভিজ্ঞতা আসলে ভোলার নয়। কোনো ব্যক্তিই হয়তো তার জীবনের চমৎকার সব স্মৃতি কখনোই ভুলতে পারে না।

সুদানে বসবাসরত আমাদের টিমের আনন্দময় জীবনের কথা মোসাদ হেডকোয়ার্টারে গুঞ্জন হতে লাগলো। সত্যি কথা বলতে, আমরা শ্বাসরুদ্ধকর অভিযানে অংশ নিয়েছি, বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, এমনকি ভয়ানক সব জায়গায় যাতায়াত করেছি। কিন্তু এরোজ ভিলেজে আমাদের জীবন ছিলো আনন্দময়। ব্যাপক সুখের। অন্যসব পর্যটকরা হয়তো এতটুকু শান্তির জন্য লাখ লাখ ডলার ব্যয় করতো। কিন্তু আমাদের কোনো ডলার ব্যয় করতে হতো না থাকা খাওয়ার জন্য। বরং আমাদের

১৯৮০ সালের শুরুর দিকে বিভিন্ন অভিযানে সফলতার পুরস্কার হিসেবে প্রচুর আমেরিকান ডলার দেওয়া হয়েছিলো।

এছাড়াও আমরা প্রচুর পরিমাণে বোনাস পেয়েছিলাম। আরো ছিলো মোসাদের তেলআবিব অফিস কর্তৃক ডিপোজিটের ব্যবস্থা। এছাড়াও আমরা এরিড জোনে ড্রিংকসের চুক্তিনামা করেছিলাম, যদিও আমরা আমাদের ফ্রিজে থাকা কোলা, কোক অথবা বিয়ার পান করেই তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারতাম।

সুতরাং, মোসাদের অনেক কর্মকর্তার কাছে ব্যাপারটি ঈর্ষার ছিলো। তারা ছিলো এমন লোক, যারা কিনা মোসাদের ছোট্ট রুমে বসে হলিউডের থ্রিলিং পেপার পড়তো বেশকিছু মিশনে ব্যর্থ হওয়ার পর। মূলত মোসাদ সবসময়ই স্পার্টান কোড অব কনডাক্ট মেনে চলে। এই কোড অব কনডাক্টের নিয়ম অনুসারে একজন মোসাদ এজেন্ট অভিযানের প্রয়োজনে যত টাকা দরকার ব্যয় করতে পারবে, বিশেষ করে সেটা যদি হয় ইহুদি উদ্ধার অভিযান। যারা এয়ারকন্ডিশনার আর সার্ফিংবোর্ডের পেমেন্টের ব্যাপারে অভিযোগ তুলছিলো, তাহলে কমিউনিকেশন গিয়ার এবং আমাদের দেওয়া বাকিসব কিছুর জন্য কেন প্রশ্ন তুললো না? এর জবাব খুঁজে পাইনি আমি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুদানে আমাদের অভিযানকে 'অপারেশন ফান' বলে ব্যঙ্গ করতে লাগলো।

অবশ্য এসব নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাইনি। বরং সময়ের সাথে সব নির্দেশনা অনুসারে চলতে লাগলাম।

সপ্তাহে দুইবার ডাইভিং সাফারিজের সাইটগুলোতে যেতাম। এখানে একটি সাইটে আমব্রিয়া নামে একটি জাহাজ ডুবেছিলো। ১৯৪০ সালের কথা। তখন গ্রীষ্মকাল। পোর্ট সুদানের এক সাইটে বড় কার্গো জাহাজের উপস্থিতি ঘটলো। জুন মাসের দশ তারিখ, ইতালিয়ান জাহাজের ক্যাপ্টেন কর্তৃক পরবর্তী গন্তব্য ইরিত্রিয়ার কথা বলার ঠিক এক মিনিট পরই ওখানে আরেকটা ব্রিটিশ জাহাজ এসে হাজির হলো।

'একটা বিষয় তোমাকে জানাতে আমার দুঃখ লাগছে।' ক্যাপ্টেনকে বললো তারা। 'তোমার দেশ আমাদের দেশের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই এই মুহূর্তে তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।'

ইতালিয়ান সৈন্যরা দেশপ্রেমিক ছিলো এবং তারা ছিলো স্বৈরাচারী বেনিতো মুসোলিনির আদর্শে বিশ্বাসী। সে সময় ইতালিয়ান সৈন্যদের সাহসী এবং সবচেয়ে উত্তম যোদ্ধা বলে গণ্য করা হতো। তারা যে বিবলিক্যাল স্যামসনের রীতি অনুসরণ করতো, তাদেরকে সাহসী বলার ওটাই হয়তো মূল কারণ ছিলো। ইতালিয়ান ক্যাপ্টেন যতক্ষণে ব্রিটিশ

অফিসারদের সাথে বাকবিতন্ডা চালাচ্ছিলো, ততক্ষণে তাদের নাবিক পানির নিচের ফ্লাডগেট খুলে দিলো। ফলে জাহাজটিতে এক মিনিটের মধ্যেই পানি ওঠা শুরু করলো।

ব্রিটিশ অফিসাররা এই কান্ড দেখে ক্ষেপে গেলো। তারা আম্ব্রিয়া জাহাজটিকে রক্ষা করার জন্য পানি প্রবেশের পথগুলো ব্লক করতে শুরু করলো। ঠিক তখনই ইতালিয়ান ক্যাপ্টেন বললো, 'প্রিয় অফিসারগণ, আমরা জাহাজটি ডোবানোর সাথে সাথে টাইম বোমাও সেট করে দিয়েছি। আমাদের জাহাজে হাজার টনেরও বেশি ল্যান্ডমাইনস, আর্টিলারি শেল এবং গুলি রয়েছে ইথিওপিয়ায় ইতালিয়ান আর্মির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য।' তারপর সে তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফের বললো, 'জাহাজটি ডুবে যেতে আর এক ঘন্টা সময় বাকি আছে। আপনারা চিন্তা করতে পারেন এক হাজার টনের বিস্ফোরণযোগ্য উপাদান যখন একসাথে ফাটবে তখন অবস্থা কী হবে? পোর্ট সুদানের নামও ম্যাপে খুঁজে পাবেন না। আমরা দেশপ্রেমিক, কিন্তু আত্মহত্যাপ্রবণ নই। তাই আপনাদের বলছি, যদি আপনারা ভালো চান, জাহাজটিকে শান্তিমতো ডুবতে দিন, কথা দিচ্ছি আমরা কোনো বিস্ফোরণ ঘটাবো না তাহলে।'

ব্রিটিশ অফিসাররা এসব শুনে রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলো। তারা বুঝতে পারছিলো না ইতালিয়ান ক্যাপ্টেনের কথা বিশ্বাস করবে, নাকি জাহাজটিকে ডোবার হাত থেকে বাঁচাবে। কিন্তু হাতে সময় বেশি ছিলো না। তাই অগত্যা তারা ইতালিয়ান ক্যাপ্টেনের কথামতো ষাট মিনিটের শর্তটাই মেনে নিলো এবং সে অনুসারে জাহাজটিকে তীর থেকে আরো দূরে নিয়ে যাওয়া হলো। ফলে খুব দ্রুত পানি উঠছিলো জাহাজটিতে। বেশিদূর যাওয়া যায়নি। শেষ যাত্রায় জাহাজটি সমুদ্র সমতল থেকে মাত্র চল্লিশ মিটার গভীরে গিয়ে ডুবে যায়।

এরপর হানস হাস নামের বিখ্যাত একজন ফটোগ্রাফার (সমুদ্রের তলদেশের ছবি তোলার জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন) ১৯৪৭ সালে সুদানে ভ্রমণ করতে আসেন এবং ডাইভারদের কাছে আম্ব্রিয়া জাহাজের ডোবার ঘটনাটি ছড়িয়ে দেন। তিনি আবার এই ঘটনাটি শুনেছিলেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার বিলি ক্লার্কের কাছ থেকে, যার সাথে তিনি থাকতেন। গভর্নর তাকে আরো বলেন যে ইতালিয়ান কোম্পানি তাদের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছিলো ডাইভারদেরকে দিয়ে সেই জাহাজে অনুসন্ধান চালানোর জন্য, যাতে ওটার ভেতর থাকা অস্ট্রিয়ান সম্রাজ্ঞী মারিয়া তেরেসার ছবি ছাপাঙ্কিত হাফ মিলিয়ন সিলভার কয়েন ছাড়াও আরো গুপ্তধন উদ্ধার করা যায়।

ব্রিটিশ বিশেজ্ঞরা জানান যে, আম্রিয়া জাহাজের মধ্যে থাকা বিস্ফোরণযোগ্য বস্তুসমূহ তখনও সক্রিয় ছিলো। কিন্তু এই ধার ধারেনি ফটোগ্রাফার হানস হাস বরং সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে আম্রিয়া জাহাজের দুর্দান্ত সব ছবি তুলে নেয় ক্যামেরা দিয়ে, যা কিনা আম্রিয়াকে ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানকারী ডাইভারদের কাছে আরো জনপ্রিয় করে তোলে।

পরবর্তীতে হানস হাস তার রচিত বই 'আন্ডার দ্য রেড সি'তে জাহাজটির ভেতরের বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন কীভাবে তিনি প্রবাল আর সামুদ্রিক বৃক্ষ ঘেরা দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেছিলেন। 'আমি একটা সুন্দর বাতি দেখেছিলাম। খুব পছন্দ হওয়ায় ওটা নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খুলতে চেষ্টা করেও পারিনি।' জানিয়েছিলেন হানস।

আমি জানি না হানস হাস বেঁচে আছেন কিনা, কিন্তু একটা বিষয়ে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত এখন ঐসব বাতির অনেকগুলোই ইসরায়েলি নাগরিকদের ঘরে ঘরে শোভা পাচ্ছে। একই ভাগ্য হয়েছিলো তামার তৈরি ব্রিজবেল এবং তামার প্লাকেরও। ১৯৮০ সালের শেষদিকে সুদানে বেশকিছু অভিযানের পুরাতন কর্মীরা সংরক্ষণ রয়েছে ওগুলো।

অভিযানে অংশগ্রহণ করা বেশিরভাগ লোকই ডাইভিং জানতো। তারা অভিযানে অংশ নিতে এসে অবসর সময়ে সাগরের তলায় চলে যেত। চলে যেত আম্রিয়া জাহাজের স্টোররুমের বিভিন্ন অংশে। আর সংগ্রহ করে নিত মূল্যবান সব জিনিস। কিন্তু আমরা আসার পর কিছুই পাইনি, এমনকি একটা থালারও নয় (ডলার নামের উৎপত্তি থালার শব্দটি থেকে)। এমনকি আমি অভিযানে অংশ নেওয়া ঝানু লোকদেরও চিনতাম না। ফলে কিছুই সংগ্রহ করতে পারিনি।

আম্রিয়ার জাহাজের আশেপাশে সুদানি উপকূল জুড়ে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর ডাইভিং সাইট রয়েছে। ওখানকার বৃদ্ধ জেলে আবু মদিনা, যে কিনা সমুদ্রের প্রতিটা প্রবাল প্রাচীর সম্পর্কে জানতো, সে আমাদেরকে একদিন হাতের ইশারায় উত্তর দিকে নির্দেশ করে বললো, 'আমরা ওইদিকে যাচ্ছি। একটু দূর হবে, কিন্তু বেশ চমৎকার রাইড হবে নিশ্চিত।'

তাই দুটো জোডিয়াক নৌকায় ডাইভিংয়ের পোশাক, পানি এবং কিছু খাদ্য মজুদ করা হলো। আবু মদিনা গিয়ে বসলো জোডিয়াকের গলুইয়ে এবং প্রবাল প্রাচীর ঘেঁষে নৌকা চালাতে লাগলো তেলআবিবের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের মত করে। নৌকায় করে যখন দুই ঘন্টা যাত্রার পর আমরা একটি প্রবাল প্রাচীরে পৌঁছালাম, যেটি কিনা অন্যসব প্রবাল প্রাচীরের

মতোই দেখাচ্ছিলো, আবু মদিনা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলো এটাই ছিলো তার সেই জায়গা।

তীর থেকে একশো মিটার দূরত্বে আমরা একটা বিশাল কার্গো জাহাজের বডি দেখতে গেলাম। ডাইভ দিতে নেমে গেলো আমাদের মধ্যে একজন। সাদা বালুর মধ্যে দেখা মিললো একশোর মতো সাদা বাক্স আর নয়ত দেখতে সেগুলো বাক্সের মতোই লাগছিলো। আরো ভালো করে দেখতেই দেখা গেলো ওগুলো আসলে বিভিন্ন আকারের গাড়ি।

আমাদের যে লোকটি ওখানে ডাইভ দিচ্ছিলো সে দেখতে পেলো গাড়িগুলো আসলে ১৯৭৮ সালের টয়োটা মডেলের। কোনো এক অজানা কারণে ব্লুবেল নামের এই জাহাজটি ইন্টারন্যাশনাল শিপিং লেন ধরে পশ্চিমে চলতে চলতে সুদানের সবচেয়ে বৃহৎ প্রবাল প্রাচীরের সামনে এসে ডুবে যায়। এটার ডেকে থাকা গাড়িগুলোও ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তখন। সমুদ্র থেকে আশি মিটার নিচে এর তলানি এবং ওপরের অংশ প্রায় বারো মিটার নিচে। গাড়িগুলো তখনও অক্ষত ছিলো। এমনকি জাহাজটিও খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এটার নিচের অংশ পুরোটাই সমুদ্রের মাছ ও তলদেশের প্রাণীর আখড়া হয়ে গিয়েছিলো। হাজারো ছোট মাছ এবং ছোট ছোট কিছু শার্ক চলাচল করছিলো ট্রাক এবং ট্রাক্টরের ভেতর দিয়ে।

আমার আগের দূর্ঘটনার জন্য আমাকে ডাক্তার কর্তৃক ডাইভিং করতে বারণ করা হয়েছিলো। তাই আমি মাটির ওপর থেকে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলাম। কিন্তু এমন জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে ডুবন্ত জাহাজের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাড়ির পাশে কাউকে ডাইভ করতে দেখে আমি ছোট্ট শিশুদের মতোই উত্তেজিত হয়ে পরেছিলাম।

টয়োটা সাইটে গভীরতা এবং জাহাজের পশ্চাৎভাগের কারণে ডাইভ করা ছিলো বিপজ্জনক কাজ। জাহাজের সামনের দিকটা যদিও খুব বেশি নিচে নয়, কিন্তু এর পেছনের দিকটা খুব গভীরে চলে গিয়েছিলো। ফলে সেখানে পৌছানোর জন্য অথবা কোনো ধরণের ক্ষতি এড়ানোর জন্য সকল ডাইভারেরই আগাম প্রস্তুতি নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিলো না।

সুদানের মাটিতে অবস্থান করা নেভি সিল হতে আসা খ্যাতনামা ডাইভাররা, যারা কিনা সেসময় সক্রিয় ছিলেন, এসবের ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা অবলম্বন করতেন। রাবি, শুমুলিক, লুইস, র‍্যাম গোলম্বিক এবং গিডি তারা সবাই ভালো করেই জানতো যে সুদানের মাটিতে যেকোনো

ধরণের দুর্ঘটনার ফলাফল বিপজ্জনক। কারণ এখানে সঠিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য কোনো যন্ত্রের ব্যবস্থা ছিলো না। যেমন, প্রেশার চেম্বার।

অভিযানের বেলায় হয়তো ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিলো, কিন্তু ডাইভিংয়ের বেলায় নয়। যেমনটা রাবি সবসময়ই বলতো, 'দূর্ঘটনা কখনো ঘটে না, এটা ঘটানো হয়।'

এরোজ ভিলেজের সাঙ্গানেব নামক স্থানেও লাইটহাউজের চারপাশে আরো কিছু ডাইভিং সাইট ছিলো। কিন্তু ডজনকে ডজন ডাইভিং সাইটের সৌন্দর্যের ফলে সাঙ্গানেব ছিলো মাউন্ট এভারেস্টের পর্বতের মতোই সুন্দর এরিয়া। তা সত্ত্বেও এরোজ ভিলেজে বসবাস করার অনেক বাজে দিকও ছিলো।

দিনের বেলায় গরমের তাপমাত্রা ছিলো অসহনীয়। পানির সংকট থাকতো। এমনকি দেখা যেত যে রান্না এবং খাবার পানির জন্য মাঝেমধ্যে ভেজাল লেগে যেত। আর বিদ্যুতের অবস্থা তো একবারে নাজেহাল। বিনোদনের মধ্যে, মাঠে খেলা ব্যতিত ভিডিও গেম অথবা মুভি দেখা কখনো সম্ভব হতো না বিদ্যুৎ না থাকার কারণে।

আপনাদের হয়ত মনে থাকার কথা যে ১৯৮২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ স্পেনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন দ্বীপের মত একটা দেশে আমাদের মতো একদল তরুণের কাছে এটা ছিলো রীতিমতো উৎসবের বিষয়। কিন্তু সুদানের জাতীয় টেলিভিশনে খার্তুম থেকে খেলার সম্প্রচার হলেও সেটা আমাদের এরোজ ভিলেজ পর্যন্ত কানেক্টেড হতো না। এমনকি রেড সি সৈকতে সৌদি আরবের চ্যানেলের কানেকশন পেতাম আমাদের টিভি স্ক্রিনে, অথচ সুদানের নয়। অগত্যা আমরা নিজেদের প্রস্তুত করতাম সুদূর স্পেন থেকে সম্প্রচারিত খেলাটি দেখার জন্য কানেকশন পেতে কোন খোলা মাঠ থেকে।

সৌদি অ্যারাবিয়ান চ্যানেল সবচেয়ে বিরক্তিকর চ্যানেল হিসেবে পুরস্কার পাবার যোগ্য ছিলো। সৌদি রাজ পরিবার তাদের বন্য আচরণ নিজেদের সন্তানাদির ভেতরও বজায় রাখতে চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠানগুলো প্রচারে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা প্রদান করতো। রাজাদের সফলতার কাহিনি এবং বিরক্তিকর কার্টুন ছবি দেখানো ছাড়া আর কিছুই প্রচারিত হতো না (এমনকি সঙ্গমরত প্রাণীর দৃশ্যও সেন্সর করা হতো)। আমেরিকান সিরিয়ালগুলোতে পুরোপুরি সেন্সরশিপ চলতো। পর্দায় কোনো নারীর দৃশ্য আসামাত্রই তা স্ক্রিনে ঘোলা করার ব্যবস্থা করা হতো। জড়িয়ে ধরা, কিস করা এসব রীতিমতো ট্যাবুতে পরিণত হয়েছিলো। তবে এটা সত্য যে তারা ভালো কিছু অনুষ্ঠান প্রচার করতো কেবল খেলাধুলা বিষয়ক।

একবার আমরা খেলা দেখতে বসলাম। খেলা শুরু হওয়ার একটু পরই টেলিভিশনের পর্দা কালো হয়ে গেলো। 'একজন জুনিয়র রাজপুত্র বাদশাহ ফয়সালকে হত্যা করেছেন। চল্লিশ দিনের শোক দিবস ঘোষণা করা হয়েছে দেশে।' টেলিভিশনের পর্দায় কুরআন পাঠরত ইমামের সামনে বসা ক্যাপ্টেন বললো। এটা দেখে আমরা আমাদের রাগ মেটালাম মদের বোতলগুলো ভেঙে। অতঃপর খেলা দেখার জন্য একটা সমাধানও বের করলাম। সবাই মিলে একটা লোহার রড ওপরে গাঁথলাম, ওটার ওপরে বসালাম এন্টেনা। তারপর দক্ষিণ দিকে এন্টেনা ঘোরাতেই ঝিরিঝিরি অবস্থা সরে গিয়ে ছোট্ট একটা বল নিয়ে ছোটাছুটির দৃশ্য দেখা গেলো। আরো ফাইন টিউন করে আমরা পর্দার ছবিও পরিষ্কার করে ফেললাম।

এরপর আমরা শান্তিতে কিছুক্ষণ টেলিভিশন দেখলাম এবং খানিকবাদে আমার বন্ধুকে বললাম, আমরা উত্তর ইয়েমেনের সানা স্টেশন থেকে চ্যানেলটি দেখতে পাচ্ছি। দূরত্বের কারণে পর্দায় সাদাকালো সম্প্রচার হচ্ছিলো। কিন্তু এই পরবাসে এসে ইসরায়েলের রঙিন সম্প্রচার থেকে বঞ্চিত হয়ে, আমরা বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবেই নিলাম। এমনকি জেনারেটর পুনরায় বন্ধ হয়ে যাবার পরও, আমরা রাগে হাত ছোড়াছুড়ি করিনি। কারণ নিজের হোন্ডা মোবাইল জেনারেটরের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম জরুরি প্রয়োজন সামলাবার জন্য। বলে রাখা ভালো সেটা ছিলো নিতান্তই জরুরি অবস্থা সামলাবার জন্য।

আমাদের ভাগ্য ভালো থাকায় বেশ কয়েকটি ইয়েমেনি খেলা দেখতে পেলাম। ওদিকে সৌদি নেতারাও উপলব্ধি করছিলো যে তাদের সম্প্রচারে জোরাজোরি করার বিষয়টি ফুটবলপ্রেমীদের ক্ষেপিয়ে তুলবে। ফলে চল্লিশ দিনের শোক পালনের বিষয়টি সাতদিনে সমাপ্ত করে পরবর্তী সময়ে মাদ্রিদ, ভ্যালেন্সিয়া এবং বার্সেলোনা থেকে সরাসরি খেলার সম্প্রচার করা হয়েছিলো। এরই মধ্যে, লেবাননে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। সৌদি আরবের চ্যানেলগুলো এসব গুরুত্ব সহকারে সম্প্রচার করতে লাগলো। লেবাননের এই যুদ্ধ সরাসরি আইডিএফ এবং ইথিওপিয়ার ইহুদিদেরকে উদ্ধারের চলমান অভিযানে প্রভাব ফেললো।

যাইহোক, আমাদের অবসর সময়গুলো কেবল ডাইভিং, ভিডিও গেমে অথবা ফুটবল খেলা দেখে কাটেনি। সময়ে সময়ে আমরা বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছি, আর সবগুলো ভ্রমণই মূলত অভিযানের স্বার্থে পালানোর নতুন নতুন পথ খোঁজার জন্য করেছি। আমাদের পাওয়া সকল তথ্যই আমরা হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতাম।

এরই মধ্যে ছোট্ট দ্বীপের ওপর অবস্থিত সুয়াকিন শহরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাটি ছিলো দারুণ। সুয়াকিন ইতোমধ্যেই প্রাচীন শহর হিসেবে সুপরিচিত ছিলো।

এই অঞ্চল নিয়ে নানা কিংবদন্তি কথা প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিলো সম্রাট সুলায়মান এবং শেবার রানীর সাক্ষাৎ করার স্থান। রোমান সম্রাজ্যের ভ্রমণকাহিনীগুলোতেও সুয়াকিন সম্পর্কে প্রচুর লেখা হয়েছে। একজন বৃদ্ধ বণিক আমাকে আরো একটি প্রাচীন কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তিনি বলছিলেন, সুয়াকিন সম্পর্কে এই ঘটনাটি পুরোপুরি সত্য।

'কয়েক হাজার বছর আগের কথা। তখন মিশর ও ইথিওপিয়ার সম্রাটের মধ্যে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিলো। একবার তাই ইথিওপিয়ান শাসক, মিশরের ফারাওয়ের জন্য উপহার হিসেবে পাঠালেন- সাতজন সুন্দরী কুমারী। আর তাদেরকে ফারাওয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিলো ইথিওপিয়ান সম্রাটের সবচেয়ে আস্থাভাজন অমাত্য ইউনুসের ওপর। জাহাজে কুমারীদের নিয়ে সমুদ্রের উত্তরাংশে পৌঁছে যাবার পর হঠাৎ ইউনুস একটা দ্বীপ দেখতে পেয়ে সেখানে নামতে চান। দ্বীপটি সেসময় একবারে জনমানবহীন ছিলো। জাহাজে থাকা লোকেরা ইউনুসকে যেতে বারণ করলো। বললো, ওটা আসলে সাতটি জ্বীনের ছোট্ট বাড়ি। কিন্তু ইউনুস মানলেন না। দ্বীপে নামলেন তৎক্ষণাৎ। অবশেষে সবাইকে নিয়ে জাহাজ যখন মিশরে পৌছালো, সম্রাট ফারাও খুব খুশি হলেন। কিন্তু একটু পরই তার আনন্দ রূপ নিলো ক্রোধে, যখন তিনি শুনলেন তার কাছে আসার পূর্বেই কুমারীদের সাথে কেউ মিলিত হয়েছে।

ইউনুস খুব অনুনয় করে বললেন, জাহাজে কোনো পুরুষ মানুষ ছিলো না। তাই এমন অভিযোগ সত্য নয়। কিন্তু এর ফলে সবাই ধরে নিলো কুমারীদের সাথে সুয়াকিনের সাত শয়তান রাতে এসে মিলিত হয়েছে। যাইহোক, মিশরের শাসক তার দয়াপরবশ আচরণের ফলে তাদের কিছু বললেন না। সকলকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু রাজকীয় উপহারের মর্যাদাহানির জন্য তাদের ওই জনমানবহীন দ্বীপে বসবাস করতে বাধ্য করলেন। সেখানে নয়মাস পর, কুমারী মেয়েদের গর্ভে বাচ্চার জন্ম হলো। 'সাওয়া জ্বীন (জ্বীনে এসব করেছে) স্থানীয় লোকেরা তখন বলতে লাগলো। সেখান থেকেই এই শহরের নামকরণ হয়ে যায় সুয়াকিন।

১৯১০ সালের আগ পর্যন্ত সুয়াকিন ছিলো মিশরীয় ব্রিটিশ গভর্নরের দায়িত্ব পালনের স্থান। কিন্তু এরপর পোর্ট সুদানের সম্প্রসারণের ফলে

অধিবাসীরা সবাই শহর ছেড়ে চলে যায়। এবং এটা একটা ভৌতিক শহরে পরিণত হয়। শহরের প্রবেশপথেই দেখা যাবে লর্ড কিচেনারের নাম খচিত বিশাল একটা তোরণদ্বার।

এখানকার বিল্ডিংগুলো তৈরি হয়েছে সাদা পাথরের গায়ে খোদাইয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কারুকাজ ফুটিয়ে তোলার অনন্য আঙ্গিকে। শহরের প্রায় সবগুলো বিল্ডিং ধ্বংসপ্রাপ্ত। কেবল একটা বড় বিল্ডিং ব্যতীত, যেটা সরকারি গেস্টহাউজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে পুলিশের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলো, যারা স্থানীয় স্মাগলারদেরকে ধরার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলো।

সুয়াকিনে আমরা পোর্ট সুদানের একমাত্র ক্যাফেতে থামলাম, যেটার প্রোপাইটর আইসক্রিম তৈরির ঘরোয়া মেশিন দিয়ে ছোট ছোট আইসক্রিম তৈরি করে বিক্রি করতেন। আইসক্রিমগুলো খেতে একবারে বিস্বাদ ছিলো, কিন্তু কেউ যদি কাঠির মধ্যে কেবল বরফের টুকরো খেয়েই অভ্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের জন্য এটা পারফেক্ট।

এছাড়াও এরোজ ভিলেজ থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে মোহাম্মদ গল গ্রামে ভ্রমণের কথা মনে পড়ে আমার। এখানেই আবু মদিনার দুই স্ত্রী বাস করতো এবং তার ভাষ্যমতে জায়গাটি ছিলো খুব সুন্দর।

'আমরা তোমার গ্রামে যাচ্ছি।' মদিনাকে বলেছিলাম আমরা।
'আপনাদের লিফট দরকার?' জবাবে বলেছিলো সে।

আমরা রওনা হয়ে গেলাম ট্রাকে করে। উত্তর দিকে মূল সড়কে গাড়ির ভীড় খুবই কম। একদিনে যে পরিমাণ গাড়ি ওই সড়কে চলাচল করতো তা হাতে গোণা সম্ভব ছিলো। যানবাহনের স্বল্পতাও স্থানীয় জনগণের গাড়িতে চড়ার বিষয়টি রুখতে পারেনি। তারা রাস্তার পাশের বুথে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতো গাড়িতে করে গন্তব্যে যাবার জন্য।

এরোজের উত্তর দিকে কয়েক কিলোমিটার যাবার পর, হঠাৎ একজন লোক রাস্তার মাঝখানে এসে আমাদের ট্রাক উদ্দেশ্য করে হাত নাড়তে লাগলো। কারণটা হচ্ছে যদি অল্পকিছু ভাড়ার বিনিময়ে গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। লোকটাকে দেখে স্থানীয় মনে হলো না। আমরা তাকে ট্রাকে উঠতে আমন্ত্রণ জানালাম। লোকটা এমন অঞ্চলে দুজন ইউরোপীয়কে দেখে বিস্মিত হয়েছে বলেই মনে হলো। 'আমি একজন শিক্ষক। খার্তুম আমার জন্মস্থান। এখানে মোহাম্মাদ গলে শিক্ষকতা করি।' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কোনোরকমে আমাদের বললেন তিনি।

লোকটা এখানে এতদূরে কাজ করে সুখী কিনা, কলেজের বাজে স্টুডেন্ট হওয়ার কারণে এতদূরে পোস্টিং করেছে কিনা কিংবা মোহাম্মদ গলের মত এলাকায় সুদানের ছাত্রছাত্রীরা কেমন পড়াশোনা করে এসব জানতে চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু তার বিশুদ্ধ ইংরেজি বলার ব্যর্থতার কারণে জানতে পারলাম না।

পুরো রাস্তার হাল আমাদেরকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিলো। রাস্তার পশ্চিম দিকে ছিলো লম্বা পর্বতমালা।

'স্বর্ণ, ওখানে অনেক স্বর্ণ আছে।' শিক্ষকটি পাহাড়ের দিকে নির্দেশ করে আমাদের বললো।

আমরাও এখানে কাজ করতে আসা কিছু ফরাসি ভূবিজ্ঞানীর কাছে শুনেছিলাম এখানে তারা ফরাসি এক কোম্পানির হয়ে পাহাড়ে স্বর্ণ খোঁজার জন্য এসেছিলো।

পর্বতমালা এবং সাগরের মধ্যকার স্থানগুলোতে বিশাল খালি জায়গা, মাঝেমধ্যে কেবল দুয়েকটা গাছ। পূর্বে দিকে বিস্তৃত রেড সি।

ধুলায় জর্জরিত হয়ে কয়েক ঘন্টা ড্রাইভ করার পর আমরা মোহাম্মদ গলে এসে পৌঁছলাম। ওখানকার ভূপ্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর ছিলো, কিন্তু গ্রামের অবস্থা ছিলো করুণ।

পাথরের তৈরি একটি ছোট্ট দুর্গের সাথে অগণিত কাঠের বাংলো গড়ে তোলা হয়েছিলো। যা আমাকে জেরুসালেম থেকে জাফা সড়ক পর্যন্ত তুর্কি সেনাবাহিনী চৌকির কথা মনে করিয়ে দিলো। দুর্গের আশেপাশে বালির সাথে হাজার হাজার ঝিনুকের খোলস পরে ছিলো, যা কিনা ১৯০৫ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত রাজস্ব দপ্তরের নতুন আয়ের উৎস তৈরির সাক্ষী বহন করে।

একজন অদ্ভুত স্বভাবের ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডক্টর ক্রসল্যান্ড ব্রিটিশ হোম অফিসকে বোঝালেন যে মোহাম্মদ গলে প্রচুর ঝিনুক রয়েছে। ওখানে ঝিনুকের খোসা থেকে মুক্তো সংগ্রহ করার সমূহ সম্ভাবনা আছে। এর দ্বারা মুক্তোর জুয়েলারি বাজারে ব্যাপক চাহিদা রাখার পাশাপাশি রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে। তার কথায় ব্রিটিশ হোম অফিসও সায় দিলো।

শীঘ্রই এই প্রকল্পের জন্য লন্ডন থেকে ব্যাপক অর্থ বিনিয়োগ শুরু হলো। সেনাবাহিনীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রকল্পে কর্মরত লোকদের জন্য খাবার এবং পানি সরবরাহ করার জন্য। এরপর স্থানীয় জেলেদের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ ঝিনুকের খোসা এনে হাজির করা হলো গবেষণা করার জন্য। কিন্তু ঝিনুক থেকে মুক্তো পাওয়ার রহস্য ততদিনে জাপানিরা আয়ত্ত করে ফেলেছিলো, ফলে ডক্টর ক্রসল্যান্ডকে মোহাম্মদ গল এলাকা

ছাড়তে হয়। তাছাড়া এই প্রকল্পে বাদবাকি প্রকল্পগুলোর বাজেটের চেয়েও অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে ব্রিটিশ সরকার একসময় প্রকল্প গুটিয়ে নেয়।

গ্রামটি একটি হ্রদের পাশে অবস্থিত। অনেকগুলো পাথর পানির ওপর মাথা বের করে আছে তলদেশ থেকে। 'হাঙ্গর, এখানে অনেক হাঙ্গর আছে।' মদিনা আমাদের বলেছিলো।

এই বক্তব্যটির পক্ষে সায় দিয়েছিলেন এক ব্রিটিশ লোক। বয়স ষাট বছর হবে। ইউরোপীয় পরিদর্শকের (আমাদের) সাক্ষাৎ পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। 'আমি মাছ ধরতে পারদর্শী এবং এখানে সুদানি সরকারের একজন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করি।' লোকটি বললো। অবশ্য আমি তার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

'রেড সির নাম শোনা যেকোনো লোক জানে এখানে মাছে পরিপূর্ণ। কিন্তু একটা চরম সত্য হচ্ছে যে, রেডি সি বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। কারণ এখানে সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনাগত সমস্যা এবং প্রচুর পরিমাণ প্রবালের কারণে জাল টানা অসম্ভব প্রায়। তাই আমি এখন কেবল স্থানীয় লোকদের শারীরিক পুষ্টিসংক্রান্ত বিষয়ের উন্নতিতে কাজ করে চলছি।' পুনরায় বললো লোকটা।

নদী তীরে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো নৌকা বাধা ছিলো। তার মধ্যে একটা ইউরোপীয় পালতোলা নৌকা ছিলো। 'এখানেই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে বাস করি।' নৌকার দিকে নির্দেশ করে কনসালটেন্ট লোকটি বললো। ডেকের ওপর থেকে তার স্ত্রী আমাদের দেখছিলেন। ভদ্রমহিলার বয়সও প্রায় কনসালটেন্ট লোকটার সমান হবে। তিনি একটা ছোট্ট নৌকায় উঠলেন। তারপর দ্রুতই বৈঠা দিয়ে বেয়ে উপকূলে চলে এলেন। মহিলার লম্বা চুল এবং চেহারা দেখে এশিয়ান বলেই মনে হলো।

'সত্যিকার স্বর্গ এই জায়গা। আমি আর বৃষ্টিস্নাত ব্রিটেনে ফিরে যেতে চাই না।' আনন্দের সুরে ভদ্রমহিলা আমাদের বললেন, যখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে তিনি তার স্বজাতীয় লোকদের মিস করেন কি না। 'এখানে প্রচুর পরিমাণ মাছ, গলদা চিংড়ি, পরিষ্কার সমুদ্র এবং কত কত ভালো লোক।' একজন উইন্ডসার্ফারের দিকে নির্দেশ করে বললেন তিনি, যে কিনা নৌকা বাধছিলো তীরে। 'আমার এমনকি খেলাধুলার জিনিস পর্যন্ত আছে, আর কী চাই?' বলেই হাস্যরসে ফেটে পরলেন।

আবু মদিনা হঠাৎ তার এক স্ত্রীর বাংলোয় চলে গেলো। যতক্ষণে আমরা ওই ব্রিটিশ কনসালটেন্ট এবং তার অমায়িক স্ত্রীর সাথে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম, ততক্ষণে সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথেও যথাসম্ভব সাক্ষাৎ করে আসলো।

এরোজে ফিরে যাবার লম্বা ভ্রমণের সময় আমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম যে, কনসালটেন্ট লোকটা মাছ শিকারের পাশাপাশি একজন পার্টটাইম গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। যদিও আমরা খোঁজ করতে যাইনি সে মোহাম্মদ গল এলাকার কী নিয়ে রিপোর্ট করে এবং কাদের ওপর নজরদারি বজায় রাখে।

আরেকটা ব্যাপার হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়লো হেডকোয়ার্টারে, এরোজে একদল পর্যটক এসেছে, সত্যিকারের পর্যটক! এই পর্যটকরা ডাইভার ম্যাগাজিনগুলোতে বিজ্ঞাপনের কাজ করতো, যেই ম্যাগাজিনে আমরা এরোজ ভিলেজ পুনরায় খোলার বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম।

টুরিস্টদের অধিকাংশই ছিলো ডাচ এবং জার্মানি। ছয় সাত জনের একটি দল এসেছিলো ডাইভিং করার জন্য। এক সপ্তাহ থেকে বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এজায়গায় ভ্রমণ করা এবং ডাইভ দেওয়ার জন্য এসেছিলো তারা। এর চেয়ে বেশিকিছু আশাও করেনি। তারা জানতো এখানকার প্রবাল প্রাচীরে ঘেরা জায়গায় ডাইভ দিতে হলে কেবল টাকা খরচ নয়, নিজের সাহসও থাকতে হয়। অতএব তারা সুদান থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করার ব্যবস্থা করলো। ওখানে ভ্রমণটাও ছিলো কষ্টকর।

আমাদের প্রতিনিধিরা ইস্ট ইউরোপীয়ান এয়ারলাইনের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে সুলভে ভ্রমণের ব্যবস্থা করলো। সুদানের রাজধানীতে পৌছানোটাও যেন সুখের পথে পা বাড়ানো। ঘরোয়া ফ্লাইটে ইনশাআল্লাহ এয়ারওয়েজ হয়ে একটি গাড়িতে করে তারা ভিলেজের দিকে এসেছিলো। যাবার পথে ধুলোবালি ভরা একই রাস্তা ব্যবহার করেছিলো তারা। আমরা কম খরচে যেসব সেবা দিয়েছিলাম ডাইভিং বিষয়ে, সেসবের প্রশংসা না করে পারেনি টুরিস্টরা। ভিলেজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো খার্তুমে থাকা বিদেশিদের মাঝে। এরপর থেকে কিছু কিছু টুরিস্ট আসতে লাগলো।

যেহেতু সুদান গতানুগতিক রাষ্ট্রগুলোর মতো নয়, তাই কিছু কিছু পর্যটকের বেশভূষা স্বাভাবিক ছিলো না। উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ কমান্ডো অফিসারের দলের কথা বলা যায়।

'এক সকালে, ভিলেজ যখন টুরিস্ট শূন্য হয়ে পরেছিলো, তখন একদল রহস্যময় লোকের দেখা মিললো মরুভূমিতে।' ভিলেজের এক ক্রু সদস্য বলছিলেন। 'তারা স্থানীয় লম্বা পোশাক এবং ওপরে মিলটারি পোশাকে জগাখিচুরি বেশভূষায় আবৃত ছিলো। তারা তাদের পরিচয় দিয়েছিলো 'ব্রিটিশ এক্সট্রিম টুরিস্ট' হিসেবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে তারা ব্রিটিশ এসএএস এলিট ফোর্সের সদস্য, যাদের সুদানে পাঠানো হয়েছিলো সার্ভাইভেল এক্সারসাইজের জন্য। তারা

এসে একটি ঘরে উঠেছিলো। আমাদের সাথে মাছ ধরে, হাসি আনন্দে দিন কাটিয়েছিলো।

'কিছুক্ষণ পর যখন টেলিভিশনে সেনাবাহিনীর ইউনিটের প্রশিক্ষণের ওপর ডকুমেন্টারি দেখছিলাম, আমি তখন বুঝেছিলাম তারা আমাদের সাথে গুল মেরেছে। পর্যটক হিসেবে আসার কথাটা ছিলো মিথ্যে। বরং তারা মরুভূমিতে টিকে থাকা, টিকটিকি ধরা এবং পানির খোঁজ করছিলো। সর্বশেষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এই রিসোর্টে আসে। তারা আমাদের সাথে ভালোই মানিয়ে নিয়েছিলো। এটা একটা আফসোসের ব্যাপার যে আমরা তাদের মিথ্যা রেডিও কমিউনিকেশনের ব্যাপারটি ধরতে পারিনি।'

এরোজ ভিলেজে এ সময় অতিথিদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমরা কাজের লোকদের চাপ দিতে লাগলাম। টুরিস্টদের ঘর মোছার এবং কাপড় ধোয়ার দায়িত্ব ছিলো ইরিত্রিয়ান কিছু মহিলার ওপর। তাদের মধ্য কেউ কেউ সেক্স সার্ভিস দিত স্থানীয় কর্মচারীদের মাঝে। একটা তথ্য যদি দিই তাতে মনে হয় না মোসাদের খুব বেশি ক্ষতি হবে, মোসাদ অফিসারদের মধ্য প্রতি দশজনের একজন সেক্স সার্ভিস নেয়।

ডাইভিং এবং টুরিং অর্জনসমূহকে সবাই ছবি তুলে স্মরণীয় করে রাখতো। মাঝেমধ্যে ভিলেজে মোসাদের বড় বড় কর্মকর্তারাও টুরিস্ট ছদ্মবেশে আসতেন। ফিরে গিয়েই তারা এরোজ ভিলেজের টুরিস্ট সেবা সম্পর্কে লিখতেন। কিন্তু কখনো তেল আবিবের অফিসে আমাদের সুদান টিমের কারো ফটো চালাচালি হয়নি। বরং দুর্নীতি ও আত্মসাৎ এর গুজব চলছিলো, যা বেলেল্লাপনার চরম উদাহরণ।

▣

আমরা আর কখনোই ইরকিতের সেই ব্রিটিশ ল্যান্ডিং সাইটে যাই নি। কেননা, কেউ একজন, হতে পারে কোনো বেদুইন সুদানি পুলিশ কর্তৃপক্ষকে তথ্য দিয়েছিলো যে ১৯৮২ সালের গ্রীষ্মের রাতে সেখানে কিছু একটা হয়েছিলো। সুদানি ইনভেস্টিগেটর পুলিশ এরপর সেখানে পৌছুতেই আমাদের কার্যক্রমের ব্যাপক আলামত দেখতে পায়। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো লিপটন আইস টি এর অনেকগুলো ক্যান। সবই তাদের নজরে আসে।

নিঃসন্দেহে ওটা ছিলো দারুণ একটা অভিযান। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে নিজেদের রিফ্রেশ রাখার জন্য পোর্ট সুদান থেকে আমরা ঠান্ডা চায়ের ক্যান সাথে নিয়েছিলাম। সেগুলোরই পরিত্যক্ত ক্যান দেখে পুলিশরা

নিশ্চিত হয়েছিলো যে ইরকিতের পরিত্যক্ত সেই রানওয়ে মূলত বিদেশিরা ব্যবহার করেছিলো। কারণ স্থানীয় জনতা ঠান্ডা চা খায় না। তাছাড়া ক্যানের গায়ে মার্ক দেখে তারা আরো নিশ্চিত হয়েছিলো যে এসব দামী জিনিস স্থানীয় এলাকায় বিক্রি করা হয় না। একটা বিষয় অনুমান করা সম্ভব হয়েছিলো যে তারা আসলে স্মাগলার দমনে সচেষ্ট ছিলো। হয়তো তারা আমাদের সন্দেহ করেছিলো, কিন্তু কখনোই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকেনি।

মোসাদ হেডকোয়ার্টার ইরকিতের পরিত্যক্ত রানওয়েতে পুলিশের অনুসন্ধানের বিষয়টা জানতে পারলো। তারা পরবর্তীতে আদেশ দিলো যেকোনো স্থানে অভিযান পরিচালনা করার সময় কোনো প্রমাণ যেন রেখে না আসা হয়। তাছাড়া ইরকিত অঞ্চলটি পুলিশের নজরদারির আওতায় পড়ে যায়। ফলে আমাদের গেদারেফের কাছেই নতুন সিকিউরিটি সাইট খুঁজে বের করতে হয়েছিলো।

এয়ারফোর্সের জন্য গেদারেফের আশেপাশের জায়গাগুলোতে অভিযান পরিচালনা করা মানেই হচ্ছে নতুন সব পরিকল্পনা এবং বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, ইরকিত ছিলো সমুদ্রের পাশে লোকালয় থেকে বহুদূরে নিরিবিলি একটা স্থান। কিন্তু গেদারেফের মতো এরিয়ায় প্রাক জিপএস এর যুগে অভিযান পরিচালনা করা অত সহজ ছিলো না।

রাস্তায় শতশত শরণার্থী ভাইদের নিয়ে একটি কিংবা দুটি ব্যারিকেড পাড়ি দিয়ে এক রাতের মধ্যে তাদের জায়গামতো পৌছে দেওয়ার কাজটি রীতিমতো ছিলো একটি বিপ্লবের সমান। বিমান অভিযানে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি হেডকোয়ার্টার কর্তৃক নতুন পরিবেশে কমান্ডো সদস্যদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

আমাদের পূর্ববর্তী অভিযানের নায়ক ড্যানি এই অভিযানে ছিলো না। ড্যানি হচ্ছে এমন এক লোক যার বুক ভরা সাহস, যার কথামতো সৈন্যরা শেষ মুহূর্তেও কাজ করে যায়, যার অসীম বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায় না। এমন একজন কুইক ফিক্স মাস্টারকে ছাড়া অভিযানটি আরো জটিল হয়ে গিয়েছিলো।

আমাদের প্রথম অভিযানে তেমন কোনো দূর্ঘটনা ঘটেনি। ড্যানির সাথে আমরা গাড়ির ভাঙা পার্টস, দুর্দশাগ্রস্ত টায়ার নিয়েও একের পর এক বাধা অতিক্রম করে পৌঁছে গিয়েছিলাম শরণার্থীদের নিয়ে। দুয়েকটা বাধা পেলেও, ড্যানির সীমাহীন বুদ্ধির জোরে আমরা সেখান থেকে সহজেই পার পেয়েছিলাম। বলা চলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অভিযান সম্পন্ন

হয়। ড্যানির মতো একজনের অনুপস্থিতি অভিযানটি আরো জটিল করে তুলেছিলো।

সবার মনে রাখা উচিত সুদানে ড্যানি ১৯৭৯ সাল থেকে কাজ করছিলো। আমার মনে হয় না এত অল্প সময়ে সুপারম্যানও এতটা কৃতিত্ব দেখাতে পারতো কিনা। ড্যানিকে প্রমোশন দিয়ে ইউরোপে কাজের জন্য পাঠানো হয়। ফলে ড্যানি তার পরিবারের সাথে আরো সময় কাটানোর সুযোগ পায় এবং তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় আমার বন্ধু কমান্ডার যারিভকে।

যারিভের সংস্পর্শে আমি প্রথম আসি ১৯৭৪-৭৫ সালের গ্রীষ্মের সময়। আমি যেই কোর্স করছিলাম, যারিভ ছিলো সেই কোর্সের নির্দেশক। ড্যানি থেকে যারিভের কৌশল একেবারে আলাদা। কিন্তু মোসাদের গুপ্তচর এজেন্সিতে যাদেরকে বলা হয় যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করার মত ব্যক্তি হিসেবে, যারিভ ছিলো তাদের মধ্যেই একজন।

১৯৮৪ সালের একটি ঘটনা আমার মনে আছে। একদিনের কথা। যারিভ, আমি এবং মিকি সুদানি কেবিনেটের একজন মন্ত্রীর বাড়িতে গিয়েছিলাম। মন্ত্রী নিজে তার বাড়ির লনের তলা থেকে আমাদের জন্য মদের ব্যবস্থা করলেন। প্রেসিডেন্ট নিমিরির অবস্থা খারাপ যাচ্ছিলো। তাই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের সমর্থন পাবার জন্য রাষ্ট্রে জোরপূর্বক শরিয়া আইন চাপিয়ে দেওয়ার কথাগুলো মিডিয়ায় জোরেশোরে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

এরপর থেকেই সকল বার বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ লুকিয়ে মদ বিক্রি করতো। কিন্তু সেজন্য তাদের ধরা পড়লে মোটা অঙ্কের জরিমানা গোনার ব্যবস্থা করে রাখতে হতো। অবস্থা এমন হলো যে আমরা পান করার জন্য অ্যালকোহল পাচ্ছিলাম না। মন্ত্রী সাহেব, নিমিরির প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের জন্য মদের ব্যবস্থা করলেন।

আমরা তিনজন- মিকি, যারিভ এবং আমি ছিলাম দীর্ঘদিনের বন্ধু। মিকি এবং যারিভ দুজনেই বিবাহিত। তারা আমার ছোট্টবেলার প্রতিবেশীদের মেয়ে বিয়ে করেছিলো। তাছাড়া মিকিকে আমি চিনি হাইস্কুল থেকে। সে ছিলো 'ইগোজ' ইউনিটের ভালো একজন ডাক্তার এবং প্লাটুন কমান্ডার। তো আমরা তিনজন সুদানি মন্ত্রীর সুইমিংপুলের পাশে বসে মদ গিলছিলাম।

'জীবনে কী আর আছে।' যারিভ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলেছিলো।

তার এহেন দীর্ঘশ্বাসের কারণটা আসলে বিস্তারিত বর্ণনা করা উচিত। যারিভের ইংরেজি মাতা সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের মেয়ে ছিলেন।

তার বাবা ছিলেন ব্রিটিশ রানীর কুইন্স কাউন্সিলর পদধারী নামী একজন ব্যক্তি এবং হাউজ অব লর্ডের সদস্য। ফলে যারিভের নানাজানের নামের সাথে লর্ড যুক্ত হয়ে লর্ড যারিভ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে তার মায়ের সাথে একজন ব্রিটিশ আর্মি অফিসারের সাক্ষাৎ হয়, যিনি তিবারিয়াসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রীসে ১৯৪১ সালে নাজি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। যুদ্ধের পর তারা দুজন একে অপরের প্রেমে পড়ে। বিয়ের পরে যারিভের জন্ম হয়।

এক বছর পরই নতুন করে ইসরায়েলের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তার বাবা একটা যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। ফলে তার অল্পবয়সী বিধবা মা তাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু বাবার ইচ্ছানুযায়ী ছেলেকে ইসরায়েলে পড়াশোনা করাতে তিনি পুনরায় ইসরায়েলে চলে আসেন। ওখানেই ফার্স্ট গ্রেডে ভর্তি হয় যারিভ। পরবর্তীতে তার মা হাইফা বন্দর এলাকায় চলে যায় এবং সেখানে আরেকটি বিয়ে করে। তাদের সন্তানও হয়।

যারিভ শুরুতে নন কমব্যাট আর্মিতে যোগদান করে। কেননা সে ছিলো একজন এতিম এবং ইন্টেলিজেন্স অফিসার ট্রেনিং সম্পন্ন করা একজন ছেলে। গ্রাজুয়েশনের দিন, সে ইসরায়েলের দক্ষিণে মরুভূমির স্পেশাল ইউনিটের দুর্ধর্ষ বেদুইন কমান্ডার আমোস ইয়ারকোনির কাছে চলে যায় এবং নিজের ব্যাজ খুলে তাদের সাথে যোগদানের জন্য অনুরোধ করে। 'আমি আপনার আন্ডারে একজন র‍্যাঙ্ক অফিসার হিসেবে কাজ করতে চাই।' বলে সে। একসপ্তাহ পর সে তার যোগ্যতাবলে অফিসার পদবী পায়।

সেবার মোসাদে কর্মী ছাটাইয়ের পর যারিভ ছিলো অন্যতম সেরা ইএএল এয়ারলাইনসের ফ্লাইং সিকিউরিটি অফিসার। সাথে সাথে তাকে মোসাদে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং উদীয়মান তারকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যারিভ তার কর্মক্ষেত্রে সফলতার জন্য 'ইসরায়েল ডিফেন্স এ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলো। তার উন্নতি হচ্ছিলো দিনকে দিন। কিন্তু একবার তার নামে স্মাগলিংয়ের অভিযোগ দায়ের করা হলো।

এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আটাশ বছর বয়সে যারিভ মোসাদ ছেড়ে চলে আসে এবং পাইলট ট্রেনিং কোর্স করে শাওয়াক স্কোয়াড্রনে কাজ শুরু করে। কিন্তু একটা দূর্ঘটনা তার ক্যারিয়ারের ইতি টেনে দেয়। একবার বিমান চালানোর সময় দূর্ঘটনার কারণে যারিভ গুরুতর আহত হয়। তাকে তৎক্ষণাৎ যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তোলা হয়। কিন্তু আজো পিঠে ও কোমড়ে সমস্যা অনুভব করে। পরবর্তীতে আঘাত থাকা সত্ত্বেও

এয়ারফোর্স যারিভকে ফ্লাইং ইউনিটের কাজ দিতে চায়। যারিভ তা নাকোচ করে সাধারণ জীবনে ফিরে যায়।

এরপর সে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শুরু করে। ঠিক এর পরপরই মোসাদ কর্তৃপক্ষ কিছু রেকর্ড এবং অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে সুদানে ইহুদি উদ্ধার অভিযানের প্রধান ড্যানির স্থলাভিষিক্ত করে।

যারিভ আর ড্যানির সম্পর্ক ভালোই ছিলো। তারা দুজনই পূর্বে একসাথে ইসরায়েলে অভিযানে অংশ নিয়েছিলো। কিন্তু বছরে পর বছর একসাথে না থাকায় একসময় তাদের মাঝে দূরত্ব বেড়ে যায়।

ইথিওপিয়ান ইহুদিদের ইসরায়েলে ফিরিয়ে নেওয়ার কিছু পরেই ড্যানি এবং যারিভ মোসাদ ছেড়ে দেয়। সংস্থায় একটা সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো যে ঝামেলাকারী কর্মী ছাড়াও, অভিযান সমাপ্তি হবার পর অভিযান থেকে ফেরা কর্মীদের ছাঁটাই করা হতো।

ড্যানি আসলে ভাগ্যবান ছিলো। বাকিদের তুলনায় কম বয়সেই সে অবসর নিতে পেরেছিলো, যা কিনা কোনোরূপ পতন হওয়া ব্যতিতই তার বীরত্বগাঁথা অটুট রেখেছিলো।

▣

সুদানে পরিচালিত অভিযানে ড্যানি এবং যারিভের পদ্ধতি ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। পুরো অভিযানের জন্য সুন্দর কিছু পরিকল্পনা করা হয়েছিলো। এবার ইহুদিদের উদ্ধার করার অভিযান একটা রুটিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিমান অভিযান অব্যাহত থাকলো। এগুলো যেন আরো ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে এমনও রাত গিয়েছিলো যে সুদানের মাটিতে তিনটি করে হারকিউলিস অবতরণ করতো এবং এগুলোর প্রত্যেকটিই শত শত ইহুদি নিয়ে সোজা ইসরায়েল গিয়ে পৌঁছাতো।

যাইহোক, সুদানে যারিভের সময়টাও কম ঝামেলার ছিলো না। একবার এক মহিলা বিমান দেখে ভয় পেয়ে মরুভূমির দিকে দৌড় দিয়েছিলো। তাকে খুঁজে বের করতে বড্ড বেগ পেতে হয়। অবশেষে কয়েকমাস পরে একটা ফ্লাইটে করে মহিলাটিকে ইসরায়েলে পাঠানো হয়। আমাদের দিকে আসা হারকিউলিস বিমানগুলোকে লক্ষ্য করে সক্রিয় আর্মি স্টেশন থেকে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছিলো একবার। রাতের অন্ধকারে আমরা আকাশে মিসাইলগুলোর ছুটে আসা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এমনকি একবার আমাদের বিমানগুলোতে তারা সরাসরি গুলি

চালিয়েছিলো। ভাগিস এতসব বিপদ উতরে গিয়ে আমরা সফল হয়েছিলাম। শুধু এসবই নয়, রাস্তা দিয়ে আসার সময় ব্যারিকেডে এক পুলিশ সদস্য জোরাজোরি করে ট্রাকের ভেতরে কী আছে সেসব দেখার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু কয়েকটি ড্রাম দেখার পর সে পুরোটা না দেখেই নিচে নেমে গিয়েছিলো। এর চেয়েও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পরেছিলাম একবার। আমাদের কাজকর্ম টের পেয়ে সুদানি পুলিশ তাদের গাড়ি নিয়ে আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছিলো। কিন্তু যান্ত্রিক ক্রটির কারণে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করে আর আমাদের ধরতে পারেনি। এতসব বিপদ সত্ত্বেও আমরা চালিয়ে যাচ্ছিলাম আমাদের দুঃসাহসিক অভিযান।

আরো কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা ছিলো। ড্যানির আন্ডারে সেসব হলে সম্ভবত অভিযান স্থগিত করা হতো। আমাদের গাড়ির অকেজো টায়ারগুলো ঠিক করা হয়েছিলো। এইবার আগেরবারের মতো না করে, এক্সট্রা টায়ারও সাথে নেওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া সেসব সারানোর যন্ত্রপাতিও নিয়ে নেওয়া হয়েছিলো সাথে করে, যেন কোনোরূপ সমস্যা না হয়। তাই রাতের বেলা একটু দেরি হওয়া ছাড়া অভিযান বিষয়ক আর কোনো ক্রটির সম্মুখীন হতে হয়নি কখনো।

শরণার্থীদেরকে তোলার জায়গায় বেশি মানুষ হলেও তাদের নিয়ে নেওয়া হতো। একবার নিতে গিয়ে ট্রাকের একটা সাইড প্যানেল খোলা রাখা হয়েছিলো। এতে গাড়ি থেকে কেউ কেউ পড়ে গিয়েছিলো। তবে পূর্বে ড্যানির সাথে করা অভিযানের মতো এবারো বিস্ময়করভাবে কেউই তেমন আঘাত পায়নি।

হলিডে ভিলেজের কাজও দারুণভাবে রুটিনমাফিক সম্পন্ন হতে লাগলো। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ এখানে বাজেট প্রদান করার জন্য। অবশেষে মোসাদ টিম এরোজ ভিলেজকে নিয়ে ১৯৭০ সালে ইতালিয়ানদের দেখা স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলো। এরোজ ভিলেজ পরিণত হয়েছিলো সুদানের সবচেয়ে সেরা বিনোদনকেন্দ্রে।

সবকিছু ঠিকঠাক সচল রাখার জন্য সেখানে কিছু ইসরায়েলি নারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তাদেরকে ব্যবহার করা হতো অভিযানের যাবার পূর্বে কভার স্টোরিমেকার হিসেবে। ১৯৮৫ সালের বসন্তে অভিযান শেষ হওবার আগ পর্যন্ত ইলানা, গিলা এবং জোলার মতো প্রশিক্ষিত মেয়েরা এখানে কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। এরোজের ক্রু সদস্যরা যখন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আনার জন্য খার্তুমে গমন করতো তখন তারা ভিলেজের দেখাশোনা করতো।

ইলানা, গিলা এবং জোলার উপস্থিতি পশ্চিমা বন্য আবহাওয়ার মাঝে যেন শীতল বাতাস বইয়ে দিয়েছিলো। এমনকি জোলা তার হবু বরের সাথে এরোজেই সাক্ষাৎ লাভ করেছিলো।

এরপর থেকে এরোজ ভিলেজের ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত হয়ে যায়। খাবার, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অন্যান্য আরো কিছু সমস্যা দূরীভূত হয়। একরাতে সি-১৩০ হারকিউলিস বিমানে করে পানি বহন করে আনা হয় দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করার জন্য।

ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করে টেকনিশিয়ান গিল সকল জেনারেটর ঠিক করে ফেলেছিলো এবং জায়গামতো স্থাপন করেছিলো। দিনে কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ সেবার মান নিশ্চিত করা হয়েছিলো।

একবার একজন পর্যটক এরোজ ভিলেজে বেড়াতে এসেছিলো, যে ছিলো সুদানে কাজ করা অগণিত এইড এজেন্সির প্রধান। সমুদ্রে ঘুরতে গিয়ে সে সবাইকে খুব প্রশ্ন করছিলো। একদিন সে স্থানীয় ডাইভিং ইন্সট্রাক্টর রাম গোলম্বিকের সাথে সমুদ্রে ঘুরতে গিয়েছিলো। যখন তাদের জোডিয়াক লোকজনের থেকে অনেকটা দূরে চলে গেলো, তখন লোকটা বললো, 'আমি জানি তুমি একজন ইসরায়েলি।' শুনে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলো গোলম্বিক। তার ওপর লোকটা স্বতস্ফূর্তভাবে হিব্রুতে কথা বলে যাচ্ছিলো।

জানা গেলো এই কানাডিয়ান ছিলেন উত্তর আমেরিকার ইহুদি এইড আউটফিটের পক্ষ হয়ে আসা একজন কর্মী। এই সংস্থার কর্মীদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো যে ইহুদিদের উদ্ধারে ইসরায়েল যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারছিলো না। তারা যেটা করতো, তা হলো, ইহুদিদের বিমানে করে নিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ কেনিয়ায় নিয়ে যেত এস্কেপ রুট ব্যবহার করে। কিন্তু একটা বিমান ক্রাশ হবার পর তাদের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দূর্ঘটনায় বেঁচে থাকা যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। সুদানে তাদের কাজকর্মে অপেশাদারিত্বের লক্ষণ ছিলো। এমনকি তা আমাদের নিজস্ব অভিযানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলো।

কীভাবে ওই কানাডিয়ান লোকটি ভিলেজে ইসরায়েলী লোক আছে এটা জানতে পারলো? 'বহুদিন ধরে আমার সন্দেহ ছিলো ভিলেজটিকে ইসরায়েলি ঘাটি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ওপর লোকদের ব্রেকফাস্টের ধরণ দেখে বোঝা সহজ হয়ে গিয়েছিলো। কেননা, আমাদের ইসরায়েলি লোকেরা সালাদ খুব চিকন করে কাটে।' বলেছিলো লোকটা।

তার কথার ধরণে বোঝা গেলো প্লেন ক্রাশের পর তাদের দলের প্রধান বুঝতে পেরেছিলো যে ইহুদিদের উদ্ধারের কাজটি মোসাদের

হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তাদের বরং শরণার্থী ক্যাম্পের আর্থিক সমস্যা, স্যানিটেশন সমস্যার দিকে নজর দেওয়াটাই ভালো হবে।

ভিলেজে কমবেশি দলে দলে টুরিস্ট আসতো। খার্তুমের ধনী লোকদের কাছে এরোজ ভিলেজ পরিণত হয়েছিলো সপ্তাহান্তে ছুটি কাটানোর জন্য উপযুক্ত এক স্থান।

একটা সময় এখানকার যোগাযোগের সমস্যা কাটিয়ে তোলা হয় আধুনিক রেডিও নেটওয়ার্ক স্থাপন করার দ্বারা। ফলে অতিথিদের জন্য খাবার অর্ডার এবং সরবরাহ করার ব্যাপারটিও বেশ সহজ হয়ে যায়।

এরোজে এই রেডিও নেটওয়ার্কের পরিচালনা করার জন্য সুদানের পোস্টাল অথরিটি এবং মিলিটারির অনুমতি নিতে হয়েছিলো আমাদের।

▣

১৯৮২ সালের শেষ লগ্নে আমি মোসাদ থেকে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো বিদায় নিই। তাদের সাথে আমার বিশেষ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সুদানে আমার কাজের দক্ষতায় আমি তাদেরকে যথেষ্ট খুশি করতে পেরেছিলাম। এমনকি চাইলে পুনরায় জয়েন করার সুযোগও ছিলো। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি মোসাদের লোকবল বিভাগের প্রধানের জন্য, যিনি স্বল্প সময়ে মোসাদে যোগদান করা এবং চলে যাওয়া লোকদের পক্ষে কখনোই থাকতেন না।

তখন আমি পুনরায় অব্যাহতিপত্রে সাইন করে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিলাম। আমার কাছে থাকা মোসাদের সকল যন্ত্রপাতি ফিরিয়ে দেওয়ার পর, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম সাধারণ জীবনে। সেসময় আমার এক ভালো বন্ধু আমাকে পেলেডের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, যে কম্পিউটার তৈরির প্রতিষ্ঠান আইবিএম কোম্পানির সাবেক কর্মচারী ছিলো এবং একটা কম্পিউটার ম্যাগাজিন করার কথা ভাবছিলো। কয়েক মাস আমি তার সাথে 'অ্যানাশিম ভেমসশেভিন' (মানুষ ও কম্পিউটার) এবং মাচশেভ ইশি (পারসোনাল কম্পিউটার) নামের দুটি ম্যাগাজিনের সাব-এডিটর হিসেবে কাজ করলাম। একইসাথে আমি ইসরায়েলের কোল রেডিওতে সংবাদ অনুষ্ঠানের প্রযোজক হিসেবেও কাজ করেছি। কিন্তু কম্পিউটার নিয়ে পরে থাকা আমার কাজ নয়। ফলে যা হবার তাই হলো। অল্পদিনেই আমি ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম পেলেডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। পেলেড এখন বিশ্বের কম্পিউটার ম্যাগাজিন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

আমার জীবনের সরলপথ বারবার বাঁক নিচ্ছিলো। তবে আমি বিস্মিত হইনি মোটেও। ১৯৮৩ সালে আমি দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে করি। এর কিছুকাল পরেই আবার সুদানে নিজেকে আবিষ্কার করি। এবার সংরক্ষিত সেনাবাহিনীর একজন সৈন্য হিসেবে। অন্যসব ইসরায়েলিদের মতোই আমাকে বছরে একমাস সেনাবাহিনীতে শ্রম দেওয়ার জন্য বলা হলো। কিন্তু আমার ভাগ্য মনে হয় মোসাদের সাথেই কোনো অদৃশ্য সুতোয় আবদ্ধ ছিলো...

'পুনরায় স্বাগতম।' হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিলো পুরাতন মোসাদ ইউনিট থেকে। 'আমরা জানতাম আপনি আবার ফিরে আসবেন। কারণ আপনার চলে যাওয়াটা সবসময়ই সাময়িক সময়ের জন্য ছিলো...' বলেছিলো অফিসে থাকা মহিলা কেরানি।

এভাবে পুনরায় মোসাদের সাথে আমার যাত্রা শুরু হয়।

১৯৮০ সালের শুরুর দিকে মিলিটারি সেন্সরশিপ বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলো। ফলে লেবানন যুদ্ধের ওই সময়টাতে ইসরায়েলে কী কী চলছিলো তা যে কেউ চাইলে সহজেই জানতে পারতো।

আমি ব্যক্তিগতভাবে গণহারে সকল কিছুর ওপর সেন্সরশীপ বসানোর বিষয়টা পছন্দ করি না। ১৯৮৩ সালে আরব এবং আন্তর্জাতিক কিছু গণমাধ্যমে সর্বপ্রথম ইসরায়েল কর্তৃক ইহুদিদের অভিবাসনের ব্যাপারে লেখা হয়। কিন্তু ইসরায়েল সরাসরি তা অস্বীকার করে।

একই সময়ে সকল গণমাধ্যমগুলোর ওপর সেন্সরশিপ জারি করা হয়েছিলো। ইসরায়েলের কোন জাতীয় গণমাধ্যম কিংবা ইসরায়েল ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সকল গণমাধ্যমে শরণার্থীদের সংবাদ আসতো কিনা সেসব ভালো করে নজরদারি করা হতো। সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হলো, ইসরায়েলে অভিবাসী হয়ে আসা শরণার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেশের অনেকগুলো মন্ত্রণালয়ের প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়েছিলো। তবে শরণার্থী বিষয়ে দেশের অনেক সাংবাদিক নীরব ছিলেন। কেননা, এমন অবস্থায় তাদের নিয়ে সংবাদ করার কারণে উদ্ধার অভিযানের লোকহিতকর কাজে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা ছিলো।

এরপর অনেকটা সময় কেটে যাবার পর মিডিয়ায় এই প্রসঙ্গগুলো আসতে থাকে। ১৯৮৫ সালে এ বিষয়ক একটি সংবাদের হেডলাইন লেখা হয় একটি ম্যাগাজিন। সেটা অভিযান স্থগিতের অনেক পরে।

এ বিষয়ের সকল সংবাদ ম্যারিভ ইন্ডাস্ট্রির সকল পত্রিকাগুলোতে আসতে থাকে। ফলে একটা সময় তা সরাসরি সেন্সরশিপের আওতায়

চলে যায়। এমনকি সুদান এবং অন্যান্য দেশের ক্যাবল সার্ভিস রিপোর্টগুলোকেও সেন্সরের আওতাভুক্ত করা হয়।

যাইহোক, মোসাদে আমার কতিপয় বন্ধুদের দ্বারা জানতে পেরেছিলাম অভিযান তখনো অব্যাহত ছিলো এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী অনেক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিলো। কিন্তু কোনোটাতেই ফ্রিজ বে'র মতো ঘটনা ঘটেনি। তবে এসব অভিযানে তুলে আনা ইহুদিদের সংখ্যা ছিলো একেবারেই কম। সুদানে বিপদের আশঙ্কা টের পেয়ে বিমান অভিযানের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। ভাগ্যের ফেরে সিদ্ধান্তটি আমি মোসাদে ফিরে যাবার পরপরই নেওয়া হয়।

ঐ সময়ে মোসাদের অতিরিক্ত ঈর্ষান্বিত কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে লেবাননের ফালাঞ্জিস্ট পার্টির আঁতাতের ফলে তাদের নিয়ে বেশ বিরক্ত হয় মোসাদ হেডকোয়ার্টার। তবে লেবাননের রক্তক্ষয়ী ময়দানে ইনটেলিজেন্স অফিসার হিসেবে তখন আমাকে কাজ করতে হয়নি। ব্যাপারটা নিয়ে আমি বেশ সন্তুষ্ট ছিলাম। এর বদলে আমি সুদানে আমার শরণার্থী ভাইদেরকে ফিরিয়ে নিতে তখনও কাজ করছিলাম।

আমার কাছে মনে হয় মোসাদে আমি সম্ভবত প্রথম এবং শেষ সাংবাদিক যে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। একজন সাংবাদিক হবার পরও মোসাদ হেডকোয়ার্টার কর্তৃক আমাকে সুদানে প্রেরণের একটাই কারণ হতে পারে। আর তা হলো- আমি আমার সাধারণ নাগরিক হিসেবে চলাচল ও নিজের সিকিউরিটির ভূমিকার মধ্যে বেশ পার্থক্য করতে পারতাম।

ঐ সফরে একজন সংরক্ষিত কর্মী হিসেবে দায়িত্বে থাকাকালীন সময়গুলো দারুণ ছিলো। নিয়োগপ্রাপ্ত হবার একদিন পরই আমি সুদানে ফিরে গিয়েছিলাম। তিনদিন পরই ম্যারিভ নিউজরুমে আমার সহকর্মীরা যখন ডেস্কে সংবাদের চেকিং করছিলো যে আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে কি না, আমি তখন দরজাবিহীন একটা ট্রাক চালাচ্ছিলাম। শরণার্থী ভাইদের নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিলাম এয়ারফোর্সের বিমানে পৌঁছে দিতে ধূসর মরুভূমিতে।

অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া ছাড়াও আমি সুদানে প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত তরুণদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলাম। উদাহরণস্বরূপ- খার্তুমের ক্লাইটে বাল্যবন্ধু মিকির সাথেও বেশ ভালো সময় কাটিয়েছিলাম।

মিকির মাঝে প্রচুর ভালো গুণ ছিলো। যার ফলে মিকিকে যারিভ তার 'ডেপুটি' বলে ডাকতো। মিকি ছিলো খুব ভালো একজন ডাক্তার।

জীবনে প্রচুর হতাশাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলো সে। তথাপি তার সেন্স অব হিউমার ছিলো লক্ষ্য করার মত।

খার্তুমে ফ্লাইটে ওঠার কয়েক মিনিট পরেই আমাদের সামনের সারিতে থাকা এক লোকের প্রচণ্ড কাশি শুনতে পাই আমরা। 'আমি এ সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণ যক্ষা রোগীর চিকিৎসা করেছি। আমার মনে হচ্ছে লোকটা টিবি রোগে আক্রান্ত।' বিড়বিড় করে বললো মিকি। 'চলো আমরা দুই সারি সামনে গিয়ে বসি।'

সময়গুলো ছিলো বেশ আনন্দের। হারকিউলিস বিমান নেগেভে নামার সময় একজন ফিল্মের লোক বিমান থেকে নেমেছিলেন, মেনাশি রাজ নামের একজন টেলিভিশন প্রযোজক। দেখা গেলো এয়ারফোর্সের কৃতিত্ব নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করা হবে। সেসবের জন্য সকল যন্ত্রপাতি আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যেটির পুরো দায়িত্বে ছিলো রাজ নিজে।

জেরুসালেমে থাকাকালীন কোল ইসরায়েলে কাজ করার দিনগুলোতে আমি মেনাশির সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমাকে তাই ওর চেনার কথা ছিলো। কিন্তু ওই শীতের রাতে নেগেভে সে আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে ছিলো, যেন আমাকে তার স্মৃতির ম্যাপে ধারণ করার চেষ্টা করছিলো। সে রাতে আমি কেবল একজন সিকিউরিটি অফিসার হিসেবে সম্মানিত হয়েছিলাম তাই নয়, সবার সাথে ক্যামেরায় আবদ্ধ হয়েছিলাম।

আমার স্ত্রীর পাশাপাশি আমাকে যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি জানতেন তিনি হচ্ছেন ইডো ডিসেনচিক, যিনি পরবর্তীতে ম্যারিভ পেপারের এডিটর ইন চীফ হয়েছিলেন।

সুদানে একজন সংরক্ষিত কর্মী হিসেবে যাওয়ার আগে আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম। অনেক কথাবার্তা হয়েছিলো দুজনের মাঝে। সত্যি বলতে মোসাদে প্রথমত সবাই দেশের জন্য কাজ করলেও, অনেক উচ্চপদস্থ মোসাদ কর্মকর্তা রয়েছেন যারা ক্ষমতার ব্যবহারও করে থাকেন।

যাইহোক, ইডো তখন সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে প্রধান সম্পাদক পদে উন্নীত হন। আমি জানতাম তিনি সুদানের দুর্গত অবস্থায় কাটানো ইহুদিদের কথা জানতেন না। 'মোসাদ কর্তৃক সুদানে আমাকে বারবার পাঠানোর বিষয়টি আসলেই আমার জন্য কেমন বিপর্যয় বয়ে আনবে তা আমি জানি না। কিন্তু আমাকে যেতে হবে।' ইডোকে বলেছিলাম আমি। শুনে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে

ছিলেন তিনি। ম্যারিভের একজন সাংবাদিক মোসাদে গুপ্ত অভিযানে অংশ নেবে, বিষয়টা যেন কল্পনার বাইরে। শুনে খুশি হলেন ইডো। মৃদু হেসে আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন। কথা দিলেন এসব কথা আর কাউকে বলবেন না। সাথে সাথে তিনি আমার ছুটিও মঞ্জুর করলেন।

একদিন, আমি পোর্ট সুদান এবং গেদারেফের মাঝামাঝি কোনো এক স্থানে ক্লান্তি নিয়ে হাঁটছিলাম। এমন সময় আমার বাড়িতে (ইসরায়েলে) ফোন বেজে ওঠে। কলদাতা নিজেকে জুরি প্যানেলের একজন সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয় এবং আরো জানায় তারা কম্পিউটার জার্নালিস্ট প্রতিযোগীতায় আমাকে প্রথম পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্বাচিত করেছে। এখন সংগঠনের পরিচালকরা চান পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজে মঞ্চে এসে পুরস্কার গ্রহণ করবেন এবং ছোট্ট বক্তব্য রাখবেন সবার উদ্দেশ্যে।

'আমি খুবই দুঃখিত। আমি নিশ্চিত গ্যাডি অংশ নিতে পারলে খুবই খুশি হতো, কিন্তু সে এখন রিজার্ভ ডিউটি পালন করছে এবং নিশ্চিত বলতে পারছি না সে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা।' আমার স্ত্রী লোকটিকে বললো

'সমস্যা কোথায়? তিনি কি একজন অফিসার? তাহলে তাকে কয়েক ঘন্টার জন্য ছুটি নিতে বলুন। তিনি ইউনিফর্ম পরে আসলেও চলবে। বেইট শোকোলভে শুক্রবার সকাল দশটায়।' জবাবে বললেন কলদাতা। আমার স্ত্রী তখনও শান্ত রইলো। বললো, 'আমি খুবই দুঃখিত। গ্যাডি একজন ইনটেলিজেন্স অফিসার। নৌবাহিনীর সাথে সে একটা অভিযানে গিয়েছে। সেখানে হাইফাতে তারা দশদিন অবস্থান করবে।'

ঐ শুক্রবার, তেলআবিবের বেইট শোকোলভে আমার পক্ষ থেকে আমার মা এবং আমার স্ত্রী মঞ্চে উঠে পুরস্কার গ্রহণ করেন। ঠিক একই সময়ে আমি, লুইস, মিকি, ডুডু এবং যারিভ দুনিয়ার এক প্রান্তে সবচেয়ে দরিদ্র একটি দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে, কাদামাটিতে গেঁথে যাওয়া গাড়ি ওঠাতে শক্তি ব্যয় করে চলছিলাম।

▣

সুদানি ব্যবসায়ীর রুম পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা। চলমান এয়ার কন্ডিশনার থেকে গুনগুন শব্দ ভেসে আসছে। ৪১ ডিগ্রি তাপমাত্রাকে ঠান্ডা রাখার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে ওটা।

তিনজন ইউরোপীয় বসে আছে তাদের নিমন্ত্রণদাতার অপেক্ষায়। তার আসার দীর্ঘ অপেক্ষার সময়টুকুতে ছোট্ট রুমে তারা নিজেদের মধ্যে একটু কথাবার্তা বলার সুযোগ পেলো।

'খার্তুমে তুমি কী করছো?' তাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটি স্বতঃস্ফূর্ত ইংরেজিতে বললো। তার বয়স চল্লিশের মতো হবে।

'আমি একজন গুপ্তচর। এর বাইরে আর কিচ্ছু করি না।' প্রশ্নকর্তার চেয়ে বয়সে একটু কম লোকটা জবাব দিলো।

'ইন্টারেস্টিং। কার হয়ে কাজ করো তুমি?' কানাডিয়ান লোকটি বললো।

'ইসরায়েলের হয়ে। আমি একজন ইসরায়েলি গুপ্তচর।' কমবয়সী লোকটি জবাব দিলো।

'আমার মতে এটা চমৎকার কাজ নয়, তবে ভালো প্রফিটেবল কাজ।' বলেই কানাডিয়ান লোকটি পূর্বের মতো সংবাদপত্র পড়ায় মনোযোগ দিলো।

এই আলোচনা শুনে তৃতীয় ব্যক্তিটির রীতিমতো হার্ট অ্যাটাক করার অবস্থা হলো। প্রত্যেকটা কথার সাথে সাথে লোকটা কোনো শব্দ ছাড়াই আর্মচেয়ারে সেঁটে যাচ্ছিলো। সুদানি ব্যবসায়ির সাথে কথাবার্তা শেষ করার পর ভাড়া করা গাড়িতে করে ফিরবার সময় লোকটি ইসরায়েলি গুপ্তচরকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি একটা বাজে, উন্মাদ লোক!' ছেলেটার নাম ছিলো 'এইচ'। সে ছিলো ইসরায়েলি এয়ারফোর্সের একজন পাইলট। তাকে আরেকজন পুরোনো কর্মীর সাথে সুদানে পাঠানো হয়েছিলো গেদারেফের বিভিন্ন ল্যান্ডিং স্পট পরিদর্শন করার জন্য।

'আমাকে বলা হয়েছিলো তুমি খুব সাহসী। কিন্তু সবকিছুর একটা লিমিট থাকা উচিত।' ইসরায়েলি গুপ্তচর, যে কিনা আসলে যারিভ, তাকে উদ্দেশ্য করে এইচ বললো। 'অপরিচিত কারো কাছে এভাবে নিজের মুখোশ উন্মোচন করা মানে নির্ঘাত আত্মহত্যা করা! তুমি কি অভিযানের সকল কিছু খোয়াতে চাও? আচ্ছা পাগল তুমি!!'

'এইচ, শান্ত হও।' হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করে বললো যারিভ। 'মনে আছে তোমাকে আমি বলেছিলাম খার্তুমে আরো একজন লোক আছে যে কিনা আমাদের মতো একই কাজে নিয়োজিত? সে ছিলো সেই ব্যক্তি। তার নাম জ্যাক। আমরা বহু বছর ধরে একে অপরকে জানি। আর সেও তোমার ব্যাপারে জানে। তাই অল্পকথায় একটু মজা করলো।'

জ্যাক ছিলো খার্তুমে উরির দলের একজন, যারা সুদান থেকে ধারাবাহিকভাবে হাজারো ইহুদিকে নিয়ে যাচ্ছিলো কোনোরকম ঝুট ঝামেলা ছাড়াই। ইহুদিরা দলবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টান শরণার্থীদের ছদ্মবেশে বিভিন্ন মানবতাবাদী সংগঠনের মাধ্যমে সুদান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। সংখ্যায় খুব কম এবং কোনোরকম ঝুঁকি ছাড়াই কাজটা করতো তারা।

সুদানে জ্যাকের অভিযানের ধরণটা আমাদের ড্যানির সাথে তুলনা করা হয়। তাদের অভিযানে ঝুঁকি কম ছিলো। আমাদের মত জেমস বন্ড মুভি স্টাইল বিপদের মুখোমুখি কম হতে হয়েছিলো তাদের। এমনকি তাদের কোন এয়ারফোর্স কিংবা নৌবাহিনীর জাহাজ ব্যবহার করা হতো না। ছোট্ট পরিসরের কাজে অল্পস্বল্প বিপদ।

তাই একইভাবে ড্যানির করা কাজের মতো করে পুনরায় খ্রিস্টান শরণার্থীর ছদ্মবেশে ইহুদিদেরকে বের করার কাজটি অতটা গুরুত্ব না রাখলেও, প্রশংসা করার যোগ্য।

একবার এরি নামের একজন ছোটোখাটো গড়নের শক্তিশালী লোককে সুদানের খার্তুমে পাঠানো হয়েছিলো সরকারি লোকদের ঘুষের বিনিময়ে প্ররোচিত করে ইহুদিদের ফিরিয়ে নেওয়ার পক্ষে সহায়তা করার জন্য। একটা ছদ্ম পরিচয়ে সে সরকারের বড় বড় কর্মকর্তাদের কাছে যেতে সমর্থ হয়েছিলো এবং তাদের ঘুষও সাধে। এমনকি বাকি জীবন ইউরোপে সুখে শান্তিতে কাটানোর আশ্বাসও দেয়। এরপরের রিয়েকশন ছিলো দৃঢ়। 'বারো ঘন্টার মধ্যে তুমি সুদান ছেড়ে চলে যাবে, যদি না আমাদের জেলে ঢুকে বছরের পর বছর পচে মরতে চাও।' সরকারি কর্মকর্তা তাকে বলেছিলো। কিন্তু এই ঘটনার পর নীল নদে অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে। অনেক দিন কেটে গেছে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী দিয়ে সুদান ভেসে গেছে। দেশটির দক্ষিণ অংশে গৃহযুদ্ধে শাসক নিমিরি ও তার সমর্থকদের ক্ষমতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় ততদিনে।

আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ এবং দুরবস্থার ফলে নিমিরির ভবিষ্যত প্রায় নির্ভরশীল হয়ে পরে আমেরিকার অর্থনৈতিক এবং মানবিকতাপূর্ণ সহায়ের কাছে।

আমি এখানে ইসরায়েল এবং আমেরিকার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলবো না। দুটি দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কটা কেমন তা নিয়েও বলবো না। আমি শুধু একটা কথা জানাতে চাই যে ইসরায়েল কর্তৃক আমেরিকার কাছে দুরবস্থার মধ্যে পরা শরণার্থীদেরকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য সাহায্য চাওয়া হয় এবং আমেরিকা তা সাথে সাথে মঞ্জুর করে।

১৯৮৪ সালে রাজধানী শহর খার্তুমে ইউএস এ্যাম্বাসির সদস্য কর্তৃক সুদান থেকে ইহুদিদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। প্রায় এক বছর পর এটা নিয়ে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত হয় :

শরণার্থী সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার করেন জেরি ওয়েভার। ছেচল্লিশ বছর বয়সী এই ব্যক্তি একজন প্রাক্তন কলেজ প্রভাষক এবং পরবর্তীতে এম্বাসির শরণার্থী সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন। এর কয়েকদিন পর নিমিরির জেনারেল ওমর আল তৈয়ব খার্তুমে আমেরিকান এ্যাম্বাসেডর হিউম হোরানের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

'আমরা আপনাদের একান্ত সহযোগীতা কামনা করছি।' জেনারেল বলেছিলেন।

'আমরা কেবল টাকা এবং খাদ্য দিয়ে নয় বরং সুদান থেকে কিছু শরণার্থী সরিয়ে নিয়ে সাহায্য করতে পারবো।' কুটনীতিক বললেন।

জেনারেল তায়েব ততক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন কী বলতে চেয়েছেন হিউম। সুতরাং তিনি দুটি কঠিন শর্ত দিলেন, তার দেশের লোকদের অবশ্যই ইউরোপ অথবা এর আশেপাশে সরিয়ে নিতে হবে এবং তাদের জন্য ফান্ড বরাদ্দ করতে হবে। জেনারেল তায়েবের অপর শর্তটি গোপন রাখা হয়।

এই পরিকল্পনারই নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন মসেস'।

'জেনারেল তায়েব কমপক্ষে দুই মিলিয়ন টাকা পেয়েছিলেন তার লন্ডনের ব্যাঙ্ক একাউন্টে।' অপারেশন মসেস সমাপ্ত হবার পর ইনকোয়্যারি কমিশনের সদস্য কামাল গাজোলি খার্তুমের এপি নিউজের সাংবাদিক ক্রিস্টোফার ডিকিকে একটি সাক্ষাৎকারে জানান। 'সরাসরি অভিযান পরিচালনার খাত থেকে অনেক কিছুই তায়েব এবং তার সিকিউরিটি ফোর্সের হয়ে যায়। গেদারেফ থেকে খার্তুমে শরণার্থীদের আনার বাস এবং বাকিসব বিশেষ যানবাহন, এমনকি একটি ছোট্ট বিমান (যা কিনা অভিযানে কোনো কাজে আসেনি, তবুও কেনা হয়েছিলো) সবই অভিযানের পর তায়েবের বাহিনীর কাছে রয়ে যায়।'

প্রথমদিকের পরিকল্পনামাফিক ইসরায়েলের এয়ারলাইনস সংস্থা মাওফকে বিবেচনা করা হয়েছিলো বিমান সেবার প্রতিযোগী হিসেবে। এই কোম্পানিটি নির্বাচিত করা হয়েছিলো কারণ ওটা আমেরিকায় রেজিস্ট্রি করা ছিলো। মাওফের সকল পাইলটরা ছিলো ইসরায়েলের এয়ারফোর্সের প্রাক্তন কর্মী। সুদানে ফ্লাইট করার একদিন আগে যারিভ মোসাদের প্রধান থেকে আদেশ পায় মাওফের সাথে কোনোরকম আলোচনা না করার জন্য। বিকল্প পথ খুঁজতে বলা হয়, কার্যত ইএলএএল এর চাপে পরে। জাতীয় কোনো ইস্যুতে চরম প্রতিযোগিতার রেশ দেখা যায় সবসময়ই। ধারণা করা হচ্ছিলো অভিযান পরিচালনার জন্য মাওফ এয়ারলাইনসের সাথে পাঁচ মিলিয়নের চুক্তি কোম্পানিটির ঘুরে দাঁড়াবার পক্ষে ব্যাপক

সহায়তার হতো। এভাবে এতসব কাণ্ডে অপারেশন মসেস কয়েক সপ্তাহ বন্ধ রাখা হয়।

মোসাদ তখন একটি ছোট্ট এয়ারলাইনের ব্যবস্থা করলো, যেটি কিনা ব্রাসেলসভিত্তিক একটি সংস্থা এবং একজন মহৎ হৃদয়ের ইহুদির মালিকানাধীন। মালিক আনন্দসহকারে অভিযানের জন্য তার ৭০৭ বোয়িং বিমানটি ব্যবহারে সায় দিলেন।

১৯৮৪ সালের ২১ নভেম্বর অপারেশন মসেস শুরু হয়, এমনটাই লিখেছিলো লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস পত্রিকায়। কমান্ডার ওয়েভার এবং তার সহযোগীরা মিলে গেদারেফের সীমান্ত অঞ্চলে একত্রিত শরণার্থীদের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলে। বিশাল সংখ্যক শরণার্থী সেদিন একত্রিত হয়েছিলো দেশে ফেরার প্রত্যাশায়। 'সন্ধ্যা ছয়টা বেজেছিলো কেবল। চারদিকে অন্ধকার নেমে গিয়েছিলো ততক্ষণে। ওখানে জড়ো হওয়া সবার মাঝে আমি আতঙ্ক দেখতে পেয়েছিলাম। সুদানি লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। এমনকি শরণার্থীদের বাসে তোলার কথা ভেবে আমি নিজেও আতঙ্ক অনুভব করেছিলাম।' সেদিনকার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ওয়েভার।

'সাড়ে ছয়টার দিকে আমরা সেখানে পৌঁছালাম। ঈশ্বর জানেন কতগুলো লোক ছিলো! সবাই ওই স্থান ত্যাগ করার জন্য দৌড়ে আসতেই হুলুস্থুল লেগে গেলো। খার্তুমের দিকে যাত্রায় বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লাগলো। জেনারেল তায়েবের সংগঠনের সদস্যরা গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছিলো। সকল প্রকার ব্যারিকেড পেরিয়ে গিয়ে খার্তুম এয়ারপোর্টে জড়ো করেছিলো শরণার্থীদের।'

'তারা একেবারে চুপচাপ বসে ছিলো। আমরা মাঝেমধ্যে দুয়েকটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেও ততক্ষণাৎ তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।' বলছিলেন ওয়েভার।

বেলজিয়ান বিমান রাত ১টা ৩০ এ এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। সেখানে থাকা বিশাল সংখ্যক শরণার্থীদেরকে দেখে পাইলটরা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। তাদেরকে শরণার্থী আনতে হবে এটা বলা হয়েছিলো। কিন্তু এটা বলা হয়নি যে জরাজীর্ণ এবং ময়লা জামাকাপড় পরা ২৫০ জনের মতো লোককে নিতে হবে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অসুস্থ। তারা সকলে একজনের সীটে কয়েকজন করে গাদাগাদি করে বসলো ভীত হয়ে। এরপর সকল কর্মী ও মোসাদ এজেন্টরা বসলো। কিন্তু বিমান উড্ডয়ন করলো না।

'দুঃখিত, আমাদের কাছে ২২০ টি অক্সিজেন মাস্ক আছে। কিন্তু এখানে লোকসংখ্যা তার চাইতে বেশি। এটা বেআইনি। আমি ইঞ্জিন চালু করবো না।' ক্যাপ্টেন বললো।

এটা শুনে মোসাদের সিনিয়র অফিসার জেহুদা ক্যাপ্টেনকে ওপর থেকে নিচ একবার চোখ বুলিয়ে দেখলেন। তারপর ধীর অথচ ভয়ানক গলায় বললেন, 'সামনে এগিয়ে যাও। আর সিদ্ধান্ত নাও কে মরবে, আর কে বাঁচবে।'

কথা শুনে ক্যাপ্টেনের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

'যদি তুমি ইঞ্জিনে ফিরে না যাও, তাহলে তোমাকে বিমান থেকে ফেলে দিয়ে আরেকজনকে দিয়ে বিমান চালানোর ব্যবস্থা করবো আমি।' পুনরায় বললেন জেহুদা। এভাবে অপারেশন মসেসের প্রথম ফ্লাইট ছাড়ে রাত ২টা ৪০ মিনিটে এবং একই দিনে ইউরোপ হয়ে ইসরায়েলে গিয়ে পৌঁছে। 'বিমান একবারে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। শরণার্থীরা কেউই ঠিকমত শৌচাগার ব্যবহার করতে জানতো না, ফলে পানি জমে দুর্গন্ধ হয়ে যায় সব। বেলজিয়ান বিমানবালারা এতোগুলো যাত্রীদের সেবা নিশ্চিত করতে কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু তারা খুব নিমগ্ন হয়ে কাজ করেছেন।' কথাটি বলেছিলেন ইহুদি এজেন্সির একজন কর্মকর্তা, যিনি কিনা বেন গুরিয়ন আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে অভিবাসীদের অভিবাদন জানিয়েছিলেন।

সবাইকে নামিয়ে দিয়ে বিমান আবার সুদানে ফিরে গিয়েছিলো। এভাবেই অপারেশন মসেস চলতে থাকে।

'সাতচল্লিশ দিনে আটাশটি গোপন ফ্লাইট কমপক্ষে ছয় হাজার ইথিওপিয়ান ইহুদিকে সুদান থেকে ইসরায়েলে নিয়ে গিয়েছিলো।' লস এ্যাঞ্জেলেস টাইমে এমনটাই লেখা হয়েছিলো। টিইএ এয়ারলাইনারস জেনারেল তায়েবের সাথে চুক্তি মোতাবেক এথেন্স, হারকালিয়ন, রোম এবং ব্রাসেলসে পৌঁছেছিলো এবং এরপর ইসরায়েলে ফিরে গিয়েছিলো।

▣

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি সর্বশেষ সুদানে গমন করি, প্রথমবারের যাত্রার তিন বছর পর। ঐ সময়টাতে আমি ম্যারিভের নিউজরুমে বসে সংবাদপত্রের স্তূপ ঘেটে সংবাদ পড়ায় ব্যস্ত থাকতাম। ডজনখানেকের মতো পত্রিকা সবসময়ই সেখানে থাকতো। অপারেশন মসেসের ব্যাপারে কোন তথ্য বাইরে যাওয়া ঠেকাতে সেন্সরশিপের বিষয়টা একজন ডাচ বালকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আমাকে, যে

এসব তথ্য প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিলো। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই অপারেশন সম্পর্কে জানতো। প্রায় প্রতিদিনই বেন গুরিয়ন এয়ারপোর্টে অভিবাসী দিয়ে পূর্ণ বিমান ল্যান্ড করতো। প্রথমে তাদের নিকটস্থ মিলিটারি এয়ারবেজে নেওয়া হত এবং তারপর পরিশোধন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হতো তাদের বাকি ইহুদি ভাইদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য, যারা কিনা তাদের মতোই কোনো না কোনো অভিযানের মাধ্যমেই ইসরায়েলে এসেছিলো।

স্থানীয় ইহুদি এজেন্সি, বছরখানেক নিষ্ক্রিয় থাকার পর, তাদের কর্মীদের সুসংহত করে ইহুদি অভিবাসীদের একতাকে সহজ করার লক্ষ্যে। ইসরায়েল ভিত্তিক বিদেশি সংবাদমাধ্যমগুলোকে অভিবাসী ও অপারেশন সংক্রান্ত তথ্য গোপন করতে বলা হয়।

মিডিয়ায় অভিযানের তথ্য প্রকাশ না করার অংশ হিসেবে মোসাদ কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলের সকল সিনিয়র এডিটরদেরকে বেন গুরিয়ন এয়ারপোর্টে অভিবাসীদের নিয়ে আসা ফ্লাইট দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। তারা সবাই আসার পর ইসরায়েলের মাটিতে অভিবাসীরা নেমে ইসরায়েলের মাটিতে চুমু খাবার দৃশ্যটি দেখে সকলের চোখে পানি এসে যায়। সম্পাদকদের এরপর বলা হয়, 'আপনারা যদি এই অভিযানের তথ্য প্রকাশ করে দেন, তাহলে তাদের মতো হাজার হাজার ইহুদি সুদানে না খেয়ে, রোগে ভুগে মারা যাবে।'

এ সময় আমি সুদান থেকে একবারে চলে আসি। একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, অপারেশন মসেস এরোজ ভিলেজের কর্মকান্ড থেকে একবারে আলাদাভাবে হয়েছে। গেদারেফ থেকে টিইএ এয়ারলাইনে হয়ে খার্তুমে পৌঁছানো কারো সাথে ভিলেজে অবস্থান করা দলের কোনো সংযোগ ছিলো না, বলতে গেলে তারা আলাদা একটি অভিযানের অপশন হিসেবে চলছিলো।

১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর আমি পুনরায় সুদান গিয়েছিলাম সত্য। তবে এবার আমি কোনো অভিযানে অংশ নেইনি। এবারের মিশন ছিলো পুরোপুরি আলাদা। কোনোরূপ অভিযানের কর্মকাণ্ডে আমরা অংশ না নিয়ে বরং খাবার, খেলাধুলা এবং সুদানের সবচেয়ে ভালো ডিস্ক জকির উপস্থাপনে পার্টিতে অংশগ্রহণ করেছিলাম, যারা এসেছিলো ভিলেজে গান পরিবেশনের উদ্দেশ্যে।

ঐ সময় ক্রিসমাস এবং নিউ ইয়ার পালন সাপেক্ষে আমরা কয়েকবার ডিনার পার্টির আয়োজন করেছিলাম। সুদানের অধিকাংশ

অঞ্চল জুড়ে দুর্ভিক্ষ চলছিলো তখন, কিন্তু এরোজ ভিলেজ ব্যতীত। কেননা, ওখানকার মেইনটেনেন্স খরচে ব্যাপক বাজেট দেওয়া হতো।

টেবিল ভরা থাকতো নানা রকমের খাবার। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, বড় বড় চিংড়ি ভাজা, হরেক রকমের মাছ এবং বিভিন্ন সবজির মিশ্রণে তৈরি সালাদ। এছাড়াও অতিথিদের মাঝে বিভিন্ন অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় যেমন- কোকা কোলা, সোডা ওয়াটার এবং চাই ফ্রানসাওয়াই নামে এক ধরণের বিশেষ চা পরিবেশন করা হতো। এখানকার শেইখডোমস উপকূলে বসবাস করা লোকেরা তাদের ইসলাম ধর্মীয় নেতাদের আপ্যায়ন করার জন্য ফ্রেঞ্চ চায়ের ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু আমাদের এখানে তা না থাকায় আমরা ইরিত্রিয়ান ব্র্যান্ডি পরিবেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করি, দ্রুতই যেটার নাম হয়ে যায় চাই ফ্রানসাওয়াই।

খার্তুম থেকে অনেক উচ্চপদস্থ কূটনীতিক কর্মকর্তারাও এখানে পরিবারসমেত আসতেন। একবার দুইজন সুদানি বড় অফিসার চা পান করছিলেন। এবং তাদের একজনের ছোট্ট মেয়েকে আমাদের ক্রু গিডি হাঙরের সাথে সাহসী লড়াইয়ের গল্প শোনাচ্ছিলো।

ছুটির দিন পালন করার জন্য কর্মচারীরা অনেক কাজ করছিলো। যখন অনেকগুলো লোক একসাথে 'আইম ড্রিমিং অফ আ হোয়াইট ক্রিসমাস' এবং 'জিঙ্গেল বেলস গান গাওয়া শুরু করলো, তখন ইডান্দা উপজাতির লোকেরা নাচতে শুরু করলো। এবং ওই রোমাঞ্চকর দিনে সুদানের বেস্ট ডিজে এনে গানও বাজানো হয়েছিলো।

'আমি অনেক জায়গায় অনেক ভালো সময় কাটিয়েছি। কিন্তু এবারের মতো ছিলো না কোথাও।' আয়োজনে সন্তুষ্ট হয়ে একজন জার্মান নির্বাহী সহ-রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছিলেন।

এরপর সর্বশেষ টুরিস্টও যখন এরোজ ভিলেজ থেকে বিদায় নিলো, তার কয়েকদিন পর আমিও খার্তুমে চলে গেলাম। খার্তুমে নিজের বাসায় বসে শুনতে পেলাম অপারেশন মসেসের খবর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকা এবং ইসরায়েলের সরকারি রেডিওতে প্রকাশ করা হয়েছে।

দেখা গেলো ইহুদিপন্থী একটি ম্যাগাজিন নেকুদাহ কিছু কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে একটা আর্টিকেল প্রকাশ করেছিলো। যেখানে বলা হয়েছিলো- 'অধিকাংশ ইথিওপিয়ান ইহুদিই ইতোমধ্যেই ইসরায়েলে পৌঁছে গেছে।'

'যদি এমন কোনো সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়ে থাকে, তাহলে এখান থেকে কোনো ঘটনা বের হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে।' ফোনে একজন বিদেশি প্রতিনিধি বলছিলো। বিস্তারিত জানতে তাদের বেগ পেতে হয়নি।

এরপর ২০ নভেম্বরে, নিউইয়র্কে অবস্থিত ইহুদি সংস্থার প্রধান এ্যারি ডাজলিন একটি বক্তব্য রাখেন, যেখানে আমেরিকান ইহুদি থেকে শরণার্থী ইহুদিদের জন্য কিছু দাবি উত্থাপন করা হয়। 'আমি জনসম্মুখে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলতে চাই না, কিন্তু এটা সত্য অন্যতম প্রাচীন একদল ইহুদি উপজাতিরা তাদের নিজের ভূমি ইসরায়েলে ফিরেছে।'

এই বক্তব্যের ওপরই নিউইয়র্কের জিউস প্রেস সুদান থেকে ইথিওপিয়ান ইহুদিদের আনার বিষয়ে একটি সংবাদ ছেপে বসে। ধীরে ধীরে বেশ কয়েকটা আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রও শিরোনাম করে। কিন্তু ইসরায়েল সরকার কর্তৃক অনুরোধ করা হয় সংবাদগুলো না লেখার জন্য। ফলে সংবাদপত্রগুলো কিছুদিন চুপ থাকে এ ব্যাপারে। তার কিছুদিন পরই জানুয়ারির শুরুর দিকে নেকুদাহ তাদের আর্টিকেল প্রকাশ করে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সও এরপর মুখ খোলে এবং পুরো বিশ্বব্যাপী 'অপারেশন মসেস' শিরোনামে সংবাদ ছেয়ে যায়।

ফলে জাফর নিমিরি এবং জেনারেল ওমর তায়েবের হাতে তাৎক্ষণিকভাবে খার্তুমের টিইএ ফ্লাইট বন্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকেনি। কেননা, তারাও অভিযানে সম্মতি দিয়েছিলেন।

পরে অপারেশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের ৫ জানুয়ারি শনিবার রাতে ছাড়ার কথা ছিলো ব্রাসেলস-খার্তুম-ব্রাসেলস রুটে। সেই বিমানে ছিলেন ইহুদি সংস্থার সিনিয়র কর্মকর্তা এ্যারি ডাজলিন এবং জেহুদা ডহমিনিটজ।

কিন্তু বিমানটি উড্ডয়ন করেনি, এমনকি পরবর্তী ফ্লাইটও পরিচালনা করা হয়নি এবং এর কারণ ছিলো কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাদের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কেননা, তাদের কারণে সুদানের মাটিতে আরো হাজারো ইহুদি দুরবস্থার মধ্যেই রয়ে গিয়েছিলো।

▣

১৯৮৫ সালের জানুয়ারির ঐ সপ্তাহে শত শত সেনাসদস্য খার্তুম এয়ারপোর্টে এসে হাজির হয়েছিলো। যাত্রীরা প্রত্যেকেই ছিলো খুব ভীতসন্ত্রস্ত। পাসপোর্ট এবং কাস্টম কন্ট্রোল রুম খুব সতর্কতার সাথে সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলো। একজন সেনাসদস্য আমার ওয়ালেটও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অতঃপর দিয়ে দিলেন। মিলিটারি সদস্যদের অবস্থানে সেদিন বাতাসে অন্যরকম একটা সুবাস ছড়াচ্ছিলো।

দুইশোর মত যাত্রী পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে মুক্তি পেয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। বিমানটি ততক্ষণাৎ চলে গেলো খার্তুমের রানওয়েতে। সেদিন

ক্রুরা আমাদের সামনে চাই ফ্রানসাওয়াই পরিবেশন করেনি। বরং আসল মদ এবং বিয়ার পরিবেশন করেছিলো। আমি পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে অপারেশন মসেস সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা দেখছিলাম প্রথম পাতা জুড়ে।

কয়েক ঘন্টা পর আমরা ইউরোপীয় রুট হয়ে ইসরায়েল পৌঁছে গেলাম। সেখানে আমি ম্যারিভের চাকরিতে পুনরায় যোগদান করলাম। সুদানে পড়ে থাকা আমার বন্ধুদের জন্য খারাপ লাগছিলো খুব, কেননা সেখানকার পরিস্থিতি ভালো ছিলো না।

জাফর নিমিরি আরব বিশ্বের কাছে পাঞ্চিং ব্যাগে পরিণত হয়েছিলেন। ইসরায়েলের সাথে সমঝোতার কারণে তিনি সব দেশের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কেননা, ফিরে যাওয়া শরণার্থীরা ভবিষ্যতে ইসরায়েল আর্মিতে যোগদান করবে এমনটাই ছিলো সবার ভাব্য।

নিমিরিও এসবের জবাব দিতে দেরী করলেন না। তিনি গণমাধ্যমগুলোতে জানালেন, 'সুদান থেকে তুলে নেওয়া শরণার্থীদের আমরা ব্যক্তি হিসেবেই জানি। তাদেরকে কখনোই জিজ্ঞেস করি না তারা মুসলিম, খ্রিস্টান নাকি ইহুদি।'

এছাড়াও নিমিরি তার সমালোচকদেরকেও কঠিন জবাব দিলেন। 'শরণার্থীদের নিয়ে সুদান বাজে একটি অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কে, কোন পথে শরণার্থীদের নিয়ে গেলো এসব নিয়ে আমাদের মাথাব্যাথা নেই। আমরা বিষয়টিকে একটি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। পুরো বিশ্বই শরণার্থী প্রসঙ্গে আমাদের সাহায্য করার কথা দিয়েছিলো। কিন্তু তাদের কয়জন শরণার্থী নিতে এগিয়ে এসেছিলো? প্রায় কেউই না। এখন পর্যন্ত সৌদি আরব এবং এর আশেপাশের উপকূলীয় অঞ্চলে চার হাজার শরণার্থী আশ্রয় পেয়েছে। এমনকি পশ্চিমারাও শরণার্থীদের নিতে কোনো তাড়া দেখায়নি- মাত্র বিশ হাজার আমেরিকায়, দুইশত কানাডায়, দশজন ব্রিটেনে, তিনজন অস্ট্রেলিয়ায় এবং নরওয়েতে মাত্র একজন!'

নিমিরির এই ব্যাখ্যা আরব বিশ্বে তার অবস্থানে কোনো পরিবর্তন করলো না। ফলে সুদানে ঘরোয়া দুর্যোগ বাড়তে লাগলো। কয়েকশত ইহুদি, যারা গেদারেফে জড়ো হয়েছিলো ইসরায়েলি কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার জন্য, তাদের ভাগ্যও পতিত হয়েছিলো দুর্দশায়। অপারেশন মসেস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কয়েকশো ইহুদি টিইএ ফ্লাইটের কমপ্লেক্স ভবনে এসে জড়ো হয়েছিলো। তারা আসলে সুদান থেকে ইহুদিদের ফিরিয়ে নেওয়ার অভিযানের সাথে জড়িত ছিলো এবং সমূহ

বিপদের মধ্যে পরেছিলো। তবে তাদের মুক্তির জন্য বার্তা এসেছিলো সরাসরি হোয়াইট হাউস থেকে প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তিটির সাথে আফ্রিকায় থাকা দুর্দশায় পতিত শরণার্থীদের সম্পর্ক কোথায়? প্রশ্ন জাগতে পারে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের বার্তা ঘাটলে দেখা যায় অপারেশন মসেস চলাকালে বুশ কখনোই উদাসীন ছিলেন না। তিনি মোসাদের কার্যক্রমের প্রশংসা করেছিলেন। বুশ নিজে আমেরিকার সিআইএ এর পরিচালক হিসোবে কাজ করেছেন। তাই মোসাদের কাজের প্রশংসা করতে ভুল করেননি তিনি।

বুশ ব্যক্তিগতভাবে অপারেশন মসেসের অগ্রগতিতে আগ্রহী ছিলেন এবং মোসাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যেমন এরোজ ভিলেজের বিষয়টি।

১৯৮৫ সালে অপারেশন মসেস সমাপ্ত হবার কয়েক সপ্তাহ পর জেনারেল তায়েবকে ওয়াশিংটনে আমন্ত্রণ জানানা হয়। দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস তাদের সংবাদমাধ্যমে লিখে সিআইএ পরিচালক জেনারেল কলবির মাধ্যমে এল তায়েবকে সাহায্য করার জন্য বলা হয়েছে আমেরিকান প্রশাসন কর্তৃক, শরণার্থীদেরকে নিয়ে নিমিরির ওপর থেকে চাপ সরিয়ে। তায়েব একমত হয়ে প্রেসিডেন্টের কাছে সব জানান।

মার্চের শুরুর দিকে জর্জ বুশ যখন সুদানে আসেন, তখন তিনি প্রেসিডেন্ট নিমিরিকে আর্থিক উন্নয়নসহ গেদারেফে আটকে পরা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে সাহায্য করার আশ্বাস দেন।

প্রকৃতপক্ষে এর কয়েকদিন পরই, জার্মানির রামস্টেইন এয়ারবেজ হতে আমেরিকান ট্রান্সপোর্ট স্কোয়াড্রন ভিত্তিক সাতটি হারকিউলিস গেদারেফের ছোট্ট মিলিটারি এয়ারফিল্ডে অবতরণ করে। জেনারেল তায়েবের বিশেষ সিকিউরিটি ফোর্স এবং ছোট্ট মোসাদ টিমের নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তারা তাওয়াওয়া ক্যাম্পের ইহুদিদের বের করে এয়ারফিল্ডে জড়ো করার কাজটি সমাপ্ত করে। তারপর সবাইকে উঠিয়ে রওনা হয়। তবে এবার টিইএ ফ্লাইটের মত ইউরোপ হয়ে ইসরায়েলে না গিয়ে, আমেরিকান বিমানগুলো সুদান থেকে সোজা ইসরায়েলে অবতরণ করে।

■

আমেরিকান এয়ারক্রাফট ইসরায়েলে পৌঁছানোর কয়েকদিনের মধ্যেই সুদানে নিমিরির শাসনামল শেষ হয়। 'আজ ১৯৮৫ সালের ৬ ই এপ্রিল, আমরা স্বৈরাশাসক নিমিরিকে পদচ্যুত করলাম। আমরা একদল মিলিটারি

কর্মকর্তা এদেশে পুনরায় গণতন্ত্র কায়েম করবো এবং আমাদের মাতৃভূমিকে এখানকার জনগণের ইচ্ছায় পরিচালিত করবো।' ওমডারম্যান রেডিও থেকে এই বার্তা প্রচারিত হলো। ষোল বছর জেনারেলের শাসনের পর এই অঞ্চলে যে ছিলো আমেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সেই শাসনের সমাপ্তি ঘটে।

ক্ষমতাচ্যুত শাসক ওয়াশিংটনে সরকারি ভ্রমণের সময় এই সংবাদ শুনতে পান যখন কিনা তিনি ইহুদিদের উদ্ধারে পরিচালিত সকল অভিযানের জন্য দারুণভাবে প্রশংসিত হচ্ছিলেন। তার পতন এসব অর্জনকে নিশ্চয়ই ম্লান করে দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি সম্ভবত সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান কর্তৃক ওয়াশিংটনে একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়ে।

নিমিরির সকল কিছু বাদ দিয়ে সদ্য ক্ষমতা দখল করা সেনাপ্রধানরা শাসন চালাতে লাগলো। নিমিরি নিজে অনেকটা পশ্চিমা ধাঁচে দেশ চালাতেন, কিন্তু নতুন সেনাশাসকরা সুদানে উগ্রপন্থী ইসলামী শাসন কায়েম করতে শুরু করলো, অনেকটাই লিবিয়ার স্বৈরশাসক মোয়াম্মার গাদ্দাফির শাসনব্যবস্থার অনুকরণে। এছাড়াও তারা জেনারেল তায়েবকে গ্রেফতার করলো এবং প্রচুর নির্যাতন করলো। আর ইহুদি শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে নিমিরির সকল অর্জনকে ধুলিস্মাৎ করে দিলো।

'নিমিরির পতনের কয়েকদিন পরই সুদানে লিবিয়ান ইনটেলিজেন্স বিশেষজ্ঞদের পাঠানো হয়' দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস লিখেছিলো বছরখানেক পর। মনে হচ্ছিলো সুদানে মোসাদের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে তারা কিছু ফাঁস করতে চেয়েছিলো। 'সামরিক শাসকদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে সুদানে বেশকিছু মোসাদ কর্মী তখনো সক্রিয় আছে।' পত্রিকাটি রিপোর্ট করেছিলো। 'আর তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই গাদ্দাফির ইনটেলিজেন্স বিশেষজ্ঞের ব্যাপারটি দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।'

তিনজন মোসাদ কর্মী তখন খার্তুমে সক্রিয় ছিলো। এদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো ম্যানো। ধারণা করা হয় খার্তুমে মোসাদের অবস্থান চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলো কেবল তার জন্যই। ম্যানো এবং তার সাথে থাকা কর্মীদের ভাগ্য ভালো ছিলো, কারণ খার্তুমে সক্রিয় একটি আমেরিকান গুপ্তচর সংস্থা সজাগ ছিলো।

এক বছর পর এই কয়েকজন ইসরায়েলিকে কীভাবে উদ্ধার করা হয়েছিলো তা লিখেছিলো 'লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমস', হুবহু নিচের মতো মোসাদ এজেন্টরা প্রাণ বাঁচাতে ছুটছিলেন। খার্তুমের ব্যস্ত রাস্তায় সুদানি

গুপ্ত সংস্থা এবং তাদের লিবিয়ান সহযোগীদের খুব কাছাকাছি দিয়ে ঘুরছিলেন তারা। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী হিসেবে তাদের ছদ্মবেশও উন্মোচন হয়ে গিয়েছিলো। ইসরায়েলিদের কেবল গোপন যোগাযোগের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে রাতের আঁধারে পালানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিলো না। তাদের একমাত্র গন্তব্য ছিলো, খার্তুমে সিআইএ প্রধানের দপ্তর মিল্টন বেয়ারডেনের বাড়ি।'

'আমার মনে হচ্ছিলো তারা আমার বন্ধু।' বেয়ারডেন স্মরণ করার চেষ্টা করছিলেন, যিনি ১৯৯৪ সালে এজেন্সির কাজ ছেড়েছিলেন। তিনি মোসাদের তিনজন সদস্যের খুব দেখভাল করেছিলেন।

ইতোমধ্যেই তাদের উদ্ধার করার জন্য মোসাদ থেকে কর্মী ময়েজকে পাঠানো হয়। কিন্তু সে নিজেও বাকি তিনজন পলাতক মোসাদ সদস্যের সাথে বেয়ারডেনের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

'পরবর্তী তিনদিন ইসরায়েলিদের লুকিয়ে রাখেন বেয়ারডেন। তারপর একটি মিনিবাসে করে তাদের ইউএস এম্বাসিতে পাঠালেন, তৎপরবর্তীতে তারা গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং তাদের মৃত্যু হয়েছিলো।' লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের মতে এটাই ছিলো ঘটনা। কিন্তু আদতে এমনটা ঘটেনি। সুদানি সিকিউরিটি সার্ভিস নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ করে সিআইএ সদস্যরা এটুকু জেনে গিয়েছিলো যে, সুদানি এবং লিবিয়ান এজেন্টরা কোথায় লক্ষ্যস্থির করেছিলো। 'আমরা তাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু তাদের জাল শক্ত থেকে শক্ত হচ্ছিলো।' বলেছিলেন বেয়ারডেন।

আমেরিকান সংবাদমাধ্যমগুলোর মতে, সিআইএ টেকনিশিয়ান চারটি বাক্স তৈরি করেন। এমন বাক্স নিয়ে ইসরায়েলে আরেকটি ঘটনা হয়েছিলো। ১৯৬০ সালে একজন ইতালিয়ান পুলিশ রোম ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দরে একটি বাক্স থেকে সন্দেহজনক কিছু আওয়াজ শুনছিলেন, যেটি কিনা একজন মিশরীয় অ্যাম্বাসি ড্রাইভারের ছিলো। মিশরীয় লোকটি ওটার ভেতর কূটনৈতিক মেইল আছে এই মর্মে প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু পুলিশ শুনলো না। তারা বাক্সটি খুললো। ভেতরে তারা দেখতে পেলো ইসরায়েলি জাতীয়তাধারী মরডেচাই লুক নামের একজনকে, যাকে মিশরীয় ইনটেলিজেন্স স্কোয়াড কায়রো থেকে অপহরণ করেছিলো।

চার ইসরায়েলি যারা বেয়ারডেনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিলো তাদেরকে বিশেষ অক্সিজেন বোতলের মাধ্যমে প্যাক করা হয়। প্যাকেট করা শেষে ওগুলোর ওপর কূটনৈতিক মেইল কথাটি লিখে দেওয়া হয়।

এবং তাদেরকে সিআইএ স্টেশনের তিনজন সদস্যের ভাড়া করা একটি যানবাহনে করে আমেরিকান সি-১৪১ বিমানে করে খার্তুমে পাঠানো হয়।

সেখানে সুদানি ইনটেলিজেন্স অফিসাররা সন্দেহের কারণে প্যাকেট খুলে দেখার সিদ্ধান্ত নেন এবং সি-১৪১ বিমানের উড্ডয়নে সাময়িক দেরি করা হয়।

'কোনোকিছুর চিন্তা কোরো না, টাওয়ারেও যোগাযোগ কোরো না। বিমান ছেড়ে সোজা নাইরোবির দিকে যাও।' পাইলটকে বললেন বেয়ারডেন। পাইল ইঞ্জিন চালু করতেই শব্দ পেয়ে কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে অনবরত হুমকি দেওয়া হলো।

নাইরোবিতে নামার পর চারজনকে বের করা হলো, যারা কিনা কেবল আন্ডারপ্যান্ট পরে ছিলো। অতঃপর তাদের চারজনকে পাসপোর্ট দিয়ে ইসরায়েলে প্রেরণ করা হলো। এভাবে বেঁচে গিয়েছিলো চারজন। ফলে খুশি হয়ে তেলআবিব অফিস থেকে সিআইএ এর ওয়াশিংটন অফিসে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছিলো।

পাঁচ মাস পর, ইউএস নৌবাহিনী বিশ্লেষক জোনাথন পোলার্ডকে গ্রেফতার করা হলো ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির সন্দেহে। ম্যারিভের আমেরিকান কারেসপন্ডেন্ট জানিয়েছিলো- আমেরিকার ইনটেলিজেন্স সংস্থার মূল জায়গায় ইসরায়েলের এহেন কর্ম তাদেরকে খুব ক্রোধান্বিত করেছে।

কেউ জানতো না ইসরায়েলের এমন 'অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ' স্বভাব নিয়ে আমেরিকা কেমন চিন্তাভাবনা করছিলো। যাদের সাহায্যে চারজন স্পাই বেঁচে গিয়েছিলো, তাদের বিরুদ্ধেই এমন চৌর্যবৃত্তি রীতিমতো এক ধরণের ধৃষ্টতা ছিলো।

▣

১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসের একদিনের কথা। আমি তখন ম্যারিভে আমার ডেস্কে বসে একটা সংবাদ সম্পাদনা করছিলাম। হঠাৎ আমার ফোন বেজে উঠলো।

'গ্যাডি, আমাদের গ্যাঙ আজকে ভিলেজ থেকে পালিয়ে যাবে। সবাই এখানে ইতোমধ্যেই এসে পৌঁছেছে। আমরা সবাই যারিভের রুমে বসে আছি।' ফোনে আমাকে বললো মিকি।

শুনে বেশ খুশি হয়েছিলাম আমি। এক মিনিটের মধ্যেই বিদেশি একটি সংবাদের সম্পাদনা শেষ করে শূন্য রাস্তায় ফ্রেশ মুডে হাঁটতে চলে গেলাম।

যারিভ পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আমাকে বলেছিলো। সময়টা মধ্যরাতের পর হলেও যারিভের লিভিংরুমে উৎসবের মতো পরিবেশ বিরাজ করছিলো। বিস্কুট খেতে খেতে কৌতুক করে হাসিঠাট্টায় সবাই গড়িয়ে পরছিলো। দরজায় একবার ডোরবেলের শব্দ পাওয়া গেলো। খুলতেই ভেতরে প্রবেশ করলেন একজন সুদানি বৃদ্ধ লোক। সবার সাথে কোলাকুলি করে উদ্ধার অভিযানের সংবাদ শেয়ার করলেন। নিমিরির পতনের পর সুদানের সিকিউরিটি সার্ভিসের লোকেরা এরোজ ভিলেজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলো ততদিনে। মোসাদ হেডকোয়ার্টারও ততদিনে নিঃসন্দেহে বুঝে ফেলেছিলো অভিযানের প্রাণবন্ত সময় শেষ হয়েছে এবং এটাই ভিলেজ ছাড়বার উপযুক্ত সময়।

'আমরা জানতাম ইসরায়েলিরা মরুভূমিতে অবতরণ করা সি১৩০ বিমানে করে পালিয়ে গিয়েছিলো।' সুদানের ইনকোয়ারি কমিশনের সদস্য কামাল গাজোলি বলেছিলেন। পরবর্তীতে ভিলেজে অনুসন্ধান চালানো হয়। স্থানীয় কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করে জানা যায় ঐসময় কেবল ছোট্ট একদল ইউরোপীয় পর্যটক অবস্থান করছিলো। 'ভিলেজটি পর্যটক শূন্য হয়েছ পড়েছে এবং আমরা এখন চেষ্টা করছি নতুন ডাইভিং সাইট খোঁজার জন্য।' ডাইভিং গিয়ার, জ্বালানি, খাবার ও পানি নিতে নিতে বলছিলো তারা।

যারিভ এবং তার সঙ্গীদের বক্তব্য স্থানীয় কর্মীদের কথার সাথে একদম মিলে গিয়েছিলো। 'আমরা ভিলেজ ছাড়ার ঠিক একটু আগেই ভিলেজে একদল ইউরোপীয় পর্যটক এসেছিলো। আশা করি স্থানীয় কর্মচারীরা তাদের দেখভাল করবে।' বলেছিলো যারিভ।

দুটি যানবাহন ভিলেজ ছেড়ে চলে যায়। কয়েক ঘন্টা ড্রাইভিংয়ের পর তা একটি সুদানি মরুভূমিতে চলে আসে, যা হলিডে ভিলেজ থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেখানেই অবতরণের জন্য প্রস্তুত ছিলো একটি বিমান। ওপর থেকে রেডিওতে পাইলটদের কথা শোনা যাচ্ছিলো। নিচে ছিলো কেবল একদল মোসাদ কর্মী, কোনো সুদানি সৈন্য ছাড়াই। বিমানটি নিচে নামতেই দুটি গাড়িসহ সবাই বিমানের ভেতর চলে যায়।

ঐ একই রাতে একটি পুলিশ সদস্যের গাড়ির সাথে দুটি গাড়ি ইসরায়েলের কেন্দ্রীয় রাস্তা হয়ে মোসাদের হেডকোয়ার্টার অভিমুখে যায়, গাড়ি দুটো তখনও সুদানি রেজিস্ট্রেশনকৃত ছিলো। ওখানে পৌছানোর পর গাড়ি দুটিকে গ্যারেজে জমা করা হয় এবং ক্রু সদস্যরা যারিভের এপার্টমেন্টে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য জড়ো হয়।

'এ পর্যন্তই। ভিলেজ চ্যাপ্টার ক্লোজড। আমি আশাবাদী যারা ওখানে ছিলো, যারা আসবে, বিশেষ করে আমাদের অনুগত কর্মচারী আল মদিনা, হাসান, আলী, মুহাম্মদ এবং আহমেদ সবাই মিলে এরোজ ভিলেজের শান্তি বজায় রাখবে।' বিস্কুট খেতে খেতে বললো যারিভ।

▣

মোসাদ সুদানে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেনি। যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইথিওপিয়া থেকে সুদানে মানুষের ঢল নামতে থাকে, যা ছিলো তুলনামূলক নিরাপদে। তাদের নিয়ে যাবার জন্য ড্যানিকো ও জেরির নেতৃত্বে নতুন করে গুপ্ত অভিযান চালানো হয়েছিলো। তারা শরণার্থী শিবিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে ছোট্ট ছোট্ট দল বানিয়ে শত শত ইহুদিকে উদ্ধার করেছিলো।

এই অবস্থায় যারিভ নতুন পন্থা অবলম্বন করে। সুদানের সমুদ্রের তীরে উদ্ধারকারীরা এসে পৌছাতো এবং হারকিউলিস বিমানে করে শরণার্থীদেরকে নিয়ে যাওয়া হত। আরো পরে আয়ালের নেতৃত্বে নতুন একটি দল ১৯৯০ সালের দিকে সুদান থেকে ইহুদিদের ইসরায়েলে নিয়ে গিয়েছিলো।

চার বছর পর হলিডে ভিলেজের অভ্যন্তরে পরিকল্পনা করে হোক কিংবা অপারেশন মসেসের মাধ্যমে হোক, সকল ধরণের অভিযান সমাপ্ত হয় এবং ১৯৮০ সালেরও পর আদ্দিস আবাবা থেকে সুদানে আনুমানিক পাঁচ হাজার ইহুদিদের সরাসরি ইসরায়েল যাবার সুযোগ আসে।

এই সম্ভাবনার দ্বার খোলে ১৯৯০ সালের দিকে। পুরো বিশ্বের চোখ যখন ইউরোপের কমিউনিস্ট শাসনের বিপর্যয়ের ওপর, তখন হঠাৎ করে ইথিওপিয়ার সরকার প্রধান ইসরায়েল আসেন। 'ইথিওপিয়ার সরকার ইসরায়েলের সাথে পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।' ঘোষণা দেওয়া হলো। পূর্বে ১৯৭০ সালের দিকে মিঙ্গেস্তু ও জান্তা শাসনামলে দুটি দেশের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিলো। তবে ১৯৮০ সালের দিকে অনেকটাই পরিবর্তন ঘটে। ইথিওপিয়ার ওপর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ জোরদার করা হয়। এছাড়াও ইরিত্রিয়া এবং টাইগার রাজ্য আরো বিধ্বংসী হয়ে ওঠে। পরিণামে যুদ্ধের ফলে দেশটির দূরবর্তী অঞ্চলের অনেক কৃষককে শহীদ হতে হয়।

যারা তৃতীয় বিশ্বে কাজ করেছে কেবল তারাই জানে ওয়াশিংটনের ইহুদি-ইসরায়েল লবির বিশ্বাসের গভীরতা কতটা। মিঙ্গেস্তু তাই এক সময়

তার কাউন্সিলর কেসে কাবেরার কথা শুনে ধরে নিলেন তার দেশের ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে 'ইসরায়েল'।

ইসরায়েল থেকে ইথিওপিয়ান সরকারের এমন ঘোষণা আসার পরপরই ম্যারিভের নিউজরুমে আমার সম্পাদক সাহেব আমাকে আদ্দিস আবাবায় প্রথম ইসরায়েলি নিউজ কারেসপন্ডেন্ট হিসেবে পাঠাতে চাইলেন। আমি রাজি হলাম। কিন্তু তাকে জানালাম দ্রুত ফেরা হবে না আমার। কারণ আমাদের ইউরোপ হয়ে আসতে হয়। তাই ইথিওপিয়ান অ্যাম্বাসি থেকে ইউরোপের ভিসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং জরুরি সব জিনিসপত্রও সাথে নিতে হবে।

'আমাদের হাতে সময় নেই। আমি জানি প্রতিযোগীতা লেগে গেছে ওখানে লোক পাঠানোর জন্য। এতক্ষণে হয়তো কোনো সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ কাউকে পাঠিয়েও দিয়েছে। পূর্ব থেকে তোমার কাজ করে অভিজ্ঞতা আছে। আমি চাই তুমি সবার আগে আদ্দিস আবাবায় পৌছে যাও। আমাদেরকে পেছনে ফেলো না।' সম্পাদক সাহেব বললেন।

আমি চ্যালেঞ্জটি নিলাম। অন্য কোনো কারণে নয় বরং তাদের দেশের ইহুদিদের আমি ইসরায়েলে ফিরিয়ে নিতে কাজ করেছি। স্বভাবতই আমার খুব ভালো লাগছিলো।

তৎক্ষণাৎ আমি আমার বন্ধু জাগিলের কাছে সাহায্যের জন্য গেলাম। এই ভালো মানুষটি প্রচুর ভ্রমণপিয়াসী এবং জ্ঞানী। কয়েকটা টেলিফোন কল করার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেলো যে ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট সে রাতেই কায়রোতে ল্যান্ড করবে, তারপর আদ্দিস আবাবায় পৌছাবে।

সবটা জেনে আমি সে অনুসারে পরিকল্পনা সাজিয়ে নিলাম। তারপর রাফা বর্ডারে পৌছে গেলাম বন্ধ হবার আগেই। আমার কাছে বর্ডার ক্রস করার জন্য সেনাবাহিনীর কোনো অনুমতিপত্র ছিলো না। এই কাজটার সমাধা করলো জরুরি একটা ফোন কল। পুলিশরা রাজি হলো আমাকে ছেড়ে দিতে। সেখান থেকে পৌছে গেলাম মিশরীয় টার্মিনালে। একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে চলতে লাগলাম আপন গন্তব্যে। ফিলিস্তিনি ড্রাইভার সঠিক সময়ে কায়রো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছানোর জন্য রীতিমতো ফর্মূলা ওয়ান চ্যাম্পিয়ন আরটন সেনার মতো গাড়ি চালাচ্ছিলো। আর ড্রাইভিং করার সময় মিশরীয় পুলিশদের গালি দিতে শুনলাম তাকে, কেননা তারা কেবল ফিলিস্তিনি হবার কারণে তাকে যাচ্ছেতাই বলতো। তার গালিগালাজে কোনো কথা না বলে আমি কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম।

ইথিওপিয়ান এয়ারলাইনসের স্টেশন ম্যানেজার আমার সব কাগজপত্র দেখে বললেন, 'দুঃখিত। আমাকে ওপর থেকে আদেশ দেওয়া হয়েছে ইথিওপিয়ায় এন্ট্রি ভিসা ব্যতীত কাউকে বিমানে না তোলার জন্য।' বললো লোকটি।

'কিন্তু আমাকে আপনাদের সরকার কর্তৃক আমন্ত্রণ করা হয়েছে।' আমি তাকে বললাম। তারপর ব্যাগ থেকে জাতিসংঘে ইথিওপিয়ান অ্যাম্বাসাডরের স্বাক্ষর রয়েছে এমন ডকুমেন্টস দেখালাম। মজার ব্যাপার হলো, যেই অ্যাম্বাসেডরের সাইন আমি দেখালাম, তিনি নিজেও 'অনুমতি দেওয়া হলো' লেখা পত্রটার কথা জানতেন না।

তারপর আমি একটা প্লেনে উঠলাম, যেটা কিনা পুরোটাই রাশিয়ান আর্মি অফিসারদের দিয়ে পরিপূর্ণ ছিলো। রাশিয়া ইথিওপিয়ায় হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করেছিলো মিঙ্গেস্তুর পক্ষে লড়ে গৃহযুদ্ধ ঠেকানোর জন্য। পরবর্তীতে, ইথিওপিয়ায় চলার পথে তাদের কারো কারো সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

অধিকাংশ রাশিয়ান অফিসাররা ভদকা গিলতে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু তাদের মধ্যে দুজনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যারা কিনা আমাকে আদ্দিস আবাবার এয়ারপোর্টের ধকল পেরোতে সাহায্য করেছিলো। বিশেষ করে ইথিওপিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাউন্টারে।

আমার কাছে ভ্যাক্সিনেশন বুকলেট ছিলো না। তাই আমাকে ইথিওপিয়ার মাটিতে পা রাখতে নিষেধ করা হলো। কিন্তু যখনই ইমিগ্রেশন অফিসার ওই দুজন রাশিয়ান সেনা অফিসারের ডকুমেন্টস পড়ছিলেন, আমি সেই সুযোগে বর্ডার নিয়ন্ত্রণ কাউন্টারে চলে গেলাম।

সেখানে বন্ধুত্বের কথা বলা এবং উষ্ণ আলিঙ্গনের পরও এক রাশিয়ান অফিসারের আগ্রহশূন্য চাউনি কমলো না আমার পাসপোর্টে ইথিওপিয়ার এন্ট্রি ভিসা না দেখে। দুই ঘন্টার বোঝাপড়ার পর, একজন অপরিচিত সুপারভাইজারের সাথে কথা বলার পর অফিসার আমাকে দেশটিতে ঢুকতে দিলেন।

কিন্তু তিনি নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে আমাকে সাময়িক অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর আমার পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হলো। অফিসার আমাকে একটি কাগজ দিয়ে বললেন আমি ইথিওপিয়ায় এক সপ্তাহ অবস্থান করতে পারবো এবং তা কেবল রাজধানী শহরের ভেতর।

আদ্দিস আবাবা সুন্দর একটি শহর। প্রশস্ত এভিনিউ, বড় বড় দালান, পাবলিক পার্কের বিপরীতে রয়েছে- অবিশ্বাস্য দারিদ্র। রাস্তায়

অগণিত অন্ধ এবং অক্ষম ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের লোকে পরিপূর্ণ। আরো ছিলো পতিতা, যাদের অধিকাংশই তরুণী।

মূল চত্বরে লেনিনের একটি বিশাল ভাস্কর্য, যেখানে কিনা মিঙ্গেস্থু বিশাল প্যারেড সমাবেশ করে থাকেন। পাশেই মিঙ্গেস্তুর নবীন ছবির আদলে একটি বিশাল পোস্টার, যে আফ্রিকায় মার্ক্সিজম প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখে। 'এমনকি লেনিনও এয়ারপোর্ট দিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়। ভাস্কর্যের দিকে ভালো করে তাকালে এটাই দেখতে পারবেন।' আমার ড্রাইভার আমাকে বললো।

দারুণ। অবশেষে আমি ইথিওপিয়া পৌছে গেছি। এরপর কী হবে? এখানকার কাউকে আমি চিনি না। এমনকি এখানে কোনো ইসরায়েলি প্রতিনিধিও নেই। 'কী করবো আমি?' নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম হতাশ হয়ে, যখন আমি মদের বারে ঠাণ্ডা বিয়ার পান করছিলাম।

আমি মহাচিন্তায় পড়ে গেলাম। হঠাৎ একজন লোকের দিকে আমার চোখ পরলো যে কিনা স্পোর্টস শু পরে এদিকেই আসছিলো। ওগুলো কেবল স্পোর্টস শু নয় বরং ইসরায়েলে তৈরি 'গ্যালি' শু ব্র্যান্ড। আমি লোকটার হাত ধরলাম। 'প্রিয় ভাই, আমি আপনাকে চিনি না। কিন্তু আপনার সাহায্য দরকার আমার।' হিব্রুতে তাকে বললাম আমি।

ষাট বছর বয়স্ক লোকটা আমার কারবার দেখে ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। 'আপনি কে? আর আমি যে ইসরায়েলি এটা জানলেন আপনি জানলেন কীভাবে?' প্রশ্ন করলো লোকটা। আমি তৎক্ষণাৎ তার জুতার দিকে ইঙ্গিত করলাম। তারপর আমি কে এবং হিলটন হোটেলে আমি কী কী করতাম সব বললাম।

কাকতাল বিষয়টা সবসময়ই আমার পক্ষে কাজ করতো। এবারও তাই হলো। দেখা গেলো ইসরায়েলি লোকটা তেলআবিবের কাছেই পেটাহ তিকভা শহরতলীর অধিবাসী, ফ্রান্স পাসপোর্টধারী। ইথিওপিয়ায় সে কুমির পালন করে এবং এগুলোর চামড়া ফ্রান্সে বিক্রি করে।

ইসরায়েলি কুমির চাষী আদ্দিস আবাবায় আমার জন্য আত্মবিশ্বাসের দরজা জন্য খুলে দিলো। আরব বিশ্বের ভয় এবং বিদ্বেষে জর্জরিত হতে পারতো মিঙ্গেস্তুর সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যাপারটা। কিন্তু সাক্ষাৎ করার আগে আমি বেশকিছু অফিসারদের সাথে কথা বলেছি এবং অনেক ইথিওপিয়ান ইহুদিদের সাথেও যোগাযোগ করেছি, যারা কিনা রাজধানীতে এসেছিলো ভালো জীবনের আশায়।

'আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের ওপর জুলুম করেছিলো। আর আমাদের পরিবারের অনেকেই সুদান থেকে ইসরায়েলে চলে গিয়েছিলো। আমরা তাদের সাথে মিলিত হতে চাই।' তারা বলেছিলো।

এরপর তারা আমাদেরকে তাদের দুর্দশা সম্পর্কে জানালো এবং ইসরায়েলের ভূয়সী প্রশংসা করলো। তারা আরো বললো, 'আমাদের সরকারকে বলুন (তাদের কথায় ইসরায়েল তাদের সরকার) আমাদেরকে জেরুসালেমে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।' তারা অনুনয় করতে লাগলো জার্মানির সিকিউরিটি পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য।

ইথিওপিয়ার স্থানীয় সিকিউরিটি সার্ভিসের ইউনিট আমার ঘরের কাছেই ছিলো, যখন আমি আদ্দিস আবাবায় থাকতাম। মোসাদের অপারেশনের একজন গ্রাজুয়েট হবার ফলে তাদের চিনতে আমার বেগ পেতে হয়নি। সম্ভবত বাজেটের অভাবে তাদের কাছে একটি জাপানি গাড়ি ছিলো মাত্র। ফলে তাদের কাজকর্ম দেখে আমার কাছে তা কেবল ছেলেখেলা মনে হলো।

অপরদিকে আমি ইথিওপিয়ার সার্ভেইল্যান্স ক্রু সদস্যদের কাজে রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছিলাম। শুধু রাস্তার মধ্যে নয়, সমুদ্র থেকে ছয় হাজার পাঁচশো মিটার ওপরে তাদের প্রশিক্ষণের পরিধি দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম। কে জানতো তাদের এই প্রশিক্ষণের কেন্দ্রই হয়তো অনেক এ্যাথলেট তৈরি করেছিলো, যারা কিনা পরবর্তীতে অলিম্পিকে দীর্ঘ দৌড়ের প্রতিযোগীতায় মেডেল জিততো।

তাদের অপূর্ব কর্মদক্ষতায় শীঘ্রই তারা জেনে গিয়েছিলো সার্ভেইল্যান্স ফেস্টে কেউ একজন গোপনে অংশ নিতে যাচ্ছিলো। অন্য আরেকদিন রাস্তায় হাঁটার সময় আমি হিলটন হোটেলের সিকিউরিটি অফিসারকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একজনের সাথে কথা বলতে দেখতে পেলাম। আমার উপস্থিত জ্ঞান মতে তার সাথে কথা বলা লোকটা সার্ভেইল্যান্স এজেন্সিরই কেউ একজন ছিলো। তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। 'মিস্টার সিমরন, আপনি যত শীঘ্রই সম্ভব এ দেশ ছেড়ে চলে যান। নয়ত বিপদে পড়বেন। আমাদের কাছে তথ্য এসেছে যে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনের মানুষ আপনার বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছিলো। তাই আপনার নিরাপত্তার স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি দেশ ছাড়তে পারবেন তত বেশি ভালো আপনার জন্য। আপনার সুবিধার্থে আমি একটি তথ্য জানিয়ে দেই, আদ্দিস আবাবা থেকে একটি ফ্লাইট কায়রো গিয়ে পৌছাবে এবং আপনি চাইলে একটা টিকিট বুক করে রাখতে পারেন।' বললেন তিনি।

আমি কথাগুলো আমলে নিলাম। তার কথাগুলো ভদ্রভাষায় বলা হলেও আমি স্পষ্ট বুঝে গিয়েছিলাম যে কর্তৃপক্ষ আমাকে দেশ থেকে তাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবুও আমি বিচলিত হইনি। কারণ ইথিওপিয়া বিষয়ে আমার যতটা দরকার সাংবাদিক হিসেবে তথ্য সংগ্রহের, সবই আমি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

পরেরদিন রওনা হবার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পকেটে থাকা পাসপোর্ট একটা বিশেষ কথা লেখা ছিলো: 'এই পাসপোর্টের বহনকারী পুনরায় ইথিওপিয়ায় ভিজিট ভিসা পেতে সমর্থ নন।'

'কিছু মনে করো না। যদি তুমি দ্বিতীয়বার এখানে ভ্রমণ করার চিন্তা করো তাহলে আমি নতুন করে পাসপোর্ট তৈরি করবো।' আমি নিজেই নিজেকে বললাম।

বিমানে উঠে আমি তন্দ্রা যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হঠাৎ ক্যাপ্টেনের গলা শুনতে পেলাম, 'লেডিস এ্যান্ড জেন্টলম্যান, যান্ত্রিক সমস্যার কারণে আমাদেরকে জরুরি অবতরণ করতে হবে।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি? কী হয়েছে?' আমি আমার সামনের সীটে চটকদার পোশাক পরিহিত একজন ইথিওপিয় মহিলাকে বললাম।

'ক্যাপ্টেন বললো, সমস্যা ক্ষুদ্র। আমরা এখন সুদানের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। তাই খার্তুমে অবতরণ করবো।' মহিলাটি যাত্রীসুলভ বিরক্তি নিয়ে বললেন।

শুনে আমার হৃদয়ে কম্পন শুরু হলো।

'খার্তুম? আর কোনো জায়গা পেলো না? আমি এখন কী করবো? ক্যাপ্টেনের কাছে সুরক্ষা দাবি করবো? নাকি ভেতর থেকে বের না হওয়াটাই মঙ্গল হবে? আমি তখন কী করবো যদি সমস্যাটা গুরুতর হয়ে থাকে এবং আমাদেরকে খার্তুমের হিলটনে রাত কাটাতে হয়? আমার কাছে একটা ইসরায়েলি পাসপোর্ট আছে। আর বেরোবার পর প্রত্যেকটা জায়গায় পুলিশের মুখোমুখি হতে হবে। চার বছর আগে এখানে আমার ভিজিটের সময়কার এবং এখনকার চেহারার সাথেও তেমন ফারাক নেই। আমি কী করবো যদি আমাদের ফনি কোম্পানির সদস্য হাসান, যে কিনা সম্ভবত তখনও এয়ারপোর্টে ফিক্সার হিসেবে কাজ করে, যদি সে হঠাৎ করে আমায় চিনে ফেলে?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জাগলো আমার মনে।

আমি নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করলাম এবং অবস্থার উন্নতি দেখার জন্য অপেক্ষায় রইলাম। ক্রু সদস্যকে বললাম এক গ্লাস হুইস্কি দিতে।

অবতরণের পূর্বে বিমানটি খার্তুম বিমানবন্দরের আশপাশ দিয়ে কতক্ষণ ঘুরলো। আমি জানালা দিয়ে সেই চিরচেনা পরিবেশ দেখতে পেলাম যেমনটা ১৯৮১ সালে দেখেছিলাম আমস্টারডাম থেলে কেএলএম ফ্লাইটে করে আসার পর। নীল নদ, সিটি সেন্টার, ছোট্ট ছোট্ট বাড়িঘর সবকিছু দেখতে আগের মতোই পরিচিত লাগছিলো। অতঃপর বিমানটি রানওয়ে দিয়ে নেমে টার্মিনাল বিল্ডিং এর সামনে গিয়ে থামলো।

'লেডিস এ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমরা আপনাদেরকে ভেতরে ধৈর্য্য সহকারে বসে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি যতক্ষণ না আমরা আসল সমস্যাটি খুঁজে বের করতে না পারি।'

ঘোষণা শোনার পর আমি নিজের সিটে হেলান দিয়ে রইলাম। আশেপাশে দিয়ে সুন্দরী বিমানবালারা যাচ্ছিলো। ট্রেতে করে ঠান্ডা ও গরম পানীয় অফার করছিলো তারা। স্থানীয় পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাও যাত্রীদের কাছ থেকে ক্যানের বোতল, ড্রিংকের বোতল এবং কাগজ নিয়ে যাওয়ার জন্য আসলো।

এই পরিস্থিতি কিসের চিহ্ন? ভালো নাকি মন্দ? বুঝতে পারলাম না। মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখে সুদানি কেবিনেটের মন্ত্রীর ছবিটি ভেসে উঠলো যিনি কিনা আমাদেরকে মদে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর হুইস্কি খেতে লাগলাম অল্পবিস্তর নিজেকে ঠিক রাখার জন্য।

'লেডিস এ্যান্ড জেন্টলম্যান, আপনাদেরকে অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে, যান্ত্রিক ত্রুটি সফলভাবে দূর করে এখন আমরা উড্ডয়নের জন্য প্রস্তুত। আপনাদের সময় নষ্ট করার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গেলো।

শুনে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। 'ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই।' আমি নিজেই নিজেকে বললাম। 'ইঞ্জিন চালু করো, চলতে থাকো, দরজাগুলো বন্ধ করে উড্ডয়ন শুরু করো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে বিমান চলতে আরম্ভ করলো। রানওয়ে দিয়ে ওঠার সময় আমি সর্বশেষ খার্তুমের দৃশ্য দেখতে পেলাম। খানিকবাদেই তা অদৃশ্য হয়ে গেলো কুয়াশায়।

▣

ইসরায়েল এবং ইথিওপিয়া দুই দেশের মাঝে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন হওয়ার ফলে ইসরায়েলে ইহুদিদের অভিবাসনের বিষয়টি আরো অগ্রগতি পেলো। রাজধানীতে থাকা ইহুদিদের জন্য ইসরায়েল সরকার ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলো অর্থনৈতিকভাবে। তাদের জন্য

করা হলো শিক্ষার ব্যবস্থা। ওদিকে ইথিওপিয়ান সরকারও এসব নিয়ে চুপ রইলো মিঙ্গেস্তুর সেনাবাহিনীতে ইসরায়েলের প্রযুক্তিগত সাহায্য পাওয়ার লক্ষ্যে। তবে বিশাল পরিমাণে ইহুদি অভিবাসনের বিষয়টি তখনো জোরদার ছিলো না।

'আমি হচ্ছি ইথিওপিয় জাতির পিতা। আমি কীভাবে আমার দেশের জনগণকে এমন কঠিন সংগ্রামের সময় ঐক্য দূর করে দেশত্যাগ করতে দিতে পারি?' সমাবেশে একবার বললো মিঙ্গেস্তু। কথাটা আমাকে সম্রাট হেইল সেলাসির কথা মনে পড়লো।

ইহুদিদের উদ্ধারের এই অভিযান পরবর্তী আরো দুই বছর ধরে চললো। এমনকি তা মিঙ্গেস্তুর পতনের সময়েও চলছিলো।

১৯৯১ সালের এক সপ্তাহে মিঙ্গেস্তুর শাসন কেবিনেট, যারা কিনা দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলো, তারা প্রায় পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে গিয়েছিল। বিদ্রোহী টাইগার এবং ইরিত্রিয়ার যোদ্ধারা একে একে রাজধানীর সব জায়গায় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করছিলো। ফলে সবার একরকম জানা হয়ে গিয়েছিলো যে মিঙ্গেস্তু সরকারের পতন নিশ্চিত প্রায়। এমন সময়ে মিঙ্গেস্তু ইসরায়েলকে অনুমতি দিলেন যুদ্ধ বিগ্রহে বেহাল রাজধানী থেকে সকল ইহুদিদের তুলে নিয়ে যাবার জন্য। তার অনুমতি পেয়ে সাথে সাথে অনেকগুলো বিমানে করে ইহুদিদের সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯১ সালের ২৩ মে শুক্রবারে সেদিন আফ্রিকার আকাশে একসাথে যতগুলো বিমান উড়ে গিয়েছিলো তেমনটা কখনো যায়নি।

মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চৌত্রিশ হাজারেরও বেশি শরণার্থীকে ইসরায়েলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিশাল বিমানে করে। শুরুতে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো ইএলএএল বোয়িং ৭৪৭ জাম্বো জেটে করে। এত এত ওজনের ফলে রানওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। এগুলোর মধ্যে একটা বিমান রেকর্ড করেছিলো। ক্যাপ্টেন এ্যারি জেডের চালানো জাম্বো জেট বিমানটি এক হাজার সাতষট্টি জন যাত্রী বহন করছিলো, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো ইহুদি। তাদেরকে ছাড়াও ডজনখানেকের মতো সৈনিক এবং সিকিউরিটি কর্মকর্তারা ছিলো।

ইসরায়েলগামী জাম্বো বিমান ছাড়াও সেদিন হারকিউলিস ১৩০ মডেলের বিমানও অংশ নেয় অভিযানে।

ড্যানির প্রথম অভিযান, যখন কিনা ১৬৪ জন ইহুদিকে রেড সির জাহাজে করে উদ্ধার করা হয়, ঠিক তার দশ বছর পরে সকল মানুষের নির্বাসিত জীবন শেষ হয়। পুরোনো সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় যে- একদিন ইথিওপিয়ান ইহুদিরা ইসরায়েলে ফিরে যাবে।

ইসরায়েলের ইথিওপিয়ান ইহুদিদের অভিবাসন ছিলো একটা ছোট্ট সফলতা। ১৯৯৬ সালের দিকে ইসরায়েলে ইথিওপিয়ান ইহুদি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় কয়েক লাখ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে ত্রিশ হাজার ছিলো জন্ম নেওয়া নতুন শিশু। মোট জনসংখ্যার ষাট ভাগ ছিলো আঠারো বছরের কমবয়সী।

১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে ইসরায়েলে অভিবাসন সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার পরই সমগ্র ইসরায়েলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। কিন্তু প্রাথমিক ভালো লাগার পরপরই ইসরায়েলি সমাজের বর্ণবাদী কুৎসিত মুখোশ উন্মোচিত হয়।

সর্বত্র রব ওঠে 'ইথিওপিয়ান ইহুদিদের কেন ইসরায়েলে নিয়ে আসা হলো?' এই প্রশ্নের মাঝেই ইসরায়েলের নাগরিকদের বর্ণবাদের চরম বহিঃপ্রকাশ লুকায়িত রয়েছে।

এমনকি এর ফলে শহরের মেয়র পর্যন্ত হোটেল থেকে ইথিওপিয়ানদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন স্থানীয়দের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। দুঃখজনক হলেও সত্যি এসব বর্ণবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলো স্থানীয় কিছু নামকরা ইহুদি স্কলারগণ। বছরের পর বছর হয়তো এভাবেই চলতে থাকতো যদি না কিছু সংগঠনের উত্থান হতো ইথিওপিয়ানদের এহেন ভোগান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য।

প্রযুক্তিগত এবং মানসিক দক্ষতার সফলতার মাধ্যমে ইথিওপিয়ান ইহুদিদেরকে ইসরায়েলে নিয়ে আসার পর, সরকার সর্বপ্রথম ইসরায়েলি ইহুদি স্কলারদের 'বিশুদ্ধ ইহুদি লোক' এ জাতীয় চাহিদার মুখোমুখি হয়।

এরপর থেকেই ইথিওপিয়ানরা ইসরায়েলিয় সমাজে ব্যাপক ভোগান্তি, কটাক্ষের শিকার হয়। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হতো না। এমনকি তাদের নিয়ে নানা কথাবার্তা বলা হতো। ইসরায়েলিয় ইহুদি স্কলারগণ এমনকি ইথিওপিয়ানদের ধর্মীয় নেতাকে (কেসিম) পর্যন্ত স্বীকার করলো না। কেবল কতিপয় সত্যিকারের ধার্মিক স্কলার ইথিওপিয়ানদের সাদরে গ্রহণ করেছিলো এবং তাদের সাথে মানবিক ব্যবহার করেছিলো। এদের মধ্যে একজন ছিলেন চেলউশে নেতানইয়া। স্থানীয়দের কাছে তিনি যোসেফ নামে পরিচিত ছিলেন। সকল ইথিওপিয়ান ইহুদিদের তিনি মানুষ এবং ইহুদি হিসেবে বিবেচনা করতেন। তাদের ওপর বাকিসব ইহুদিদের মতো একই আইন প্রয়োগ করতেন।

যাইহোক, রাষ্ট্রটিতে ইথিওপিয়ান ইহুদিদের সাথে স্থানীয় ইসরায়েলিয়দের সর্বক্ষেত্রে বাজে দৃষ্টিভঙ্গি, সমগ্র বিশ্ব থেকে ইহুদিদের নিয়ে আসার কৃতিত্বকে ম্লান করেনি মোটেই।

ইথিওপিয়া থেকে আগত সকল অভিবাসীদের জন্য বহুকিছুর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু এগুলোর কিছুই সহসা করা হয়ে ওঠেনি। ঐতিহ্যবাহী ইথিওপিয়ান সমাজের লোকেরা বেশ সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু এখানে আসার পর সব ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়। এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে ঠিকমতো থাকার জায়গাটুকুর ব্যবস্থা করতে পারেনি। রাস্তায় হোম পার্কের মধ্যেও অনেকে বহু বছর কাটিয়ে দিয়েছিলো। তার ওপর প্রতিবেশী ইহুদিদের কাছে গেলেও অশ্রাব্য ভাষায় গালি এবং কখনো কখনো অপমানের শিকার হতো তারা।

'আমরা তাদেরকে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে মানতে নারাজ।' অনেকে এই কথা বলতেন। 'তারা ভবঘুরে জীবন কাটায়, তাদের বাচ্চারা আমাদের বারান্দা নষ্ট করে ফেলে, এমনকি বিছানা থেকে বেরোয় পচা রুটির দুর্গন্ধ- এটা কী বলে তারা? ইনজেরা? এছাড়াও তারা সবসময়ই চিৎকার চেঁচামেচি ও ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে...'

আরেকটি সমস্যা ছিলো কর্মসংস্থান। ইথিওপিয়া থেকে আগত মানুষগুলোর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ছিলো বিশাল কঠিন কাজ। তাদের মধ্যে অনেকেই দক্ষ লোক ছিলো না। তবে নির্দিষ্ট কিছু আইনের মাধ্যমে অনেকেই বাসা-বাড়িগুলোতে কাজ করতে লাগলো।

একেবারে গেঁয়ো অঞ্চলে বসবাস করা এসব লোকদের পক্ষে ইসরায়েলের আধুনিক সমাজের সাথে খাপ খাওয়ার বিষয়টি ছিলো রীতিমতো দুরূহ। সবকিছু দেখার পর তারা বেশ অবাক হয়েছিলো। 'আমি ভাবতাম দুনিয়ার সকল ইহুদিরা কালো এবং তারা ইহুদিদের প্রাচীন প্রথা মেনে চলে।' একজন অভিবাসী কথাটি বলেছিলো।

এতসব কিছুর বাইরে সরকারের সহযোগীতায় শিশুদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকরা খুবই নিবেদিতপ্রাণ হয়ে বাচ্চাদের পড়াতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ সফলও হয়েছিলো পরবর্তীতে। কিন্তু সংখ্যাটি এতই কম যে উদাহরণ দেওয়া অসম্ভব।

'আমি একজন সুখী বালক ছিলাম, এটা কখনোই বলতে পারবো না।' ইসরায়েলি সাংবাদিক ইফরাত মিকাইলিকে বলেছিলো প্যারাট্রুপার সদস্য আদ্দিস আকলাম। এলিট আর্মি ইউনিটে প্রথম কোনো ইথিওপিয়ান গ্রাজুয়েট ছিলো সে। 'আমি জানি এখানে এমন লোক ছিলো যারা কিনা এখানে জন্মগ্রহণ ও সমাহিত হওয়া লোকদেরই কেবল বিশুদ্ধ ইহুদি

ভাবতো। এবং আমরা যারা কোনো স্থান থেকে দুর্দশায় পতিত হয়ে এখানে এসেছিলাম তাদেরকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করা হতো। আমি মোটেও বলবো না আমাদের সাথে সবসময় ভালো আচরণ করা হয়েছিলো। এর চেয়ে নিজের দেশে ভয় নিয়ে বসবাস করাটাও ভালো ছিলো।'

ইথিওপিয়ানদের সবচেয়ে বড় অপমান করা হয় ১৯৯৬ সালে, ম্যারিভের রিপোর্টে উঠে আসে অভিবাসী ইথিওপিয়ানদের ডোনেট করা রক্তগুলো নর্দমায় ফেলে দেওয়া হতো ক্যান্সারের জীবাণু বহনকারী সন্দেহে। 'ব্যাপারটিকে ভিন্নভাবে পরিচালিত করা হচ্ছে। ইথিওপিয়ানদের আঘাত করার কোন ইচ্ছে আমাদের ছিলো না।' ঐ ব্লাড ব্যাঙ্কের মালিক ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ঘৃণ্য কাজের পক্ষ নিতে গিয়ে।

এর প্রতিবাদে ইথিওপিয়ানদের বক্তব্য ছিলো খুবই করুণ। 'আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না কেমন লাগছে আমার।' করুণ সুরে বলেছিলো একজন ইথিওপিয়ান। এমনকি কিছু ইহুদি সৈন্যের কষ্টে আত্মহত্যার খবর চাউর হতে থাকে। 'আমরা সকল অত্যাচার নীরবে সয়ে যাচ্ছি।' একজন ইহুদি সৈন্য বলেছিলো।

অফিসার আদ্দিস আকলাম একসময় তার ট্র্যাক পরিবর্তন করে ব্যবসায় নেমে পড়েন। 'আমার কন্যা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আমার কাছে ইসরায়েলের চেয়ে তাকে আদ্দিস আবাবায় লালন পালন করাটাই সহজ বলে মনে হয়।' সাক্ষাতকার নেওয়া লোককে ক্রোধের সাথে বলেছিলো সে, যখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো কেন সে ইথিওপিয়ায় ফিরে যেতে চায়।

তবে লেবার পার্টির সদস্য আদিসু মাসালা ইসরায়েলি কেবিনেট নেসেটে বাকিদের চেয়ে ছিলেন আলাদা। বৈষম্য দূরীকরণ এবং ইসরায়েল রাষ্ট্রকে একটি সুসংহত অবস্থানে নিতে তিনি চেষ্টা চালিয়েছিলেন। 'আমি কেবল ইথিওপিয়ানদের নয়, সমগ্র সুবিধাবঞ্চিত শ্রেনীর প্রতিনিধিত্ব করি।' শপথ গ্রহণকালে বলেছিলেন তিনি।

কিন্তু ইসরায়েলে ইথিওপিয়ান ইহুদিদের নিয়ে কেবল সমস্যার গল্পই ছিলো না। বরং সময়ে সময়ে বছর যেতেই অনেক সাফল্যের গল্পও বাড়ছিলো ইথিওপিয়ানদের মধ্যে। ইসরায়েলে পরিচালিত সার্ভে রিপোর্টগুলোও সাধারণভাবে ইথিওপিয়ান ইহুদিদের উন্নতির কথা জানান দিচ্ছিলো। কেবল আদ্দিস আকলামের মতো কয়েকজন হয়তো পরবর্তীতে তার মতোই ইসরায়েল ত্যাগ করেছিলো। কিন্তু তরুণদের মধ্যে ধ্যাণধারণা

ছিলো ব্যতিক্রম। 'ইথিওপিয়ায় পরে আছে আমাদের অতীত, কিন্তু এখানে ইসরায়েলে রয়েছে আমাদের ভবিষ্যত।' এমনটাই বলতো তারা।

আজ ইসরায়েলের মাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হাজার হাজার ইথিওপিয়ান ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। তাদের মধ্যে শত শত তরুণ-তরুণী ইসরায়েল সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখায় কাজ করছে। কে জানে-তাদের মধ্যে হয়তো সেই শিশুটিও রয়েছে, যাকে আমি সুদানের দূরবর্তী ওয়াদিতে ট্রাকের স্টিয়ারিংয়ে বসাতেই কৌতুহলি চেহারায় হেসে উঠেছিলো সে। হতে পারে কোনো একদিন আমি কোনো একটা কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবো, আর সে আমাকে বলে উঠবে- আঙ্কেল, আমি আপনাকে ওয়াদির সেই লাল ট্রাকে দেখেছিলাম। আমি আপনাকে চিনি।

আমি তাকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে রাখবো।

প্রজন্ম পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বই

বিশ্ব রাজনীতি

১. কয়েদী ৩৪৫: গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর
লেখক: সামি আলহায, *সাংবাদিক*

২. আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম
সংকলন: টিম প্রজন্ম

৩. দ্য কিলিং অব ওসামা
লেখক: সিমর হার্শ, *সাংবাদিক*

৪. আয়না: কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি
লেখক: আফজাল গুরু

৫. গুজরাট ফাইলস: এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত
লেখক: রানা আইয়ুব, *সাংবাদিক*

৬. উইঘুরের কান্না
লেখক: মুহসিন আব্দুল্লাহ, *সাংবাদিক*

৭. জাতীয়তাবাদ
লেখক: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. KASHMIR the case for freedom : আজাদির লড়াই
লেখক: অরুন্ধতি রায়, তারিক আলী ও অন্যান্য

৯. মোসাদ এক্সোডাস
লেখক: গ্যাড সিমরন, *মোসাদ এজেন্ট*

১০. এনিমি কমব্যাট্যান্ট
লেখক: মোয়াজ্জেম বেগ

১১. পুঁজিবাদ
লেখক: অরুন্ধতি রায়

১২. পার্মানেন্ট রেকর্ড
লেখক: এডওয়ার্ড স্নোডেন

১৩. এম্বাসেডর
লেখক: শেখ আব্দুস সালাম জাইফ

আত্ম-উন্নয়ন

১. না বলতে শিখুন
   লেখক: ওয়াহিদ তুষার
২. এক্সাক্টলি হোয়াট টু সে
   লেখক: ফিল এম জোন্স
৩. সফল উদ্যোক্তা
   লেখক: সুব্রত বাগচী

থ্রিলার

১. ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ
   লেখক: ক্যারিন স্লাথার
২. মার্ডার ইন এ মিনিট
   লেখক: সৌভিক ভট্টাচার্য
৩. গুজবাম্পস
   লেখক: আর. এল. স্টাইন
৪. ইন এনিমি হ্যান্ডস
   লেখক: মৈনাক ধর
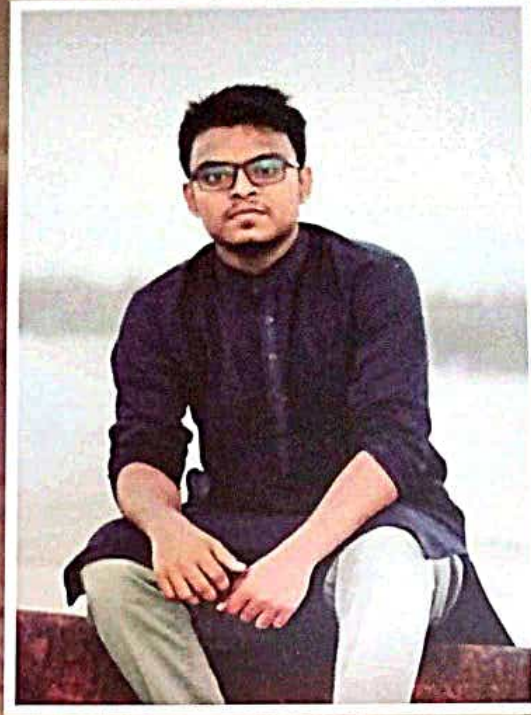
'মানুষ সকল পরিচয়ের উর্ধ্বে। তার কোনো
নির্দিষ্ট দেশ, বাসস্থান কিছুই নেই বলেই
আমার বিশ্বাস। দিনশেষে আমরা সবাই
মানুষ, পৃথিবীর বুকে অস্থায়ী মুসাফির।'
- ত্বাইরান আবির
সফল উদ্যোক্তা
দ্য হাই পারফর্মেন্স এন্টারপ্রেনার
সুব্রত বাগচী
ভাষান্তর
ত্বাইরান আবির
দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরামর্শের অমূল্য সমাহার - সি.কে. প্রহলাদ

১৯৭৭ সাল। ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ তাদের এজেন্টদের গতানুগতিক ষড়যন্ত্র ও গুপ্তচরবৃত্তির বাইরে একবারে ভিন্ন একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয়। ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বিগিন তাদের আদেশ দেন সুদানে আটকে থাকা ইথিওপিয়ান ইহুদি শরনার্থীদের উদ্ধার করে ইসরায়েলে ফিরিয়ে আনার জন্য।

তিনি বলেন- 'শরনার্থীদের যেকোনো মূল্যে উদ্ধার করে আমার কাছে নিয়ে আসুন এবং অবশ্যই এই ইহুদি ভূমিতে।' তারই ধারাবাহিকতায় পরিকল্পনা করা হয় নতুন এক অভিযানের। তবে সেবার পুরোপুরি ভিন্ন কিছুর ছক আঁকে মোসাদ। ১৯৮০ সালের শুরুর দিকের কথা। আক্রমণ চালাতে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কোনো আগন্তুককে শত্রুভূমিতে পাঠানোর পরিবর্তে, সুদানের দূরবর্তী এক পরিত্যক্ত হলিডে ভিলেজে গুপ্ত ঘাঁটি গড়ে তোলে মোসাদ। যেখানে কদাচিৎ কিছু দর্শনার্থীর দেখা মিললেও, জনসাধারণের চাপ কম এবং ঘনবসতি নেই। তারপর সেখানে একদল সক্রিয় এজেন্ট মোতায়েন করা হয় শরনার্থীদের উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করার জন্য। পরবর্তীতে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বিপদসংকুল পরিবেশের মুখোমুখি হয়ে তারা শরনার্থীদের ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করে সমুদ্র ও আকাশপথে ইসরায়েলে প্রেরণ করে। এই বইয়ের লেখক গ্যাড সিমরন সেই অভিযানেরই একজন সদস্য ছিলেন।

বইটি ১৯৯[illegible] সালে প্রথম হিব্রু ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ভাষায় এর পরিমার্জিত সংস্করণে 'কীভাবে এই অভিযানের পরিল্পনা করা হয়েছিলো এবং কীভাবে মোসাদ টিম সুদানে তাদের এই অভিযানে সফল হয়' হাতেকলমে সেসবের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। লেখা হয়েছে ব্যক্তিগত ঝুঁকি এবং দিনের ঝকমকে আলোয় দর্শনার্থীদের ভয় থাকা সত্ত্বেও স্থানীয়দের আড়ালেই রাতের বেলা শরনার্থীদের উদ্ধার করার কথা। এছাড়াও বইটিতে অভিযানের শেষদিকে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতার কথাও আলোকপাত করা হয়েছে। তুলে আনা হয়েছে হোয়াইট হাউসের অনুমতি সাপেক্ষে ইথিওপিয়ান ইহুদি শরনার্থীদেরকে উদ্ধারে আকাশপথে আমেরিকার সাহায্য করার বিষয়টি এবং সিআইএ এর খার্তুম স্টেশন থেকে মোসাদ কর্মীদের আশ্রয় ও লিবিয়ার গুপ্তচরদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে সহায়তার কথা। আরো বলা হয়েছে মেইলের মাধ্যমে মোসাদ অফিসারদের অনুপ্রেরণা দেবার প্রসঙ্গেও। সবমিলিয়ে লেখক গ্যাড সিমরন দুর্দান্ত পর্যবেক্ষণে আদর্শবাদী বীরত্বের গাঁথা বইটিতে সাবলীল ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন, যা সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করবে।

প্র প্রজন্ম | মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

BDT ৳ 250
USD $15

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-94392-5-7